পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 242 Saturday, 2 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৪২ সংখ্যা ✱ ১৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ শনিবার, ২ আগস্ট, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এবার এসআইআর নিয়ে বড় পদক্ষেপ অভিষেকের, কী করতে চলেছেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু নিয়ে এখনও কোনও

ঘোষণা করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। এবার এসআআির নিয়ে দলের বৈঠক ডাকলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৫ আগস্ট তিনি ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। সেই বৈঠকে দলের সমস্ত জেলা সভাপতি, শাখা সংগঠনের প্রধানরা থাকবেন। এছাড়া বিধায়ক, পঞ্চায়েতস্তরের জনপ্রতিনিধিরাও থাকবেন ৫ আগস্টের ওই বৈঠকে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর নিয়ে কী করণীয়, তা দলের সর্বস্তরের নেতাদের বোঝাবেন অভিষেক। বিহারের পর বাংলায় ভোটার তালিকায় সংশোধনের কাজ কমিশন শুরু করছে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আগস্টেই বাংলায় এসআইআর শুরু করতে পারে কমিশন। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর খসড়া তালিকা থেকে ৬১ লক্ষের নাম বাদ যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। বিরোধীরা এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছে। বাংলার শাসকদলও এই নিয়ে আসরে নেমেছে। বাংলায় কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ গেলে তারা রাস্তায় নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। ২ দিন আগে এই নিয়ে অভিষেক বলেন, ''কোনও এসআইআর হল না, আগেই বিজেপি নেতারা বলে দিচ্ছে বাংলা থেকে দুই কোটি ভোটার বাদ যাবে। দুই কোটি ভোটার বাদ দেওয়া তো দূর অস্ত, দু'জনের নাম বাংলায় বাদ দিয়ে দেখাক, য়দব কত ধানে কত চাল।'' এবার এসআইআর নিয়ে দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন অভিষেক। নির্বাচন কমিশন বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করলে কী করতে হবে, তা দলের নেতাদের বোঝাবেন তিনি। প্রথমে বলা হয়েছিল, ৮ আগস্ট বিকেল চারটেয় হবে ওই বৈঠক। পরে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়, ৫ আগস্ট হবে ওই বৈঠক। সূত্রের খবর, এসআইআর শুরু হলে যাতে কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে কী কী করতে হবে, সেটাই দলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের বোঝাবেন অভিষেক।

উত্তরে বাড়ছে ভোটের উত্তাপ, চলতি মাসেই উত্তরবঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ চলতি মাসেই উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে

পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী ১৭ থেকে ২১ তারিখের মধ্যে তিনি উত্তরবঙ্গ যেতে পারেন। ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্থার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করতে পারেন। আবহাওয়া ঠিক থাকলে যেতে পারেন পাহাড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহারে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আর কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের চেয়ে ভাল ফল করেছিল বিজেপি। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মোট আসন ৫৪। এবার সেখানে ৪০টি আসন পাওয়ার টার্গেটের কথা ঘোষণা করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গেরুয়া শিবির যে উত্তরবঙ্গে বাড়তি নজর দিচ্ছে, রাজ্য বিজেপির সভাপতি হওয়ার পরই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। সভাপতি হওয়ার পরই তিনদিনের সফরে উত্তরবঙ্গে যান তিনি। সেখানে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিজেপির নব্য ও পুরনো নেতা-কর্মীদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। শমীক উত্তরবঙ্গ সফর সেরে আসার কয়েকদিন পর ২১ জুলাই বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে সামিল হন শুভেন্দু। একদিকে ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের সমাবেশ। ওইদিনই উত্তরকন্যা অভিযানের পর শিলিগুড়ির সভা থেকে শুভেন্দু দলের নেতা-কর্মীদের টার্গেট বেঁধে দেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপির টার্গেট ৪০টি আসন। এই পরিস্থিতিতে চলতি মাসেই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে যেতে পারেন বলে সূত্রের খবর। ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা থেকে বহু পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে যান। ভিনরাজ্যে বাংলভাষীদের হেনস্থার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, উত্তরবঙ্গ সফরের আগে ৬ এবং ৭ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রাম সফরে যাবেন। আবার প্রতি বছর ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস পালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর ঝাড়গ্রামে আদিবাসী দিবস পালন করেন। কিন্তু এ বার আর একদিন নয়। চারদিন ধরে আদিবাসী দিবস পালন করা হবে। তবে তার কারণ জানা যায়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রী ৯ আগস্ট ঝাড়গ্রামে থাকবেন না। প্রথম দিন অর্থাৎ ৭ তারিখ আদিবাসী দিবসের উদ্বোধন করে ফিরে আসতে চলেছেন।

কমিশনের বিরুদ্ধে হাতে 'পরমাণু' পেয়েছেন রাহুল

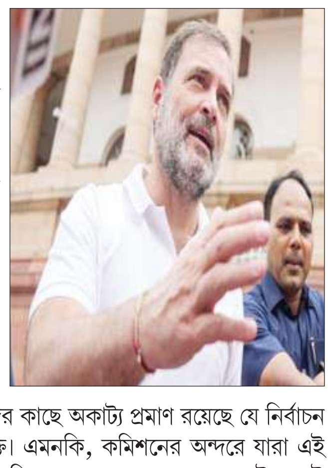

নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ সিঁদুর মিটেছে। এবার এসআআির নিয়ে আসরে বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যেই সংসদে বিহারের ভোটার সমীক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে চেয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। আর সেই আবহেই বিস্ফোরক রাহুল গান্ধি। কমিশনের বিরুদ্ধে রীতিমতো 'ভোট চুরির' অভিযোগ করলেন তিনি। শুক্রবার সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে করা বিরোধীদের একটি 'স্বাধীন' তদন্তের কথা বলেন রাহুল। বিরোধী দলনেতার দাবি, ''আমাদের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে নির্বাচন কমিশন ভোট চুরির দায়ে অভিযুক্ত। এমনকি, কমিশনের অন্দরে যারা এই কাজ করছে, সে উচ্চপদস্থ হোক বা নিম্নপদস্থ, তাদের কোনও ভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না।'' এরপরে কারওর নাম না করেই আক্রমণ শানাতে দেখা যায় রাহুলকে। তিনি বলেন, ''আপনি ভারতের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। যা বিশ্বাসঘাতকতার থেকে কম কিছু নয়। আপনি যেখানেই থাকুন, আমরা আপনাকে খুঁজে বের করবই।'' তাঁর সংযোজন, ''মধ্য প্রদেশ ও লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। যা মহারাষ্ট্র নির্বাচনের পর আরও বেড়ে যায়। বিশেষ করে যখন আমরা দেখলাম যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় হঠাৎ করেই ১ কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। তখনই আমরা বুঝতে পারি যে কিছু একটা হচ্ছে। এরপরেই ছয় মাস ধরে চলে তদন্ত। সেই তদন্তের পর আমরা যা পেয়েছি তা পরমাণু বোমার সমান। এটা যদি একবার বিস্ফোরণ হয় কমিশনের পালানোর পথ থাকবে না।''

'সিবিআইকে ধিক্কার', বিচারের দাবিতে সিজিও কমপ্লেক্সে ঝাঁটা হাতে মহিলারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ আরজিকর হাসপাতালের ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় এক বছর। অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত শুধু এক জন সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেফতার হলেও বাকিরা অধরা। বিচার নিয়ে ধোঁয়াশা ও তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে ফের পথে নামল 'অভয়া মঞ্চ'। শুক্রবার বিকেলে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সিজিও কমপ্লেক্সের উদ্দেশে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। অভিযানে অংশ নেন মহিলা সদস্যরাও। তাঁদের হাতে ছিল ঝাঁটা ও প্রতীকী তালা-চাবি। সিজিও কমপ্লেক্সের গেটের সামনে এসে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে এবং ঝাঁটা ছুড়ে প্রতিবাদ জানান তাঁরা। মিছিলে বারবারই উঠছিল স্লোগান- 'জাস্টিস ফর তিলোত্তমা'। অভয়া মঞ্চের অভিযোগ, সিবিআই তদন্তে স্বচ্ছতা নেই। তদন্ত হাতে নেওয়ার পরেই সংস্থা জানিয়েছিল, ঘটনাস্থলের প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, এবং আরজিকরের একাধিক চিকিৎসকের নামও উঠে এসেছিল। তবে, এত দিনেও তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট চার্জশিট তো দূরের কথা, অধিকাংশ তথ্যই এখনও অস্পষ্ট। আসলে সিবিআইয়ের অফিস এই ভবনেই। অভয়া মঞ্চের প্রতিনিধিরা বলেন, ''তদন্তের অগ্রগতি নেই। যাঁদের নাম তদন্তে এসেছিল, তাঁদের নিয়ে চুপ সিবিআই। আমরা জানতে চাই, কেন এখনও বিচার হয়নি।'' তাঁদের দাবি, তদন্তে গড়িমসি বরদাস্ত করা হবে না। এই ধরনের মৃত্যু যেন ভবিষ্যতে না ঘটে, তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক বিচার চায় সমাজ। সিজিও কমপ্লেক্সের গেটে প্রতীকী তালা ঝোলানো হয়। ঝাঁটা ছুড়ে বার্তা দেওয়া হয়, যাঁরা তদন্ত করছেন, তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছেন, তাই এই ঝাঁটা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, সমাজকর্মী-সহ বহু বিশিষ্টজন। অভয়া মঞ্চ সূত্রে খবর, এটাই শেষ নয়, প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। গত বছরের ৮ আগস্ট গভীর রাতে আরজি করের সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয়েছিল ডাক্তারি ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ। ওই ঘটনার প্রায় এক বছরের মুখে প্রতিবাদীদের মুখে ঘুরপাক খাচ্ছে একাধিক প্রশ্ন, সিবিআই কেন এখনও তথ্য প্রমাণ পেশ করতে পারল না? কেন চিকিৎসকদের নাম প্রকাশ্যে এলেও তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হয়নি? এক আন্দোলনকারী বলেন, ''এক তরুণী চিকিসকের মৃত্যুর বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গেলে সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতি আস্থা হারাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।'' তবে এ ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থার কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বিএলও-দের 'হুঁশিয়ারি'র অভিযোগ, এবার রাজ্যসভায় বড় দাবি শমীকের, জবাব কুণালের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১ আগস্টঃ আগস্টেই বাংলায় শুরু হতে পারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ। এই নিয়ে গুঞ্জন ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসারদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে রাজ্যসভায় সরব হলেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাজে হুমকি দিয়ে রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি করা হচ্ছে। এই মর্মে রাজ্যসভায় মুলতবি প্রস্তাব জমা দেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক। জরুরি ভিত্তিতে রাজ্যসভায় আলোচনা চেয়ে নোটিস দেন তিনি। রাজ্যসভায় জমা দেওয়া নোটিসে শমীক অভিযোগ করেছেন, প্রকাশ্যে নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আধিকারিকরা শুধু রাজ্য সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। এটা নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সংস্থার সাংবিধানিক স্বায়ত্বশাসনের উপর সরাসরি আঘাত বলে নোটিসে অভিযোগ করেন তিনি। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির এভাবে বিরোধিতা যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে শমীক মন্তব্য করেন। অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ভোটব্যাঙ্ক নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এটা শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপদে ফেলছে না। জাতীয় নিরাপত্তাকে ক্ষতি করছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের উপর প্রভাব ফেলছে। দ্রুত এই নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানান তিনি। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, বাংলায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে তদন্ত করা দরকার। স্বচ্ছ ভোটার তালিকা নিশ্চিত করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের

স্বায়ত্বশাসন রক্ষা করা দরকার। প্রসঙ্গত, দিন চারেক আগে বীরভূমের বোলপুরে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএলও-দের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''ভোটার লিস্টটা দেখবেন, মানুষকে যেন হেনস্থা করা না হয়।'' রাজ্য প্রশাসনকে যাতে সবটা জানানো হয়, সেই বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''কোনও নির্দেশ এলে মুখ্যসচিবকে জানাবেন। আমাদের না জানিয়ে হুটপাট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছেন। কখনও এই জিনিস হয়নি। কখনও এই জিনিস হয়নি। ভয় দেখালেই আপনারা ভয় পাবেন! তাহলে ঘরে বসে থাকুন।'' এছাড়া জেলাশাসকদের বার্তা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক হাজার লোককে ট্রেনিংয়ের জন্য দিল্লি নিয়ে গিয়েছে। আমি জানতামই না। অনেক সময় ডিএম খেয়াল রাখছেন না।'' সেইসময় বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''প্রত্যেক রাজ্যের বিএলও-দের ডাকতে পারে, সেই অধিকার রয়েছে নির্বাচন কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গ আলাদা নয়। কেন মুখ্যমন্ত্রী বিএলও-দের হুমকি দেবেন?'' তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই নিয়ে বলেন, ''এই যে অন্য রাজ্যের ভোটার এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা নিয়ে প্রথম সরব কে হয়েছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন। কার দল কলকাতা ও দিল্লি নির্বাচন কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস দিয়েছে। অতীতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দিতে হবে, ভুয়ো ভোটার বাতিল করতে হবে। আজও একইভাবে তিনি বলছেন, ভোটার তালিকা নিখুঁত রাখতে হবে, বৈধ ভোটার রাখতে হবে, অন্য রাজ্য থেকে ভোটার রাখা যাবে না এবং বৈধ ভোটার কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না।

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা কেন? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি পাঠাল উচ্চশিক্ষা দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পরীক্ষা রাখা হয়েছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। বিষয়টাকে 'গভীর ষড়যন্ত্র' বলে ব্যাখ্যাও করেন তিনি। যদিও পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করতে নারাজ শান্তা দত্ত দে। কিন্তু এবার ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল উচ্চ শিক্ষা দফতর। দিন বদল চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দিল তারা। ঘটনায় সরকারের নাকগলানো নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ''সরকার এবং দল একাকার হয়ে লিখিত নির্দেশ দিচ্ছে। শিব ঠাকুরের আপন দেশে, নিয়ম কানুন সর্বনেশে।'' আগামী ২৮ আগস্ট টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই দিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ (বিকম) এবং আইন বিভাগ (বিএ এলএলবি)-র চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া হবে। টিএমসিপি দাবি করেছে, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে পরীক্ষা রাখাটা 'ষড়যন্ত্র', এবং ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের চেষ্টা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ''এটা দিল্লির ইশারায় চালিত এক রাজনৈতিক অপকৌশল।'' এই প্রসঙ্গে শনিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েন উপাচার্য শান্তা। তিনি সমস্ত অভিযোগ

'ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক' বলে উড়িয়ে দেন। ব্যাখ্যা দেন, পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অফ স্টাডিজ'। প্রায় তিন মাস আগে সেই বোর্ডের বৈঠকে এই নির্দিষ্ট সূচি চূড়ান্ত হয়, এবং তা একাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনেই তৈরি। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কথায়, ''যদি এক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবসকে মেনে পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়, তাহলে সমস্ত দলের (ছাত্র) সংগঠনের দিনগুলিও মানতে হবে। সেক্ষেত্রে কি পরীক্ষার শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব?'' তিনি আরও যোগ করেন, ''তৃণমূল যেমন তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে, তেমনই সিপিএম-এর এসএফআই, বিজেপির এবিভিপি বা অন্য ছাত্র সংগঠনরাও সেটা দাবি করতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিকে মান্যতা দিতে পারে না।'' ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের সাফ কথা, ''সরকারি ছুটির দিন যাতে পরীক্ষার সঙ্গে না মেলে, সেটা খেয়াল রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক কোনও দলের অনুষ্ঠানের কারণে পরীক্ষার সূচি বদলানোর প্রশ্নই নেই।'' এই বিতর্কের মধ্যেও শান্তা দত্ত দে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নন। তাই তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম বা এসইউসিআই- সব ছাত্র সংগঠনের প্রতিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এক। যদিও এবার শিক্ষা দফতর নাক গলানোয় ২৮ অগস্ট পরীক্ষায় অন। থেকে সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকতে চলেছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য।

জল জমে চরম দুর্ভোগ, হাওড়ার লিলুয়ায় রাস্তা অবরোধে উত্তাল পরিস্থিতি, পুলিশের লাঠিচার্জ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ আগস্টঃ টানা বৃষ্টির জেরে চরম দুর্ভোগ। ঘরে ঘরে ঢুকছে জল, পাড়ার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও সমাধান নেই। এই পরিস্থিতিতে অবরোধে উত্তাল হয়ে উঠল হাওড়ার লিলুয়ার জগদীশপুর। শুক্রবার সকাল থেকে বেনারস রোডে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন

স্থানীয় বাসিন্দারা। জগদীশপুরের দেবীর পাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই জল জমার সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ। বাসিন্দাদের দাবি, ঘরে জল ঢুকে পড়ায় তাঁরা কার্যত গৃহবন্দি। স্কুল, অফিস, বাজার, কিছুই সম্ভব হচ্ছে না। বারবার প্রশাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। শুক্রবার সকালেই তাঁরা বেনারস রোড অবরোধ করে বসেন। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গোটা এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় লিলুয়া থানার জগদীশপুর ফাঁড়ির পুলিশ। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তা হাতাহাতির চেহারা নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ হালকা লাঠিচার্জ করে ও কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের লাঠির ঘায়ে তাঁদের কয়েকজন আহত হয়েছেন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে এলাকায় রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তাঁরা। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় তৈরি হয়েছে চাঞ্চল্য। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

টিসিএসে কর্মী ছাঁটাইয়ে মমতা চুপ! সিপিএমের ঘেরাওয়ে সামিল আইটি কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ এবার সিপিআইএম-এর শ্রমিক শাখা সিটুর লাল চোখ দেখে চিন্তিত টাটা কর্তৃপক্ষ। বিপুল কর্মী ছাঁটাই রুখতে দেশজুড়ে টিসিএস কার্যালয় ঘেরাওয়ে সামিল লাল ঝাণ্ডার শ্রমিক সংগঠন। তাৎপর্যপূর্ণ, মোটা বেতন পাওয়া আইটি কর্মীরাও জীবিকা বাঁচাতে ঘেরাওয়ে সামিল। একটি সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, আইটি প্রধান সংস্থা টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর ইনফোপার্ক ক্যাম্পাসে কর্মীদের পিঙ্ক স্লিপ (চাকরি থেকে ছাঁটাই) দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে সামিল সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস। দেশজুড়ে টিসিএস কার্যালয়ে ঘেরাও চলবে বলে শ্রমিক সংগঠন সিটু জানিয়েছে। বাম শ্রমিক নেতারা জানিয়েছেন এই প্রতিবাদ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো আইটি ক্ষেত্রে চাকরি ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানানো। তারা বলেছেন, আগের মতো নয়, এবার কর্মীরা নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছেন ও প্রতিবাদে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস থেকে কর্মী ছাটাই প্রতিবাদে ঘেরাও হবে শ্রমিক সংগঠন সিটু সূত্রে জানা গেছে। সিটু জানিয়েছে টিসিএস-সহ অন্যান্য আই টি কোম্পানি, পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা দেশে যে অনৈতিক কর্মী ছাঁটাই শুরু করেছে, তার প্রতিবাদে ৪ঠা আগষ্ট সোমবার, উত্তর ২৪ পরাগনায় টিসিএস লর্ডসের সামনে হবে ঘেরাও সমাবেশ। উল্লেখ্য আইটি কর্মীদের অনৈতিকভাবে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে সিপিআইমের শ্রমিক শাখা সামিল হলেও নীরব এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন। আর্থিক বিষয়ক সংবাদপত্র মনিকন্ট্রোল জানিয়েছে, ব্যাপক ছাঁটাই এবং নতুন কর্মীদের নিয়োগ বিলম্বের বিষয়ে আলোচনা করতে শুক্রবার, ১ আগস্ট তারিখে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-এর সিনিয়র নির্বাহীদের তলব করেন শ্রম মন্ত্রকের আওতাধীন চিফ লেবার কমিশনার। প্রতিবেদনে বলা হয়, টিসিএস ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে তার কর্মীসংখ্যা ২ শতাংশ কমাতে পারে, যার ফলে প্রায় ১২,০০০ কর্মীর চাকরি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। সংস্থার সিইও কে. কীর্তিবাসন

বলেন, ''এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে ২০ শতাংশ উপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে নয়। আমরা এটি করছি না। এটি হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে দক্ষতার অমিল রয়েছে বা যাদের উপযুক্তভাবে কাজে লাগানো যায়নি।'' নেসেন্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি এমপ্লয়িজ সিনেট সাম্প্রতিক কয়েক দিনে সিএলসি-এর দপ্তরে দুটি চিঠি পাঠিয়েছে, যাতে শ্রম মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। চিঠিতে এনআইটিইএস-এর তরফে টিসিএস-এ ছাঁটাইকে অমানবিক, অনৈতিক এবং সম্পূর্ণ বেআইনি বলে অভিহিত করে, সকল ছাঁটাই অবিলম্বে বন্ধ করার এবং প্রভাবিত কর্মীদের পুনঃনিয়োগের দাবি জানায়। এনআইটিইএস সভাপতি হরপ্রীত সিং সালুজা লিখেছেন, 'যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই ১০ থেকে ২০ বছর ধরে সংস্থায় কাজ করে আসা মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের পেশাদার। রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করে কোনো পূর্ব ঘোষণা বা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ছাড়াই একটি ইমেইল পাঠিয়ে ছাঁটাইয়ের কথা জানানো হয়েছে। এটি কেবল অনৈতিক এবং অমানবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ বেআইনি। টিসিএস সরকারকে কোনো আগাম নোটিশ না দিয়েই হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করার পরিকল্পনা করেছে, যা বর্তমান ভারতীয় শ্রম আইনের পরিপন্থী।'' তিনি আরও বলেন, ''ভারতের আইটি খাতে লাখ লাখ পেশাদার কাজ করেন এবং এটি আমাদের অর্থনীতির একটি স্তম্ভ। যদি টিসিএস-এর মতো একটি সংস্থাকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে নির্বিচারে ছাঁটাই করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তা অন্যান্য কোম্পানির জন্য এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এটি চাকরির অনিরাপত্তাকে স্বাভাবিক করে তুলবে, কর্মচারীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে এবং ভারতের চাকরি ব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট করবে।'' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাম্প্রতিক আইটি খাতে হোয়াইট-কলার কর্মীদের ছাঁটাইয়ের ঘটনাগুলিকে মূলত বাণিজ্যিক ও চুক্তিভিত্তিক প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত, যেখানে শ্রম মন্ত্রকের সরাসরি ভূমিকা সীমিত। এমারাল্ড ল' অফিসেস-এর পার্টনার আস্থা সিং ত্রেহান বলেন, ''মন্ত্রক যদি কোনো তলব জারি করে, তাহলে তা সম্ভবত খতিয়ে দেখার জন্য যে সেখানে কোনো বেআইনি বা বৈষম্যমূলক আচরণ হয়েছে কিনা যেমন বয়স, লিঙ্গ বা হুইসেলব্লোয়ার হওয়ার কারণে কাউকে লক্ষ্যবস্তু করা অথবা কর্মী ও সংস্থার মধ্যে সমঝোতার পথ খুঁজতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হতে পারে।'' তিনি আরও বলেন, ''মূলত কর্মীসংখ্যা ও ছাঁটাই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো বেসরকারি নিয়োগকারীদের নিজস্ব এখতিয়ারে পড়ে, যা নিয়ন্ত্রিত হয় চাকরির চুক্তি, অভ্যন্তরীণ এইচআর নীতি এবং সামগ্রিক ব্যবসায়িক প্রয়োজনে।''

দাম কমলো বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃসস্তা হলো গ্যাস। দাম কমলো বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের। শুক্রবার থেকেই এই নতুন দাম কার্যকর হচ্ছে। তবে, ১৪.২ কেজির ঘরোয়া সিলিন্ডারের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি।জানানো হয়েছে, তেল বিপণন সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম সংশোধন করেছে। ১৯ কেজির এই বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৩৩ টাকা ৫০ পয়সা করে কমানো হয়েছে। দেশ জুড়েই এর সুবিধা পাবেন বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার গ্রাহকরা। এর ফলে দিল্লিতে এই সিলিন্ডারে দাম কমে ১,৬৩১.৫০ টাকা হচ্ছে।

ভুবনেশ্বর, কলকাতায় তল্লাশি অভিযান ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃ শুক্রবার সাতসকালে তল্লাশি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র। কলকাতা, ভুবনেশ্বর-সহ চারটি জায়গায় শুক্রবার তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত বছরের ১১ নভেম্বর দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা একটি অভিযোগ করেছিল। তার ভিত্তিতেই তদন্ত করছে ইডি।ব্যাঙ্ক জালিয়াতি চক্রের তদন্তে ভুবনেশ্বরের তিনটি এবং কলকাতার একটি জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়। ভুবনেশ্বরে বিসওয়াল ট্রেডলিংক প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত তিনটি স্থানে এবং কলকাতায় একটি স্থানে তল্লাশি চলে। ২০২৪-এর ১১ নভেম্বর দিল্লি পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার দায়ের করা এফআইআর (নং ০১৩১২০২৪)-এর ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) একটি ব্যাঙ্ক জালিয়াতি চক্রের তদন্ত শুরু করেছে।

ভারতে সোনার মতই প্রায় লাফিয়ে বাড়ছে রুপোর দাম

কলকাতা, ১ আগস্ট ঃ সোনার মূল্য পরিবর্তনের ওপর অনেকেই নজর রাখেন। সে তুলনায় রুপো অনেকটাই দুয়োরানী। তবু, গত এক বছরে সোনার দামের সঙ্গে কিছুটা পাল্লা দিয়ে রূপোর দাম বেড়েছে প্রায় ২৯.২ শতাংশ।' বাজাজ ফিনসার্ভ'-এর মতে, ২০০০ সালের গোড়ার দিকে, প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল প্রায় ৪,৫০০ টাকা, কিন্তু ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার কারণে ২০১১ সালের মধ্যে তা বেড়ে ২৭,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। ২০২০ সালের মহামারীতে বিনিয়োগের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে সম্পদের সন্ধানকারীদের দাপটে দাম আরও বেড়ে ৫৫,০০০ টাকা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে, প্রতি গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রায় ১০,১০৬.৪৪ টাকা।রুপোর দাম অবশ্যই সে তুলনায় কম। কিন্তু সেই মূল্যবৃদ্ধিও অকিঞ্চিত নয়। শেয়ার বাজার সূত্রের খবর, ২০২৪-এর জুলাই মাসে রুপোর দাম ছিল কিলোপিছু আনুমানিক ৯৬ হাজার টাকা। এখন তা কিলোপিছু ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ বিহারে, শুরু তোড়জোড়

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃবিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এর মধ্যেই শুক্রবার বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাতে ওই খসড়া তালিকা তুলে দেওয়া হবে। কারও নাম জুড়তে হলে বা কারও নাম ওই তালিকা থেকে বাদ দিতে হলে কী নিয়ম মানতে হবে, তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নয়, যে কোনও সাধারণ ভোটার এই তালিকা পরিবর্তনের আবেদন জানাতে পারবেন।জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, বিহারের ৩৮টি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-রা সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই তালিকার হার্ড এবং ডিজিটাল কপি প্রদান করবেন। ১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুপস্থিত যোগ্য ভোটারের নাম যোগ করার জন্য, অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য অথবা খসড়া ভোটার তালিকায় যে কোনও সংশোধন করার জন্য যে কোনও বিধানসভা এলাকার যে কোনও ভোটার বা যে কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল দাবি বা আপত্তি জানাতে পারবে। এই অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন বিহারের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এবং ২৪৩ জন নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও)।

কলকাতায় মৎস্য উন্নয়ন সংক্রান্ত আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভায় পৌরোহিত্য করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃ মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের (এমওএফএএইচঅ্যান্ডডি) আওতাধীন মৎস্য বিভাগ শনিবার (২ আগস্ট) কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের জন্য একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করেছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মস্য সম্পদ যোজনা (পিএমএমএসওয়াই) মস্য ও অ্যাকোয়াকালচার পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (এফআইডিএফ) এবং প্রধানমন্ত্রী মস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা (পিএম-এমকেএসএসওয়াই) সহ মস্য ক্ষেত্রে মূল প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ওপর আলোকপাত করা হবে। এই বিষয়ে. জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রকের (এমওএফএএইচঅ্যান্ডডি)-এর মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং-এর পৌরোহিত্যে এই বৈঠক হবে। মৎস্য ও দুগ্ধ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ান বৈঠকে যোগ দেবেন। অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব, ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, মস্য বিভাগ, রাজ্য মস্য বিভাগ এবং আইসিএআর-এর প্রতিনিধিরা বৈঠকে যোগ দেবেন।বৈঠকে মৎস্য ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জানানো হবে। তথ্যভিত্তিক আলোচনার সাহায্যে এই বৈঠকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মূল্যশৃঙ্খল শক্তিশালী করে তোলা এবং মৎস্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা লক্ষ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের একটি ভবিষ্যতের পথদিশা তৈরি করা হবে। বৈঠকে হাইব্রিড মোডে আলোচনা হবে। মৎস্য বাস্তুতন্ত্রের জন্য তৈরি আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতির প্রচার, মৎস্য ক্ষেত্রে জীবিকার সুযোগ, উৎপাদনশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে এই বৈঠক।পিআইবি-র তরফে এও জানানো হয়েছে, ভারত সরকার দেশের অভ্যন্তরে মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৫ সালে এই উদ্যোগ শুরুর পর থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৮,৫৭২ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের মতো পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য নীল বিপ্লব প্রকল্প মৎস্য ও অ্যাকোয়াকালচার পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল, প্রধানমন্ত্রী মস্য সম্পদ যোজনায় ২৭৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ৪টি রাজ্য দেশের মোট মস্য উপাদনের ৪৫.২৭ লক্ষ টনেরও বেশি অবদান রাখে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে । সরকার মৎস্যজীবিদের জন্য ডিজিটাল পরিচয় তৈরিতে বিশেষ নজর দিয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের ২৪ লক্ষেরও বেশি মস্যজীবি ইতিমধ্যেই জাতীয় মস্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে (এনএফডিপি) যুক্ত হয়েছেন।

মিড-ডে মিলের রাঁধুনি, স্কুলের নৈশপ্রহরী ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের ভাতা দ্বিগুণ করল বিহার সরকার

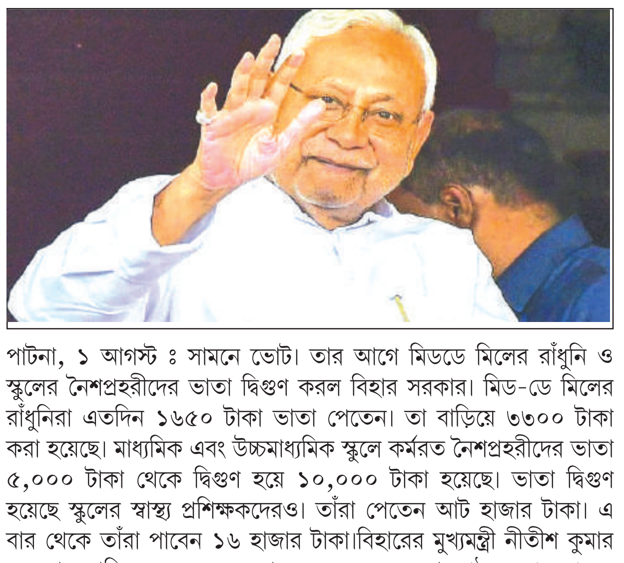

পাটনা, ১ আগস্ট ঃ সামনে ভোট। তার আগে মিডডে মিলের রাঁধুনি ও স্কুলের নৈশপ্রহরীদের ভাতা দ্বিগুণ করল বিহার সরকার। মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা এতদিন ১৬৫০ টাকা ভাতা পেতেন। তা বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে কর্মরত নৈশপ্রহরীদের ভাতা ৫,০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১০,০০০ টাকা হয়েছে। ভাতা দ্বিগুণ হয়েছে স্কুলের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদেরও। তাঁরা পেতেন আট হাজার টাকা। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন ১৬ হাজার টাকা।বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শুক্রবার জানিয়েছেন, ২০০৫ সালের নভেম্বরে সরকার গঠনের পর থেকে, আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছি। ২০০৫ সালে শিক্ষার জন্য মোট বাজেট ছিল ৪৩৬৬ কোটি টাকা, যা এখন বেড়ে ৭৭৬৯০ কোটি টাকা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাঁধুনি, নৈশপ্রহরী এবং শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আমরা এই কর্মীদের সাম্মানিক দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষা বিভাগের অধীনে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের সাম্মানিক ১৬৫০ টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ৩৩০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মাধ্যমিকউচ্চশিক্ষা স্কুলে কর্মরত নৈশপ্রহরীদের সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ১০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের সাম্মানিক ৮ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ১৬ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা আরও উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কাজ করবেন।

১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলা, অনিল আম্বানিকে তলব ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃএবার অনিল আম্বানিকে তলব করল ইডি। শুক্রবারও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক অফিস এবং অন্যান্য স্থানে ইডি তল্লাশি চালাচ্ছে। সেই তল্লাশি চলাকালীনই অনিলকে তলব করা হয়েছে দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে। আগামী ৫ তারিখ হাজিরা দিতে হবে তাঁকে।শুক্রবার সাতসকালে নোটিস পাঠানো হয় রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন তদন্তকারীরা। ৫ আগস্ট ইডি-র সদর দফতরে অনিল আম্বানিকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ঋণ প্রতারণা মামলায় প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের আওতায় তদন্ত শুরু করেছে ইডি। গত সপ্তাহেই অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের ৫০টি সংস্থায় তল্লাশি করেন তদন্তকারীরা। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কমপক্ষে ২৫ জনকে।এর আগে ২০২৩ সালে ইডি তলব করেছিল অনিলকে। দীর্ঘ জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। ২০২০ সালেও একবার অনিল আম্বানিকে তলব করেছিল ইডি। ইয়েস ব্যাংকের ঋণ মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল বলে মনে করাহয়।

দেশীয় বাজারে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

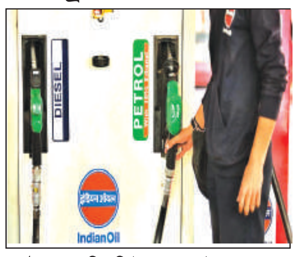

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। শুক্রবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল-ডিজেলের দর অপরিবর্তিত রইলো।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা , ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রয়েছে। মুম্বইতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । চেন্নাইতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা।

শিক্ষা ব্যবস্থার নীরব শত্রুঃতাপপ্রবাহে বিপর্যস্ত হচ্ছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ

বিশেষ প্রতিবেদনঃপৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পাল্টাচ্ছে না, বরং নীরবে, গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে আমাদের সমাজের ভিতরেও। এর সরাসরি শিকার হয়ে উঠছে ভবিষ্যতের প্রজন্ম-স্কুল পড়ুয়া শিশুরা। বিশেষত তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ এখন এক এমন চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে, যা শিশুদের শেখার পরিবেশ, মানসিক স্থিতি এবং স্বাস্থ্য-তিনটিকেই অস্থির করে তুলছে। অথচ এই বাস্তবতাকে আমরা এখনও প্রশাসনিক পরিকল্পনা বা নীতির কেন্দ্রে আনতে পারিনি।তাপপ্রবাহ মূলত একধরনের চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে অসহনীয় তাপমাত্রা বিরাজ করে। বিগত কয়েক বছর ধরেই দক্ষিণ এশিয়ার মতো ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এ ধরনের পরিস্থিতি বেড়েই চলেছে। একদিকে গ্রীষ্মের তীব্রতা বেড়েছে, অন্যদিকে বর্ষার আগমন হয়েছে অনিয়মিত, যার ফলে মে-জুন মাস জুড়ে বিপজ্জনক গরমে হাঁসফাঁস করছে স্কুলপড়ুয়া শিশুরা। খোলা ক্লাসরুম, বিদ্যুৎবিহীন ঘর, পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব কিংবা হিউমিডিটির অত্যাচারে স্কুলজীবন হয়ে উঠেছে একপ্রকার দু ঃস্বপ্ন।শিশুদের দেহতন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। তারা দ্রুত পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মনোযোগে ঘাটতি ঘটে। তাপপ্রবাহের দিনে দেখা যায় অনেক শিশু স্কুলে গেলেও ক্লাসে মন বসাতে পারছে না, ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে, এমনকি মাথা ঘোরা, বমি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঘটনাও অহরহ ঘটে চলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে, ফলে একদিকে যেমন শিক্ষাগত ফলাফল কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে স্কুলছুটের প্রবণতা।আরও দু ঃখজনক বিষয় হলো, এই সমস্যার অভিঘাত সমাজের প্রতিটি স্তরে সমানভাবে পড়ে না। শহরের কিছু বেসরকারি স্কুলে হয়তো এয়ার কন্ডিশনড ক্লাসরুম, ঠান্ডা পানি বা বিশ্রামের সুব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ বা নিম্নআয়ের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে এই চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানকার শিক্ষার্থীরা খোলা টিনের চালের নিচে বসে, গায়ে রোদের তাপ সহ্য করে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক সময় শিক্ষকরা তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ক্লাস নিতে অস্বীকার করেন, বা পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বার্তায় বারবার উঠে এসেছে, চরম আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম। ফলে স্কুলে নিয়মিত যাতায়াত না করতে পারা, মানসিক চাপ এবং ক্লান্তির কারণে তারা শুধু শিক্ষা থেকেই পিছিয়ে পড়ছে না, বরং ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের ' সংকট'-যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব জাতির মানবসম্পদ গঠনে পড়বে। যে দেশ শিক্ষা ও দক্ষতা নির্ভর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে, তার পক্ষে এই সংকট নিছক অবহেলার বিষয় নয়।তাপপ্রবাহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তৈরি হওয়া এই সংকট রোধে নীতিগত হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, স্কুল পরিকাঠামোকে জলবায়ু-সহনশীল করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছায়াযুক্ত ভবন, ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং হালকা পোষাকের অনুমতি দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নিতে হবে অবিলম্বে। দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মের ছুটির সময়সূচি অঞ্চলভেদে পুনর্বিবেচনা করা জরুরি-যেখানে তাপপ্রবাহ প্রবণতা বেশি, সেখানে মে-জুন মাসের পরিবর্তে ছুটির তারিখ বদলানো যেতে পারে।তৃতীয়ত, স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকদের সহায়তায় জল খাওয়ার গুরুত্ব, সূর্যের আলো থেকে বাঁচার কৌশল এবং হিটস্ট্রোকের লক্ষণ চেনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকেও প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সতর্কতা জারি করতে হবে-যাতে স্কুলে সময়সীমা পরিবর্তন, সকালবেলায় ক্লাস নেওয়া, কিংবা প্রয়োজনে ক্লাস স্থগিত করার মতো নমনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।বড় শহরগুলোতে, বিশেষত যেখানে ঘনবসতি ও কংক্রিটের জঙ্গল বেশি, সেখানে ' হিট আইল্যান্ড' প্রভাব আরও জটিল সমস্যা তৈরি করছে। স্কুল যদি এমন এলাকায় অবস্থিত হয, তাহলে এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই নগরপরিকল্পনার মধ্যেই শিশুদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলের আশেপাশে গাছপালা, খেলার মাঠ বা ছায়াযুক্ত জায়গা রাখা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাপপ্রবাহ শুধু একটি আবহাওয়া-সংক্রান্ত ইস্যু নয়-এটি এখন একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং ভবিষ্য জীবনে। এটি জাতীয় উন্নয়নের প্রশ্নে এক নীরব সঙ্কেত।শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, আর এই শিক্ষার ভিত যদি ক্লান্ত, রোগাক্রান্ত ও অনুসাহী শিশুদের কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সেই মেরুদণ্ড দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমাদের এখনই এই সংকটকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। তাপপ্রবাহের হাত থেকে পড়ুয়াদের সুরক্ষিত রাখা শুধু এক প্রকার প্রশাসনিক কর্তব্য নয়, এটি এক প্রকার নৈতিক দাযিত্বও-যা আমাদের মানবিকতাকে আজ এবং আগামীতে পরীক্ষার মুখে দাঁড় করাবে।এই তাপপ্রবাহে পুড়ে পুড়ে বড় হওয়া প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমরা কি কেবলমাত্র তাপমাত্রার পরিসংখ্যান জোগাড় করব? না কি তারা যেন নিজেদের শ্রেণিকক্ষে নিরাপদে ও শান্তভাবে শিখতে পারে, সেই ব্যবস্থাও এখন থেকেই শুরু করব?তবে দেরি করলে তার মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যকে। আর ভবিষ্য মানে-এই ছোট্ট, ঘেমে ওঠা, ক্লান্ত কিন্তু জানার আগ্রহে ভরপুর মুখগুলো। যারা আজ স্কুলে বসে তপ্ত বাতাসে পড়ছে ' সোনার বাংলা', তাদের সুরক্ষাই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি।

ট্রাম্পের চূড়ান্ত শুল্কহারের ওপরেই নির্ভর করবে ভারত-মার্কিন আমদানি-রফতানি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বহু দেশের সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের সমীকরণ বদলাচ্ছে। এই মুহূর্তে শুল্কহার নিয়ে নানা দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলী ভাবনার লড়াই চলছে। এই শুল্কহারের ওপরেই নির্ভর করবে ভারত-মার্কিন আমদানি-রফতানির হিসেব।শুক্রবার ভারতের কেন্দ্রীয় বানিজ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত যে তিনটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশি রফতানি করে, সেগুলো হলো যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ও কার্পেট, রত্ন ও অলঙ্কার। ২৪-'২৫ অর্থবর্ষে এই তিন ক্ষেত্রের হিসেব হলো যথাক্রমে ১১, ১০.৭ এবং ১০ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর পরের দুটি বেশি রফতানির ক্ষেত্র ফার্মাসিউটিক্যাল এবং তৈলজাতীয় পদার্থ। পরিমাণগুলো হলো ৯.৮ এবং ৪.২ মার্কিন বিলিয়ন ডলার।অন্যদিকে, ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই সময়কালে বেশি আমদানি করেছে খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি এবং মুক্তো ও রত্ন- পরিমাণগুলো যথাক্রমে ১৪.৩, ৭.৮ এবং ৫.৩ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। এর পরেই চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, বিমানবহর- যথাক্রমে ২ এবং ১.৬ মার্কিন বিলিয়ন ডলার।তবে, শুল্ক নিয়ে দর কষাকষির পর দু'দেশের পারস্পরিক আমদানি-রফতানির হিসেবের একটা বড় বদল হবে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা।

পিএম কিষাণ সম্পদা যোজনার জন্য ৬,৫২০ কোটি টাকা অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি,১ আগষ্টঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা মোট ৬,৫২০ কোটি টাকা ব্যয় অনুমোদন করেছে, যার মধ্যে ১৫-তম অর্থ কমিশন চক্রের সময় চলমান কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদা যোজনা-র জন্য অতিরিক্ত ১,৯২০ কোটি টাকা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমকে ব্রিফিংয়ে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই অনুমোদনের মধ্যে রয়েছে কম্পোনেন্ট স্কিম-ইন্টিগ্রেটেড কোল্ড চেইন অ্যান্ড ভ্যালু অ্যাডিশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অধীনে ৫০টি মাল্টি-প্রোডাক্ট ফুড ইরেডিয়েশন ইউনিট স্থাপনে সহায়তা করার জন্য ১০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কম্পোনেন্ট স্কিম-ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার-এর অধীনে এনএবিএল স্বীকৃতি-সহ ১০০টি ফুড টেস্টিং ল্যাব স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত।কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৮-২৯ পর্যন্ত চার বছরের জন্য ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কেন্দ্রীয় প্রকল্প জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন (এনসিডিসি)-কে অনুদান সহায়তা অনুমোদন করেছে। অনুদান সহায়তার ভিত্তিতে, এনসিডিসি চার বছরের মধ্যে খোলা বাজার থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। এই তহবিল এনসিডিসি দ্বারা নতুন প্রকল্প স্থাপন বা প্ল্যান্ট সম্প্রসারণের জন্য সমবায়গুলিকে ঋণ প্রদান এবং কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য ঋণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোহন যাদবের, নানা বিষয়ে চর্চা উভয়ের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১আগষ্ট ঃ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব। গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী যাদব জানিয়েছেন, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছি।এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রাক্কালে মোহন যাদব বলেন, আমরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। ভারত সরকারের মন্ত্রীরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন এবং তাদের সহায়তায় আমরা ভালোভাবে কাজ করতে সক্ষম। আমাদের তাদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।

৭ আগস্ট জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি

কলকাতা, ১ আগষ্টঃ অবশেষে আগামী ৭ আগস্ট জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে বলে জানালেন জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের চেয়ারপার্সন সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৭ এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্টের পরীক্ষা হয়েছিল। ফল প্রকাশের আগে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার- এই তিন দিনের মধ্যে সব পরীক্ষার্থীকে নিজের সামাজিক গোষ্ঠী পরিচয়ের খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট লিঙ্কে সংযোজন করতে হবে।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৃহস্পতিবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের সভাপতি সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা এ নিয়ে গত বুধবারই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি। পরীক্ষার্থীরা অবিলম্বে তাঁদের সোশ্যাল ক্যাটিগরি বা সংরক্ষণের বিষয়টা আপডেট করতে পারবেন। এর জন্য আমরা একটা লিঙ্ক দিয়েছি। গত বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) শুক্রবার (১ জুলাই) ও শনিবার (২ জুলাই) পর্যন্ত তাঁরা আপডেট করতে পারবেন। আমরা সব পরীক্ষার্থীদের এসএমএসও পাঠিয়েছি। পরীক্ষার্থীদের ওই তথ্য নেওয়ার পরেই আমাদের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আশা করছি, আমরা ৭ আগস্ট ফল প্রকাশ করতে পারব।

পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান দফতরের জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১ আগস্ট ঃ শুক্রবার পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান দফতরের জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা বৈঠক আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দফতরের সচিব অভিষেক চন্দ্র, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডাঃ বিশাল কুমার সহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা।এই পর্যালোচনা বৈঠক প্রসঙ্গে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান দফতরের কাজকর্ম সঠিক গতিতে এগিয়ে চলছে। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের আটটি জেলাই ফ্রন্ট রানার এর মর্যাদা পেয়েছে। মিজোরাম এবং সিকিমের সাথে ত্রিপুরা এই মর্যাদায় যুক্ত হল বলে জানান তিনি।তিনি আরও জানান, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ৭৮.৭৯ স্কোর করে গোমতী জেলা তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ৭৭.৬৪ স্কোর করে পশ্চিম জেলা পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এই অগ্রগতি কেবলমাত্র প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকাতেই সম্ভব হয়েছে তা নয়, জনগণ কেন্দ্রিক নীতি এবং কাজের ফলেই এই প্রগতি সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি।পর্যালোচনা বৈঠক প্রসঙ্গে পরিকল্পনা এবং পরিসংখ্যান দফতরের সচিব অভিষেক চন্দ্র জানান, বৈঠকে ১৬টি প্যারামিটার এবং ৮৪টি সূচক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি জানান, প্রগতির ক্ষেত্রে তথ্যই সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে এই তথ্য পাওয়া যায় ।তিনি আরও জানান, এই পর্যালোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি পরবর্তী সময়ে জেলা পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাশিফল

মেষঃআজকে উপহারের রাংতায় মো।। একটি রোমান্টিক সংযোগ আপনার দোরগোড়ায় এসে পড়বে । আশা করি আপনি প্রস্তুত । সেরা পোশাকটি পরুন, সেজেগুজে নিন ও মিষ্টি কথা ঝালিয়ে নিন । কে জানে, সন্ধ্যাটি আজ কোন দিকে মো। নেবে । কাজের দিক থেকে সম্ভবত ব্যস্ত দিন কাটবে, কেননা কিছু বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে ।

বৃষঃ আজ দৃঢ়চেতা বা জেদী হওয়ার দিন । আপনাকে বিবাদ, তর্ক, মতানৈক্য এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে । যদি বিতর্ক এড়াতে না পারেন, তাহলে মনে রাখবেন আপনাকেই পিছিয়ে আসতে হবে । শুভদিন।

মিথুনঃ আপনি আজ খুবই সহানুভূতিশীল ও আপনার প্রিয়তমকে সব দিক থেকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন । তার পরিবর্তে অনেক ভালোবাসা ও স্নেহ পাবেন । আজ আপনি আরও বেশি করে ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে পারেন

কর্কট রাশিঃ হৃদয়গত বিষয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন । আপনি দায়িত্ব নেওয়ার এবং আরও ভালো সঙ্গী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন । আজ আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচুর চেষ্টা করবেন না। বিবাহের যোগ হবে আজকে।

সিংহঃমিষ্টি কথোপকথন আজ ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে মজবুত করতে পারে । আপনি প্রশংসাও পেতে পারেন । যদি এখনও অবিবাহিত থাকেন, তাহলে এই সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আপনার সম্পর্ককে আরও জোরাল করতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে । বিবাহের যোগ।

কন্যাঃআপনাদের সম্পর্কে মত পার্থক্য দেখা দিতে পারে আজ । এই সময়ে আপনার হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে । শুভদিন হতে পারে।

তুলাঃ আপনি বাস্তব এবং ভাবনার জগতের মাঝে একটি সামঞ্জস্য তৈরি করতে পারবেন । আপনার ভালোবাসার মানুষটি এই বিষয়টিতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন । আজকে আপনাকে আপনার জাতক রাশির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সাফল্য এবং আত্ম-প্রচারের দিন হবে। আপনি আপনার ভিতরে সৃজনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করবে। ।

মকরঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে।

কুম্ভঃআপনি যাই করবেন, তা যাতে ভবিষ্যতে অনেক লম্বা সময় ধরে প্রশংসিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন । আজকে ভাগ্য যেহেতু আপনার সহায়, আপনি ছোট বা ব। আর্থিক ঝুঁকি নিতে পিছপা হবেন

মীনঃশরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৪ আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ম- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮৮-সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৮মিনিটে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে স্বচ্ছতা কার্যক্রম শুরু করেছে

কলকাতা, ১ আগস্ট ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ১ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত সদর দপ্তর এবং বিভাগগুলিতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্বচ্ছতা কার্যক্রম শুরু করেছে।এই উপলক্ষে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী সৌমিত্র মজুমদার ০১.০৮.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচ-এ কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছে স্বচ্ছতা শপথ পাঠ করান। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে কর্মকর্তারা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার এবং ভারতকে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। এসইআর কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকার এবং এর জন্য সময় দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। এসইআর সদর দপ্তরের প্রধান বিভাগীয় প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মীরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তর এবং চারটি বিভাগে আরও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেবেন।

মজবুত সংগঠন গড়ার লক্ষ্যে আজাদ সমাজ পার্টির দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার ৫ম কর্মী সম্মেলন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ আগস্ট ঃ সামনে কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর তার আগে নিজেদের সংগঠনকে চাঙ্গা ও আর ও মজবুত করতে এগিয়ে এলো আজাদ সমাজ পার্টি (কাশীরাম)। তাদের উদ্যোগে বুধবার কৈপুকুর মুরগীহাট ৪ নং পোলের মাতৃ কমপ্লেক্সে হয়ে গেল কর্মী সম্মেলন।এদিনের কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজাদ সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা,দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা ইনচার্জ রুহুল আমীন শেখ,রঘুনাথ ঘোষ,হাসেম গাজী,মুসা লস্কর,আবদুল মান্নান পেয়াদা,সৈয়দ আহমেদ সহ আরো অনেকে।দলিত মুসলিম আদিবাসী আমরাই তো মূল নিবাসী। সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত,দূর্নীতি মুক্ত বাংলা চাই, চাই বাংলায় সবার সমান অধিকার।আর এই দাবিকে সামনে রেখে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনতে ও মানুষের পাশে থাকতে ২০২৪ সালে জন্ম নিয়েছে সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদের হাত ধরে এই আজাদ সমাজ পার্টি।এদিন এব্যাপারে

এই পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা বলেন,সামনে বিধানসভা ও তার পরে লোকসভা আমাদের টার্গেট নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী ও মজবুত করা। আর দলকে মজবুত করার লক্ষে আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কর্মী সম্মেলন করছি।আগামী দিনে কলকাতায় ব। সম্মেলন করা হবে।আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই।এদিন তিনি বলেন, তৃনমূল ও বিজেপি দুজনেই সমান।এরা দলিত ও মুসলিমদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা করছে।এরাই নিজেদের স্বার্থে দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে।বাংলাভাষীদের উপর আক্রমন নিয়ে কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকার ভাওতা বাজী করছে।আমরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে চাই।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে মিড ডে মিলে ডিম ও বিরিয়ানি

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১ আগস্টঃ মিড ডে মিলে প্রতিদিনের একই ধরনের খাওয়ার স্বাদ পালটালো সুন্দরবনের একটি স্কুল। মিড-ডে মিলের খাবারের মান নিয়ে একাধিক জায়গায় বারবার উঠেছে নানা অভিযোগ। আর সেই জায়গায় অন্য ছবি দেখা গেল সুন্দরবনের কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে। মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের রাজকীয় খাবার খাইয়ে নজির গড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজ্যে একের পর এক বিভিন্ন স্কুলে মিড-ডে মিলের বেহাল দশার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও আবার দেখা গিয়েছে নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে খুদেদের পেটভরে খাওয়াচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা।এবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলি এলাকায় সপ্তাহেএকদিন মিড ডে মিলে মিলছে রাজকীয় খাবার।খাদ্যতালিকা মেনে পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে বিরিয়ানি, ডিম। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে মিলছে মাংসও। গত কয়েক মাস ধরে এমন বাহারি পদই পাচ্ছে জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের পড়ুয়ারা।আর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা সু ন্দরবনের এই প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই মিড-ডে মিলের খাদ্য তালিকায় বদল এনেছেন। এই সমস্ত এলাকার পড়ুয়ারা বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের।তাই মিড-ডে মিলের খাবারে তারা যাতে মন ভরে ও পেট ভরে খেতে পারে সেই জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা। তাতেই সফল হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নানা আধিকারিক ও স্থানীয়রা স্কুলের এই মেনু দেখে প্রশংসা করেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল বলেন, স্কুলের পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি হলে ও সততার সঙ্গে কাজ করলেই পড়ুয়াদের একটু ভাল খাওয়ানো যায়।একবারে সারা মাসের বাজার করা হয়।কয়েক দিনের মেনুতে ভাতের সঙ্গে শুধু আলু, সবজি, সোয়াবিন, কুমড়ো রাখা হয়েছে। ফলে সেই দিনগুলোর খরচ অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই কম। ফলে ওই দিনের খাবারে বেঁচে যায় কিছুটা টাকা। আর সেই টাকা দিয়েই এই ধরনের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন,খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

GAMCO
LET'S GROW

গ্যামকো লিমিটেড

(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)

নিবন্ধিত অফিসঃ ২৫এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, তৃতীয় তলা, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৫

CIN: - L57339WB1983PLCO35628; যোগাযোগ নম্বরঃ ০৩৩ ২৪৭৫০০৭৩ ই-মেইলঃ-**tradevisco@gmail.com** ওয়েবসাইটঃ-**www.gamco.co.in**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিস্তারিত	স্বতন্ত্র				একত্রিত			
		ত্রৈমাসিক শেষ	ত্রৈমাসিক শেষ	ত্রৈমাসিক শেষ	বছর শেষ	ত্রৈমাসিক শেষ	ত্রৈমাসিক শেষ	ত্রৈমাসিক শেষ	বছর শেষ
		৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	বিবরণপরিচালনা থেকে মোট আয়	৫,২২০.৩৪	(৫৮৯.৪৪)	৩,৪৩১.৫৩	৫,০৯৬.৯৪	৫,৫২৪.৪৭	(৩২৫.৪৬)	৩,৭১০.২৯	৬,২৪৬.৩২
২.	এই সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (করের আগে ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ জিনিসপত্র)	১,৯০৭.২০	(২,৩৬৮.২১)	২,২৮২.৬৪	৬১২.১৫	১,৯৫৬.৯১	(২,৩৩৪.৫৮)	২,২৮২.৮০	৭৮৫.১৩
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১,৯০৭.২০	(২,৩৬৮.২১)	২,২৮২.৬৪	৬১২.১৫	১,৯৫৬.৯১	(২,৩৩৪.৫৮)	২,২৮২.৮০	৭৮৫.১৩
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১,৪৫১.৬৫	(১,৮০৫.৬৫)	১,৮৭৩.৩৯	৫১৬.২৮	১,৪৮৮.৬০	(১,৭৯১.০৪)	১,৮৭৩.০৬	৬৪৪.৭৮
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় এই সময়ের জন্য লাভ(ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত	১,৪৭৪.৪০	(১,৮০৫.৬৫)	১,৮৭৩.৩৯	৫৪৮.৯০	১,৫০২.৪৬	(১,৭৯১.৯৫)	১,৮৭৩.০৬	৬৭৬.৪৯
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ২ /- টাকা)	১,০৮০.৬৩	১,০৮০.৬৩	৪৮০.২৮	১,০৮০.৬৩	১,০৮০.৬৩	১,০৮০.৬৩	৪৮০.২৮	১,০৮০.৬৩
৭.	শেয়ার প্রতি আয় মূল এবং পাতলা (টাকায়)	২.৬৯	(৩.৩৪)	৩.৪৭	০.৯৬	২.৭৫	(৩.৩২)	৩.৪৭	১.১৯

দ্রষ্টব্যঃ
১) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
২) উপরোক্ত ফলাফলগুলি সেবি(তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gamco.co.in**-এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃকলকাতা
তারিখঃ ৩১.০৭.২০২৫

গ্যামকো লিমিটেডের জন্য
(পূর্বে ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বাক্ষর-রাজীব গোয়েঙ্কা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 03472302

রঙিন আলোয় আলোকিত এখন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলির একাধিক গ্রাম

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি , ১ আগস্ট ঃ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা এখন রঙিন আলোয় আলোকিত। খুশি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে পর্যটকেরা।আগে ছিল খানাখন্দ ভরে

রাস্তা। এখন অবস্থার খানিক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যা নামার পর কার্যত শুনশান হয়ে যেত রাস্তা।অবশেষে সুন্দরবনের সেই সব গ্রাম পেল পথবাতি। আলোয় উদ্ভাসিত গোটা গ্রামের রাস্তা।আনন্দে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় মানুষ জন।কুলতলির বিভিন্ন গ্রামের মানুষ জন বলেন,সন্ধ্যা নামলেই তাঁরা চরম সমস্যায় পড়তেন।খুব দরকার না পড়লে রাতে কেউ বাড়ি থেকে বার হতেন না। মহিলারা বলেন, রাতে বাড়ির বাইরে পা দেওয়ার কথা তো ভাবতেই পারতাম না। এমনকি, বাড়ির অদূরে মেয়েকে টিউশনে ছাড়তেও যেতে ও ভয় পেতেন।আর আগের সেই কুলতলি আর বর্তমানের কুলতলির তফাৎ হয়ে গেল রাতারাতি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বসানো হয়েছে পথবাতি।কুলতলির স্থানীয় এক মহিলা বলেন, আমরা ভাবতেই পারিনি সুন্দরবনের রাস্তায় রাতে কখনও আলো জ্বলবে। আর এক মহিলার কথায়, মেয়েরা টিউশন থেকে ফিরতে ভয় পেত।এখন রাস্তা রঙিন আলোয় ভরে গিয়েছে। অনেকটাই নিশ্চিন্ত আমরা।আমাদের নিরাপত্তা বাড়ল।একই অভিজ্ঞতা গ্রামের পুরুষদেরও। তারা বলেন, রাতে চলাচলে সমস্যা ছিল। কিছু দেখা যেত না। এখন অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে। সন্ধ্যা নামলেই চুরি ছিনতাইয়ের ভয় ছিল। সেই ভয় এ বার চলে গেল।কলকাতা থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকরা ও সরকারের এই কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রশাসনের এই কাজে খুশি গোটা এলাকা। তাঁদের দীর্ঘ দিনের দাবি আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন,২০১১ সালের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। কুলতলিতেও তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও কাজ হবে। তিনি আরও জানান, আলোয় ভরা রাস্তা শুধু কুলতলির নয়, সুন্দরবনের মতো পিছিয়ে থাকা বিস্তীর্ণ এলাকায় উন্নয়নের উদাহরণ। কুলতলির মানুষের পাশে থেকে এইভাবে কাজ করে যেতে চাই আমি।

কুলতলিতে এক কিশোরের রহস্যজনক মৃত্যু, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি , ১ আগস্ট ঃ এবার কুলতলিতে এক কিশোরের রহস্যজনক মৃত্যু,এলাকায় চাঞ্চল্য। দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হলো এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার কুন্দখালি গ্রামে। মৃত কিশোরের বয়স মাত্র ১৬ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,গ্রামের এক ফাঁকা বাড়ির ভিতর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। দীর্ঘদিন ওই বাড়িতে কেউ থাকত না। বুধবার সকালে এক প্রতিবেশী এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলে এলাকাবাসী ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় তার পরিবারকে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে জয়নগর কুলতলি ব্লক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।বৃহস্পতিবার দেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।এটি আত্মহত্যা নাকি খুন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।আর এই তরুণের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে এলাকায়।পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, ঐ কিশোরটির কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। তাহলে এমন পরিণতি কেন-তা ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই ফাঁকা বাড়িটি কে ঘিরে রেখেছে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণ নিলাম জাননী

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001. CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো পক্ষক জনোৱা হৈছে যে Up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction তলৈকে তলত উল্লেখ কৰা কোম্পানীৰ শাখাত যি সোণৰ অলংকাৰসমূহ বন্ধকত দিয়া হৈছিল তাৰ সময়সীমা পাৰ হৈ গৈছে আৰু বাৰম্বাৰ জাননী দিয়া ৰ পিছতো পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই সেয়া নিলাম কৰা হ'ব 03.09.2025 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা।

KAMRUP DISTRICT- MALIGAON-GUWAHATI: 4101000004, 4101000006, 4101000012, 4101000016, 4101000026, 4101000028, 4101000034, 4101000035, 4101000036, 4101000064, 4101000070, 4101000078, 4101000087, 4101000099, 4101000105, 4101000114, 4101000115, 4101000118, 4101000122, 4101000136, 4101000144, 4101000147, 4101000154, 4101000156, 4101000176, 4101000189, 4101000194, 4101000251, 4101000253, 410101366, 410101379, 410101383, 410101392, 410101396, 410101454, 410101460, 410101493, 410101497, 410101502, 410101507, 410101557, 410101560, 410101589, 410101604, 410101605, 410101616, 410101705, 410101723, 410101726, 410101728, 410101757, 410101760, 410101808, 410101811, 410101828, 410101842, 410101850, 410101872, 410101877, 410101878, 410101907, 410101912, 410101929, 410101932, 410101941, 410101943, 410101954, 410101955, 410101958, 410101964, 410101965, 410101977, 410101979, 410101993, 410101996, 410102008, 410102024, 410102027, 410102028, 410102062, 410102067, 410102089, 410102095, 410102104. **PANBAZAR-GUWAHATI:** 4098000008, 4098000033, 4098000037, 4098000043, 4098000053, 4098000071, 4098000087, 4098000102, 4098000110, 4098000116, 4098000118, 4098000131, 4098000161, 4098000178, 4098000190, 4098000204, 4098000208, 4098000209, 4098000211, 4098000215, 4098000218, 4098000229, 4098000252, 409800573, 409800585, 409800588, 409800610, 409800634, 409800676, 409800753, 409800754, 409800764, 409800779, 409800814, 409800821, 409800824, 409800827, 409800834, 409800835, 409800840, 409800865, 409800875, 409800883, 409800888, 409800898, 409800924, 409800925, 409800926, 409800927, 409800935, 409800940, 409800944, 409800950, 409800957, 409800958, 409800959, 409800963, 409800970, 409800975, 409800977, 409800986, 409800991, 409800999, 409801016, 409801028, 409801029, 409801034, 409801036, 409801037. **ZOO TINIALI-GUWAHATI:** 4099000002, 4099000004, 4099000006, 4099000007, 4099000008, 4099000009, 4099000011, 4099000015, 4099000024, 4099000028, 4099000029, 4099000032, 4099000037, 4099000040, 4099000051, 4099000056, 4099000060, 4099000062, 4099000063, 4099000066, 4099000067, 4099000068, 4099000069, 4099000071, 4099000074, 4099000077, 4099000080, 4099000085, 4099000086, 4099000092, 4099000095, 4099000098, 4099000100, 4099000103, 4099000106, 4099000119, 4099000131, 4099000135, 4099000139, 4099000140, 4099000174, 4099000198, 4099000231, 4099000232, 409900692, 409900693, 409900695, 409900736, 409900738, 409900744, 409900753, 409900762, 409900778, 409900780, 409900819, 409900827, 409900843, 409900859, 409900873, 409900884, 409900897, 409900899, 409900904, 409900906, 409900909, 409900924, 409900928, 409900929, 409900934, 409900939, 409900955, 409900967, 409900971, 409900979, 409900981, 409900989, 409900996, 409901001, 409901039, 409901049, 409901055, 409901065, 409901073, 409901078, 409901079, 409901082, 409901086, 409901098, 409901102, 409901106, 409901108, 409901111, 409901114, 409901115, 409901121, 409901122, 409901144, 409901158, 409901159.

নিলামী নিজ নিজ শাখাত কৰা হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব যে যদি একেদিনাই নিলামী সম্পূৰ্ণ নহয় কিবা কাৰণত, তেন্তে সেয়া পুনৰ কৰা হ'ব 15.9.2025 তাৰিখে দিনৰ 10 বজাত **PANBAZAR-GUWAHATI:** First Floor Canara Bank Building, First Floor, Holding No 1010920 S C Goswami Road Opposite Canara Bank Guwahati Kamrup. Pin: 781001.-ত। সকলো কিনোতাক অনুৰোধ কৰা হৈছে ফটো চিনাক্ত কাৰ্ড পেন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। সফল কিনোতাই দ্বাৰা ধন, স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব।

মুথুট ফিনকৰ্প লিমিটেড

AUCKLAND JUTE CO. LIMITED
(Formerly M/s. Abhisek Jute & Industries Limited)
CIN- U17125WB1991PLC052401
P.O. JAGATDAL, DIST: 24 PARGANAS (N), WEST BENGAL -743125
Phone/Fax: (033) 2581-2757/2581-3795 **Email:** ail@aucklandjute.com

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS/ REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **34th Annual General Meeting ("AGM") of Auckland Jute Co. Limited ("the Company")** will be held on **MONDAY, THE 25TH DAY OF AUGUST, 2025 at 12.00 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary/Special Business as set out in the Notice of the Thirty fourth AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 respectively (collectively referred as Applicable Circulars), without the physical presence of the members at the venue.

Electronic Copies of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25:

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 34th AGM and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2024-25 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent through electronic mode to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s) on 31st July, 2025. The requirements of sending physical copies of the Notice of 34th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed vide Applicable Circulars.
The Notice of the 34th AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

Participation in AGM through VC / OAVM:

Shareholders can attend and participate in the AGM through the VC / OAVM facility only which is being availed by the Company from Central Depository Services (India) Ltd (CDSL), the details of which has been provided by the Company in the Notice of the AGM. Shareholders attending through VC / OVAM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of 34th AGM provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th August, 2025, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 18th August, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Friday, 22nd August, 2025 at 09:00 A.M. and ends on Sunday, 24th August, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall not be allowed beyond 24th August, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. Login details for remote e-voting/ e-voting at AGM has been made available to the members on their registered email address. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through CDSL e-voting portal at www.evotingindia.com. Members are requested to refer to the 34th AGM Notice for details and procedure for login during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 18th August, 2025, he/she may obtain login id and password by sending a request over at helpdesk.evoting@cdslindia.com mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of 34th AGM. However, members who are already registered with CDSL for e-voting can use their existing User id and Password for casting their vote through remote e-voting/ e-voting at the AGM.

The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

Book Closure:

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 19th August, 2025 to Monday, 25th August, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice for AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

Contact Details:

In case of queries or issues regarding e-voting or attending meeting through VC, the Members may refer to the 'frequently asked questions' and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'help' section. The Members may also contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33

Date : 01.08.2025
Place : KOLKATA

For AUCKLAND JUTE CO LIMITED
Sd/- P K Bothra
[Director]

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/PODDAR/25-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Poddarnagar in Ward No.-93 & Singha Pukur at Golf Club Road in Ward No.-94, Borough-X (2025).** Estimated Cost: ₹ **1,24,848.85.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

2. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/LAYLKA/25-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Layalka & 10, Bijoygarh in Ward No.-96, Borough-X (2025).** Estimated Cost: ₹ **1,99,896.21.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

3. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/RANIDI/25-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Ranidighi in Ward No.-98, Borough-X (2025).** Estimated Cost: ₹ **1,74,024.21.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

4. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/GANGULY/25-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Ganguly Pukur & Pal Bazar Jheel in Ward No.-92, Borough-X (2025).** Estimated Cost: ₹ **2,49,905.61.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details shall be available on and from **02.08.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Dy. Chief Engineer/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/DCE/PS/IX/GHAT02/2025-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at DOI Ghat in Borough-IX.** Estimated Cost: ₹ **1,74,285.10.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

2. NIT No.: **KMC/DCE/PS/IX/GHAT01/2025-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Judges Ghat in Borough-IX.** Estimated Cost: ₹ **3,18,465.07.** Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Period of Completion: **45 days.**

3. NIT No.: **KMC/DCE/PS/IX/GHAT04/2025-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary Vats at Balaram Bose Ghat, Ramrik Ghat & Mukherjee Ghat in Borough-IX.** Estimated Cost: ₹ **1,68,827.94.** Earnest Money: ₹ **3,400.00.** Period of Completion: **45 days.**

4. NIT No.: **KMC/DCE/PS/IX/GHAT03/2025-26 (1ST Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of 2 (Two) New Immersion Ghats including making temporary Vats at DOI Ghat in Ward No.-75, Borough-IX.** Estimated Cost: ₹ **1,97,524.09.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2025 – 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details shall be available on and from **02.08.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned works :–

1. NIT No.: **KMC-ET-27-M-PROC-HD-25-26**
Name of the Work: **Manufacturing, supply and delivery of controller of different AMPS Power distribution system for Hydraulic dumper vehicle and allied works under EWS.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.**

2. NIT No.: **KMC-ET-16-C-BW-DEV-25-26**
Name of the Work: **Extension of boundary wall with allied works to Isolate Staff Quarter from Workshop Premises under EWS.** Estimated Cost: ₹ **2,97,605.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

3. NIT No.: **KMC-ET-23-M-PROC-MS-25-26**
Name of the Work: **Supply and delivery of different size customized pressed Ply Wood, Wooden Bit with necessary Allied works for manufacturing of different types of Office Furniture at Carpentry Shop.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.**

4. NIT No.: **KMC-ET-28-M-LTN-CLSWPR-25-26**
Name of the Work: **Cleaning and Sweeping work at different Toilet, Water Closet (W.C.) & Urinal Blocks of different Workshop & Officer's Room at E.W.S.** Estimated Cost: ₹ **2,90,597.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

5. NIT No.: **KMC-ET-25-C-STRCS-OFC-25-26**
Name of the Work: **Repairing of stair-case of Administrative Building along with some Allied Works at E.W.S.** Estimated Cost: ₹ **2,83,487.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

6. NIT No.: **KMC-ET-35-M-DISMNT-SHD-25-26**
Name of the Work: **Dismantling of Old, Worn-Out Factory Shed at end Portion of Outdoor Shop Adjacent to Central Stores with other Allied Works at EWS.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.**

7. NIT No.: **KMC-ET-39-M-REFSHD2-25-26**
Name of the Work: **Refurbishment of Southern Flank of the Machine Shop Shed at Entally Workshop.** Estimated Cost: ₹ **2,90,595.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

8. NIT No.: **KMC-ET-20-C-ODO-REN-25-26**
Name of the Work: **Renovation works of the Office Premises of the Outdoor Shop with other Allied Civil Work at E.W.S.** Estimated Cost: ₹ **2,97,755.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

9. NIT No.: **KMC-ET-26-M-SER-CS-25-26**
Name of the Work: **Servicing and overhauling with other allied works of power band saw, wood cutting Saw MC, Stick making MC by Engagement of experience Technician at Carpentry Shop under EWS.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.**

10. NIT No.: **KMC-ET-27-C-SQ6-REP-25-26**
Name of the Work: **Renovation of Staff Quarter (No. 6) Adjacent to Eastern Flank of Extended Outdoor Shop with other Allied Civil Work under EWS.** Estimated Cost: ₹ **2,96,243.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

11. NIT No.: **EWS/FBS/ET07/25-26**
Name of the Work: **Arrangement of removal of machine cut materials & scraps of bending machine and shearing machine and surrounding areas with allied works and depositing to condemn yard under KMC.** Estimated Cost: **Open Quotation.** Earnest Money: **Two Percent of quoted Rate.** Period of completion: **54 days.** Last date and time of submission of bid (online): **08.08.2025 (3.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 10) & **11.08.2025 (3.00 p.m.)** (for Sl. No. 11). Tender open date: **11.08.2025 (3.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 10). The bid forms and other details are available on and from **01.08.2025 (5.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 10) & **01.08.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 11). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 11).

791/25-26

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪২, শনিবার, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২

মিঠু চক্রবর্তীর পরিচালক

প্রয়াত চন্দ্র বারোটের হাত ধরেই মিঠুর শেষ হিট 'আশ্রিতা', সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল তাঁর সঙ্গেও। হুদিন এই পরিচালক কোনও খবরেই ছিলেন না। আজ সকালেই ভেসে এল তাঁর মৃত্যুর খবর। মুম্বইয়ের পরিচালক চন্দ্র বারোট। মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। 'ডন' ছবির পরিচালক রূপে তাঁকে আজও মনে রেখেছে দর্শক। একটি মাত্র বাংলা ছবিই করেছিলেন তিনি এবং সেই ছবি মারকাটারি হিট করে। ছবির প্রযোজক ছিলেন বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা মিঠু মুখোপাধ্যায়। আর সেই ছবির নাম 'আশ্রিতা'। ১৯৯০ সালে মুক্তি পায় চন্দ্র বারোট পরিচালিত 'আশ্রিতা'। কিন্তু এই ছবির পরিচালক প্রথমে চন্দ্র বারোট ছিলেন না। মিঠু বাধ্য হয়ে চন্দ্রকে নেন এবং শোনা যায় নায়িকার সঙ্গে সম্পর্কেও জড়িয়ে পরেন পরিচালক। 'আশ্রিতা' ছবির প্রথমে নাম ছিল 'রাঙা ভাঙা চাঁদ'। প্রতিভা বসুর গল্প নিয়ে ছবি করছিলেন এক স্বনামধন্য বাঙালি পরিচালক। মিঠুই প্রযোজক। মিঠু নায়িকা কুসুমের চরিত্রে। বিপরীতে ছিলেন ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে রাখী গুলজার, সন্তোষ দত্ত, রবি ঘোষের মতো অভিনেতারা। কিন্তু পরিচালকের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়াতে ছবি বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে ততদিনে মিঠুর ক্যারিয়ারে চলতি দিক এসে গিয়েছে। মাঝে বলিউডে পাড়ি দিয়েছিলেন স্বয়ংসিদ্ধা। কিন্তু সেখানে বারবার পার্শ্বচরিত্রে কাস্ট হচ্ছিলেন মিঠু। এদিকে কলকাতা ফিরে এসে 'দুজনে', 'ভাগ্যচক্র','প্রার্থনা'র মতো কিছু ছবি করলেও সেসব ছবি মিঠুকে আগের জায়গা ফিরিয়ে দেয়নি। তখন টলিউডে শুরু হয়ে গিয়েছে মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়দের যুগ। 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' ছবির শুটিং বন্ধ হয়ে যেতে মিঠুর ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তখন বম্বেতে থাকতেন মিঠু। অভিনেত্রীর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল পরিচালক চন্দ্র বারোটের। ছ বছর পর 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' ছবির কাজ আবার নতুন করে শুরু হয়। নাম বদলে হয় 'আশ্রিতা'। মিঠুর প্রযোজনায় চন্দ্র বারোট আসেন বাংলা ছবি করতে। এই প্রথম বাংলা ছবিতে আসা চন্দ্র বারোটের। যদিও এটিই তাঁর শেষ বাংলা ছবি। কাস্টিং বদলে গিয়ে মিঠুর বিপরীতে আসেন বম্বের কনওয়ালজিৎ। রাখীর জায়গায় অভিনয় করেন মিঠুর দিদি মঞ্জুলা দাস। এছাড়াও বম্বের প্রেমা নারায়ণ ও উৎপল দত্তের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ছিলেন কনওয়ালজিতের বান্ধবীর চরিত্রে। মনোজ মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ, আলপনা গুপ্তর মতো দাপুটে অভিনেতারাও ছিলেন। বম্বের আরও কিছু তারকা ছিলেন এই ছবিতে। লতা মঙ্গেশকর তিনটি গান গেয়েছিলেন 'আমি শুইনি সারা রাত', 'মা গো মা বল না' আর 'আজ নয় রাজা'। 'মা গো মা বলনা' দুই ম্যুডে দু বার। এই গানটির গীতিকার ছিলেন মিঠু মুখার্জী স্বয়ং। মিঠুর কথাতে গান গেয়েছিলেন লতা। সে গান আবার মিঠুর লিপে। 'আজ নয় রাজা' সবথেকে হিট করে। এই গানে লতার সঙ্গে গেয়েছিলেন লোকশিল্পী পঙ্কজ মিত্র। 'আমি শুইনি সারা রাত' লতার গানটা 'রাঙা ভাঙা চাঁদ' এ থাকলেও 'আশ্রিতা' ছবি থেকে বাদ পড়ে। কিশোর কুমারের গানটিও বেশ জনপ্রিয়তা পায় 'নীল নীল আকাশে'। চন্দ্র বারোটের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন মিঠু। যদিও চন্দ্র বারোটের স্ত্রী হলেন অভিনেত্রী দীপা বারোট।

শচীন কত্তার স্ত্রী মীরা

শচীন কত্তার স্ত্রী মীরা দেব বর্মণ ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শেষে ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। নাড়ির টান বলে কথা! যখন ফিরছিলেন গ্রামের পুকুর পাড় দিয়ে, দেখলেন একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে পুকুর পাড়ে বসে ডিকসি মেরে মেরে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করায় মেয়েটি বলল, তার সবে বিয়ে হয়েছে, ভাইয়ের আসার কথা বাপের বাড়ি থেকে, নিয়ে যাওয়ার জন্য। সকাল থেকে অপেক্ষা করে করে খুব ক্লান্ত সে। অথচ, ভাইয়ের দেখা নেই। বাড়ি ফিরেই সংবেদী হৃদয় নিঙড়ে বেরিয়ে এল। 'কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া আমার ভাই ধনরে কইও নাইয়র নিত আইয়া'। ইয়েস, মীরা দেব বর্মণ! পন্ডিত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়ার পর কীর্তন ও ঠুমরীর শিক্ষাপর্ব সঙ্গীতাচার্য ধীরেন্দ্রনাথ দেবের কাছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতসহ গানের আরো অনেক ধারাতেই মীরার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। স্বামী-পুত্রের জনপ্রিয়তায় অনেকটাই চাপা পড়ে গেছে মীরার নাম। বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে, দোল দিল কে বীণায়, কেন আলেয়ারে বন্ধু ভাবি, বাঁশী তার হাতে দিলাম, শোনো গো দখিন হাওয়া, বিরহ বড় ভাল লাগে, ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা, কালসাপ দংশে আমায়, কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া, কী করি আমি কী করি, না আমারে শশী চেয়ো না, রাধার ভাবে কালা, আমি তাগডুম তাগডুম বাজাই - শচীনকত্তার এইসব কালজয়ী গান সৃষ্টিই হ'ত না যদি না মীরার অমন একখানা লিরিক্সের হাত থাকত! গানের কথায় চিত্রকল্প আঁকা খুব সহজ কাজ নয়। মীরা কী অনায়াসে তৈরি করেছেন এক একটি অসামান্য লিরিক্যাল অবয়ব! যেমন- 'নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক, পায়েল খানি বাজে, মাদল বাজে সেই শান্তিতে ,শ্যামা মেয়ে নাচে'। কৃষ্ণকায়া এক রমনীর পা নিয়ে এমন লিরিক্স ক'জন গীতিকার লিখেছেন জানা নেই। মীরা শেষ জীবন কাটিয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীনতায়, একটি বৃদ্ধাশ্রমে। আর.ডি. যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মীরা ছেলের কাছেই ছিলেন সান্তাক্রুজের বাড়িতে। পুত্রশোক তাঁকে পুরো শেষ করে দেয়। এমতাবস্থায় তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় আদ্যন্ত কেরিয়ার-সচেতন পুত্রবধূ অতি সন্তর্পণে তাঁকে রেখে আসেন ওল্ডেজ হোমে। ২০০৭ এর ১৫ ই অক্টোবর সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়! ত্রিপুরা সরকার মীরা দেববর্মণকে কোনো একটা সাম্মানিক পুরস্কার দিতে গেলে সান্তাক্রুজের বাড়িতে তাঁর খোঁজ মেলে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

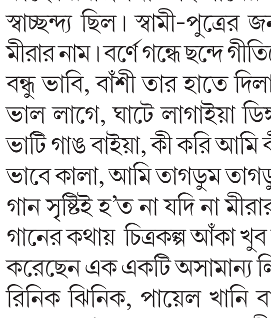

ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্যও দিয়েছেন। কাজ দিয়েই পাঠিয়েছেন। কারোর খাবার কেউই নিতে পারে না। সবাই যে যার কাপলে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। যে যার কপালে কাজ গ্রহণ করে থাকে। কেউই কারোর খাদ্য এবং কাজ কেড়ে নিতে পারে না। মা এর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাকে পুজো করতে হবে। তার শক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে। তবেই সবাই বড় হতে পারবে। মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করতে পারবে। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন।

ভগিনী নিবেদিতা

মাই মাস্টার' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে শুধু তাঁর গুরু হিসাবে দেখেন নি, তিনি সেখানে দেখিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের পথ প্রদর্শক ছিলেন। আলো দেখিয়ে বরবার তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সামনের দিকে। পেছনের দিকে তাকাতে বারণ করেছেন। এগিয়ে চলো সামনের দিকে। অগ্রসর হও। ১৯০৪ সালে প্রকাশিক হল ভগিনীর নিবেদিতার আর একটি গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে তিনি লিখলেন, আই মেড মাই এন্ট্রাস ইনটু হিন্দু লাইফ ইন দ্য সিটি অব ক্যালকাটা।' এই কথাটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর রচিত গ্রন্থে ' দ্য ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ'। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন 'জীব সেবায় শিব'। জীবের সেবা করে ঈশ্বর সাধনা করতে হবে। মার্গারেট নোবেল বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভারতীয় যিশু। ভগিনী নিবেদিতা শুধু কালী সাধনায় নিজেকে যুক্ত রাখলেন না। তিন ভারতীয় দর্শন পড়তে থাকলেন। তিনি ঘরে বসে রামায়ণ মহাভারত পড়তে শুরু করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পড়তে থাকলেন। 'চৈতন্য ভাগবত' এবং 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত' পড়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীন সেনকে বাঙালিরা ভুলে গেলেও ইতিহাসে অমর আছেন

বিশেষ প্রতিবেদক

বরিশালের সতীন সেনের দুই চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরছে তখন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের উদ্দেশ্যে বললেন সতীন বেরিয়ে যান, এখুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।

প্রফুল্ল ঘোষ ছিলেন দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম নির্বাচিত প্রধান,

সেই পদটিকে তখনও প্রধানমন্ত্রী বলা হত। জনসংখ্যা বিনিময়ের তীব্র বিরোধী প্রফুল্ল ঘোষ পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে জেলায় জেলায় প্রচার করে যাচ্ছিলেন, আপনারা কেউ ভারতে আসবেন না, আপনারা এখানেই থাকুন।

প্রচারের পরে সতীন সেনের বাড়িতে দুপুরের আতিথ্য নিয়েছিলেন প্রফুল্ল। আহার শেষে হাল্কা চালে জিজ্ঞেস করলেন, সতীনবাবু, কি করবেন ভাবছেন? চলে আসবেন নাকি কলকাতায়?

শোনামাত্র বরিশালের মুকুটহীন রাজার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। এতগুলো সরল বাঙালিকে বলে এলেন যে কেউ পশ্চিমবঙ্গে এস না, এখানেই থাকো, তাহলে সেটা আপনার মনের কথা ছিল না? আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আমি কলকাতায় চলে যাব কি না?

বেরিয়ে যান, এখুনি বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে।

সতীন সেনের জন্ম ১৫ই এপ্রিল ১৮৯৪, তাঁর মৃত্যু ২৫শে মার্চ ১৯৫৫। অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশে সতীন সেনের (সতীন্দ্রনাথ সেন) জন্ম। তাঁর পিতামহের নাম রামসেবক সেন, পিতার নাম নবীনচন্দ্র সেন। নবীনচন্দ্র পটুয়াখালী মহকুমা আদালতে (বরিশাল জেলার অন্তর্গত) মোক্তারি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। রাম সেবকের জ্যেষ্ঠ পুত্র (নবীনচন্দ্রের দাদা) কৈলাসচন্দ্র ছিলেন সেই অঞ্চলের বিখ্যাত মোক্তার। সতীন্দ্রনাথ সেনের জন্ম কোটালি পাড়ার অন্তর্গত বাগান উত্তরপাড়া গ্রামে, ১৮৯৪ সালে, জীবনীতে তারিখের উল্লেখ নেই, জন্মতারিখ একটি ওয়েবসাইটে জানা যাচ্ছে ১৫ই এপ্রিল। মাত্র এগারো মাস বয়েসে সতীন মাতৃহীন হন। সতীন্দ্রনাথের পিতা নবীনচন্দ্র পটুয়াখালীর একজন সমাজপতি ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল সংযত বাক্য, সহজাত গাম্ভীর্য্য এবং পরোপ কারের প্রবৃত্তি। পটুয়াখালী সম্পর্কে সতীন সেনের জীবনীকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, বঙ্গদেশের এক দুর্গমস্থান হইল পটুয়াখালী মহকুমা। সমগ্র বরিশাল জিলায় রেল সংযোগ ছিল না, ইহার উপর পটুয়াখালী মহকুমার ৭ টি থানার সহিত ছিল না যোগাযোগের কোন উপযুক্ত রাস্তা-পথ। চতুর্দ্দিকের বিশাল নদী, খাল বিল প্রভৃতির মাধ্যমে চলিত যোগাযোগ। নৌকাযোগে চলিতে হইলেও নির্ভর করিতে হইত জোয়ার-ভাঁটার উপর। জন -সংখ্যায় মুসলমান সম্প্রদায় ছিল শতকরা ৯৫ জন। (আশুতোষ অবশ্য কোন বছরের সেন্সাস অনুযায়ী সেটা জানান নি।)

স্কুলজীবনঃ সতীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয় পটুয়াখালীতে। তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয় পটুয়াখালী জুবিলি হাই স্কুলে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাকান্ত সেনগুপ্ত ছাত্র সতীন্দ্রনাথের ওপরে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন। সতীন্দ্রনাথ খুব ভালো ইংরেজি জানতেন, অনায়াস ও সাবলীল উচ্চারণ ছিল তাঁর, এবং এটি বরদাকান্ত সেনগুপ্তের প্রভাবে হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বরিশাল জেলা স্বদেশী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে ওঠে। এই সময়ে বরিশাল জেলায় কালীশ পণ্ডিতের পাঠশালায়, আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত এইসময়ে ভক্তিযোগের আদর্শে জাতীয় চরিত্র বিকাশের আহ্বান জানান। বরিশালেরই চারণকবি মুকুন্দ দাসের সঙ্গীত গণ আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে। এইসময়ে বরিশাল শঙ্কর মঠের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিপ্লবী আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাস জীবন ও বিপ্লবী জীবনের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের কাজে উৎসর্গপ্রাণ একদল যুবকের নেতৃত্ব দেন। মুকুন্দ দাসের গান শুনে সতীন বাড়ি ছাড়েন এবং সোজা মুকুন্দের কাছেই গিয়ে উপস্থিত হন এবং ভবিষ্যতে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চান। সতীনের বয়েস তখন দশ বছর। এরপর অবশ্য অশ্বিনী দত্তের হস্তক্ষেপে সতীনকে পটুয়াখালী ফেরত পাঠানো হয়। সতীন যখন ছাত্র, তখন বরিশালের মিউনিসি প্যালিটির তরফ থেকে কুকুর নিধন অভিযান চালানো হচ্ছিল, সতীন এতে বাধা দিয়েছিলেন। তিনি পশুপ্রেমী ছিলেন, সে যুগে যা খুব একটা দেখা যেত না। পটুয়াখালীর স্কুলজীবনে সতীনের খুব কাছের বন্ধু ছিলেন মেধাবী ক্লাসমেট সুধীর কুমার দাশগুপ্ত। মূলত সুধীরের উদ্যোগে এই সময়ে একটি ছাত্রচক্র স্থাপিত হয়। সেখানে এঁরা শাস্ত্রচর্চা, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনপাঠ, যোগব্যায়াম অভ্যাস, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুঃস্থ নিঃসহায় মানুষজনের সেবা ইত্যাদি করতেন, এবং সুধীরের সঙ্গে প্রজ্ঞানানন্দের যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে এঁরা নিয়মিত বিপ্লবী পুস্তক ও পত্রিকা পড়া শুরু করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গীয় কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বরিশাল শহরে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় ছিলেন সভাপতি। নির্মম দমন পীড়ন চলে, যার ফলে গোটা বরিশাল জেলাতেই বিক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়, নিঃসন্দেহে তার আঁচ লেগেছিল সতীন এবং তাঁর সহপাঠীদের গায়েও। এরপরে ১৯০৭ সালে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন সরকারী আদেশে বন্ধ হয়ে যায়, এবং বাজেয়াপ্ত হয় সম্মেলনের সভাস্থল নির্মাণে ব্যবহৃত যাবতীয় টিন ও কাঠ, যা দিয়ে একটি সরকারী ক্লাব বানিয়ে ফেলা হয়। সতীন এবং তাঁর বন্ধুরা সেই ক্লাবটি রাতের বেলায় আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করেন। এই সময় সতীনের বয়েস মাত্র বারো। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঘনিষ্ঠ ছিলেন যুগান্তর দলের সঙ্গে। বিপ্লবী নেতা যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টো পাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, অমর ঘোষ -এঁদের সঙ্গে প্রজ্ঞানানন্দের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রজ্ঞানানন্দের কাছে দীক্ষা নেন অনেকেই, এবং বরিশালের বাইরে থেকেও অনেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সুধীর দাশগুপ্ত ও সতীন সেন দুজনেই প্রজ্ঞানা নন্দের কাছে দীক্ষিত হন। জানা যায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও দীক্ষিত হয়েছিলেন প্রজ্ঞানানন্দের দ্বারা।

কলেজজীবনঃ ১৯১২ সালে পটুয়াখালী জুবিলি হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তাঁকে ভর্তি করা হয় সুদূর হাজারিবাগের সেইন্ট কলম্বাস কলেজে। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা সতীনের স্বদেশী মানসিকতায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এবং সঙ্গীসাথীদের থেকে, স্বদেশী ও বিপ্লবী আন্দোলনের থেকে দূরে পাঠালে সে মানসিকতায় পরিবর্তন আসবে এবং সতীন পড়াশোনায় মন দেবেন এবং 'কেরিয়ার' গড়বেন, এই আশায় তাঁকে হাজারিবাগে পাঠানো হয়, কলকাতায় বা বঙ্গের অন্যত্র না পাঠিয়ে। কিন্তু সতীন এই মিশনারি কলেজে এসে আরও বেশি করে দেশীয় রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরেন, ধুতি চাদর পরিধান শুরু করেন, স্ব-পাক নিরামিষ খেতে শুরু করেন। শোনা যায় কলেজের অধ্যক্ষ টমসন এই অভিযোগ পেয়ে তদন্ত করতে এসে সতীনের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়ে যান, এবং বলেন, দিস বয় ইজ আ ট্রু ক্রিশ্চিয়ান। এর তাৎপর্য সম্ভবত এইঃ সতীন যুক্তিতে তুখোড় ছিলেন, এবং কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হতে চাননি। তার যুক্তিজালে অধ্যক্ষ পরাস্ত হন, এবং সতীন তার প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। সতীন এরপরে বটানি নিয়ে পড়তে আগ্রহী হন। হাজারিবাগের কলেজে সেই ব্যবস্থা না থাকায় তিনি কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। এইসময় থেকে সতীন্দ্রনাথের সক্রিয় বিপ্লবী জীবন শুরু, যদিও প্রজ্ঞানানন্দের সংস্পর্শে আসার ফলে আগেই বিপ্লবী ভাবধারায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল।

বিপ্লবী জীবন ঃ বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশোনা করার সময় সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থাকতেন সতীন। এটি ক্রমে যুগান্তর বিপ্লবীদের আখড়া হয়ে ওঠে। এম এন রায় (তখন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) ভারত ত্যাগের পূর্বে এই বাড়িতে এক রাত কাটান। এই সময়ে সতীন সাইকেল-আরোহী ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে ধারন করতেন।

ভারত চিন সহযোগিতার ছায়াতে প্রতিযোগিতা চলছে

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারত-চীন সম্পর্কের অন্তরালে প্রতিযোগিতার ছায়া;সহযোগিতার পথে কোথায় বাঁধা? ভারত ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ইতিহাস, ভূরাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার একটি জটিল জাল। দুই দেশের মধ্যে হাজার কিলো মিটারেরও বেশি সীমানা, প্রাচীন সভ্যতা ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আজ অবধি পারস্পরিক আস্থার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষত গালওয়ান সংঘর্ষের পরবর্তী পরিস্থিতি, স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বেইজিং এখনও নয়াদিল্লিকে মূলত প্রতিযোগী হিসেবেই দেখে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সামরিক কিংবা কৌশলগত নয়, বরং রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরেও বিদ্যমান। ফলে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ যতটা সম্ভাবনাময়, বাস্তবে তা ততটাই সংকুচিত।

চীন তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণ করে এক 'স্ট্র্যাটেজিক কালকুলেশন'-এর ভিত্তিতে, যেখানে তাদের বৃহত্তর ভৌ গোলিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের লক্ষ্য থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও সেই একই হিসেব কাজ করছে। চীন ভারতের দ্রুত উত্থানকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজের প্রভাবের এক সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে। বিশেষ করে ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়, তা বেইজিংয়ের চোখে একটি তব্যালাঙ্গিং অ্যাক্টদ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই ভারতের প্রতিটি কূটনৈতিক উদ্যোগ, প্রতিটি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কিংবা আঞ্চলিক সংলাপ;চীনের দৃষ্টিতে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

এই প্রতিযোগিতামূলক মান সিকতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ সীমান্ত ইস্যু। বহুবার আলোচনার পরেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি। চীন একদিকে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যায়, অন্যদিকে ক্রমাগত এলএসি বরাবর অবকাঠামোগত নির্মাণ ও সেনা মোতায়েন করে। ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষে এই প্রতিযোগিতা রূপ নেয় সরাসরি সংঘর্ষে, যা দুই দেশের সম্পর্ককে কয়েক দশক পিছিয়ে দেয়। এতদিন পরে এখনও পূর্ব লাদাখের একাধিক অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার পুরোপুরি হয়নি। চীনের এই দ্বৈতনীতি;যেখানে একদিকে 'শান্তি ও স্থিতিশীলতার' কথা বলা হয়, অন্যদিকে আক্রমণাত্মক কৌশল অনুসরণ করা হয়;তা ভারতের আস্থাকে বারবার আঘাত করেছে।

বাণিজ্যিক দিক থেকেও চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দ্ব্যর্থক। চীন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হলেও, দুই দেশের বাণিজ্য ভারসাম্য একেবারেই অসম। ভারতে চীনা পণ্য আমদানি বিপুল হলেও, ভারতীয় রপ্তানি অত্যন্ত কম। এই অসম বাণিজ্য সম্পর্ক কেবল অর্থনৈতিক নয়, এক ধরনের নির্ভরতাও তৈরি করে, যা কৌশলগতভাবে চীনের পক্ষেই সুবিধাজনক। ভারত বহুবার এই বিষয়ে উদ্বেগ জানালেও, চীনের প্রতিক্রিয়া ছিল সীমিত। একই সঙ্গে, ভারত যখন ৫জি প্রযুক্তিতে চীনা সংস্থার অংশগ্রহণে বিধিনিষেধ আনে, অথবা চীনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করে, তখন বেইজিং একে অর্থনৈতিক প্রতিশোধদ হিসেবে দেখে এবং প্রতিক্রিয়া জানায়।

চীন-ভারত সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার। চীন দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের আধিপত্য সুদৃঢ় করতে ভারতের প্রতিবেশীদের সঙ্গে একের পর এক অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা গড়ে তুলছে। পাকিস্তানের সঙ্গে 'চায়না -পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর', শ্রীলঙ্কায় হাম্বানটোটা বন্দর, বাংলাদেশের সঙ্গে অবকাঠামো প্রকল্প কিংবা মালদ্বীপে বিনিয়োগ; এইসব পদক্ষেপকে ভারত তার প্রাকৃতিক প্রভাব বলয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবেই দেখে। চীন এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাকে সচেতন ভাবে উৎসাহ দিচ্ছে বলে ভারতের ধারণা।

কূটনৈতিক স্তরেও চীনের এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব স্পষ্ট। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান ঘনিষ্ঠ ইস্যুতে চীন বারবার ভারতের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কাশ্মীর ইস্যু হোক বা সন্ত্রাসবাদে মসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রশ্ন;চীনের মনোভাব ছিল ভারতের পক্ষে নয়। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে ভারত তার বৈশ্বিক কণ্ঠস্বর জোরালো করতে চাইলে, চীন সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তবে শুধুমাত্র চীনকেই দোষ দেওয়া ভুল হবে না। ভারতও তার অবস্থান দৃঢ় করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে;QUAD–Indo Pacific সংঘ, মালাবার যৌথ সামরিক মহড়া, কিংবা ৫জি ও সাইবার নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এসব তার প্রমাণ। এই পদক্ষেপগুলি আত্মরক্ষার কৌশল হলেও, চীন এগুলিকে প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দেখে, এবং তার প্রতিক্রিয়ায় তারা আরও কৌশলগত চাপে ফেলে ভারতকে। এই পরস্পরের উপর নজরদারি এবং পাল্টা-প্রতিক্রিয়া দুই দেশের সম্পর্ককে সহযোগিতা থেকে প্রতিযোগিতার নিয়েছে।

প্রাচীন কলকাতার উল্লেখযোগ্য দেবী মন্দির হচ্ছে কাশীপুরের চিত্তেশ্বর দুর্গা মন্দির

বিশেষ প্রতিবেদক

আদি চিত্তেশ্বরী দুর্গা মন্দির, খগেন্দ্র চ্যাটার্জী রোড, কাশীপুর। আদি চিত্তেশ্বরী দুর্গা মন্দির কলকাতার কাশীপুর অঞ্চলে খগেন্দ্র চ্যাটার্জী রোডে 'গান-অ্যান্ড-শেল' কারখানার গেটের পাশে অবস্থিত। দেবীমূর্তিটি প্রাচীন হলেও মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত নবীন। প্রাচীন চিত্রপুর বা চিৎপুর অঞ্চলে চিত্রেশ্বর বা চিত্তেশ্বর নামে এক দুর্ধষ ডাকাত বাস করত। লোকের কাছে সে

'চিতে ডাকাত' নামে পরিচিত ছিল। বহু বছর আগে চিতে ডাকাত নিম কাঠের এক দেবীমূর্তি তৈরি করে তান্ত্রিক মতে পূজা করতে থাকে। চিত্রেশ্বর বা চিত্তেশ্বর ডাকাতের পূজিত দেবী বলে লোকমুখে দেবীর নাম হয় 'চিত্রেশ্বরী' বা 'চিত্তেশ্বরী'। কিংবদন্তি এই যে, কলকাতা চিৎপুর রোডের নাম এই দেবীর নাম থেকেই হয়েছে।

চিতে ডাকাতের মৃত্যুর পর এই দেবী মূর্তির আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। পরে, নৃসিংহ ব্রহ্মচারী নামে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসি দেবী মূর্তিটি উদ্ধার করে একটি কুঁড়েঘরে রেখে দেবীর পূজা শুরু করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ বাসুদেব ঘোষের বংশধর বর্ধমান জেলার কুলাহ গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষ ও তাঁর পত্নী শেওড়াফুলি রাজবংশের কন্যা এই চিত্তেশ্বরীর মন্দির স্থাপন করে দেন এবং দেবীর নামে ভূসম্পত্তি দান করেন। নৃসিংহ ব্রম্ভচারী সেবায়েত হিসাবে দেবীর সেবা করতে থাকেন। পরে নামজাদা জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র নতুন মন্দির করে দেন। এই ভাবে চলতে থাকে। কয়েক প্রজন্ম পর সেবায়েত শ্যামসুন্দর ব্রহ্মচারী বিবাহ করেন। তাঁর ছিল দুই কন্যা, যাদুমণি ও ক্ষেত্রমণি। যাদুমণির কোনো সন্তান ছিল না। ক্ষেত্রমণির বিবাহ হয় হালিশহরের সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে। সেই বংশের বংশধর কাশীশ্বর রায়চৌধুরী বর্তমান সেবায়েত।

চিত্তেশ্বরী দেবীমূর্তি হল একক দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গামূর্তি। এখানে দুর্গার সঙ্গে তাঁর পুত্রকন্যারা অনুপস্থিত। দেবীমূর্তির সঙ্গে একটি বাঘের মূর্তি আছে, যা সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের প্রতিভূ। এই ব্যাঘ্র মূর্তি মনে করিয়ে দেয় যে এক সময় এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং বাঘেরও উপদ্রব ছিল।

সামান্য উঁচু ভিত্তিবেদির উপর স্থাপিত, দক্ষিণমুখী মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি দালান। মন্দিরের মাঝের একটি ঘরে দেবী চিত্তেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য পূজিত। বাঁ দিকের একটি ঘরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য পূজিত। মন্দিরে কিছু পঙ্খের কাজ আছে। দুর্গা পূজার সময় খুব ধুমধাম করে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। লোকশ্রুতি, চিতে ডাকাতের সময়ে দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। পরে ছাগবলি চালু ছিল। তবে বর্তমান মন্দিরে কোনো পশুবলি হয় না। মন্দিরের সামনে চাঁদনি আকৃতির একটি নাটমন্দির আছে। নাটমন্দিরের দক্ষিণের দেওয়ালে ও প্রবেশপথের উপরে দুটি শ্বেতপাথরের প্রতিষ্ঠা ফলক আছে। দুটি প্রতিষ্ঠাফলকেই মন্দিরটি ইং ১৬১০ সালে প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে নিবদ্ধ বোর্ডে লেখা লিপিঃ শ্রীশ্রীঁজয়চন্ডী চিত্তেশ্বরী।

শ্রীশ্রীঁচিত্তেশ্বরী মাতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন স্থাপিত চিতে ডাকাতের আরাধ্য দুর্গা দেবী। বহুবছর আগে চিতে ডাকাত গঙ্গার জলে ভেসে আসা নিম কাঠ দিয়ে দশভুজা চিত্তেশ্বরীর মূর্ত্তি এই স্থানে স্থাপন করে পূজো শুরু করেন। কালক্রমে চিতে ডাকাতের মৃত্যুর পর দুর্গা গভীর জঙ্গলে পড়ে রইলেন। পরবর্ত্তী কালে উদ্ধার হয়। নৃসিংহ ব্রহ্মচারী নামে এক তান্ত্রিক সাধু ইং ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে দেবী চিত্তেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে যথাস্থানে পুনরায় জঙ্গলে দেবীকে স্থাপন করে পূজো শুরু করেন। উক্ত স্থানের তৎকালীন জমিদার মনোহর ঘোষ ইং ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তেশ্বরীর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেন। চিৎপুর রোড এই চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম থেকে খ্যাত হয়েছে। চিত্তেশ্বরী দুর্গার এই দারু বিগ্রহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্ত্তি। বর্তমান সেবায়েত শ্রী কাশীশ্বর।

তারাপদ সাঁতরার লেখা কলকাতার মন্দির মসজিদ গ্রন্থ থেকে পাই, লেখক যখন এই মন্দিরটি পরিদর্শন করেন তখন তিনি নাটমন্দিরের দেওয়ালে নিবদ্ধ বোর্ডে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপি দেখতে পানঃ ৮৮ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অগ্রদ্বীপের ও ঘোষপাড়ার বাসুদেব ঘোষের বংশধর বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় কুলাই গ্রামের জমিদার মনোহর ঘোষ ও তাহার পত্নী সেওড়াফুলী রাজার কন্যা উভয়ে ইং ১৫৮৬ সালে এই চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপন করিয়া কিছু ভূসম্পত্তিসহ তদীয় সেবাইত মহন্ত নৃসিংহ ব্রহ্মচারিকে দান করেন। চিতু ডাকাত এই দেবীকে পূজা করিতেন। কলিকাতা চিৎপুর রোড এই চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম হইতে আখ্যাত। উপস্থিত সেবিকা - বিল্বমাতা ব্রহ্মচারিণী। ইং ১৯৭৪। রাধারমণ মিত্র তাঁর কলিকাতা - দর্পণ (প্রথম পর্ব) গ্রন্থে লিখেছেন, মনোহর ঘোষ ওরফে মহাদেব ঘোষ চিত্তেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার তারিখ ম্যাককাচ্চন সাহেব ১৫৮৬ বলে উল্লেখ করেছেন। এ তারিখ তিনি কোথা থেকে পেলেন?

পাঠকদের কলমে চিত্রশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

১৮৯১ - প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি চিত্রশিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি

চিত্রশিল্পী। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। তার শিল্পীস্বত্বায় ছিল খাঁটি ভারতীয়ত্বের বৈষ্ণবীয় প্রভাব।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে জুলাই (১২৯৮ সালের ১৫ শ্রাবণ বঙ্গাব্দে) ব্রিটিশ ভারতের অধুনা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার জগতাই গ্রামে। অতি অল্প বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। পিতা কেদারনাথ মজুমদার ছিলেন গ্রামের সহজ সরল মনের মানুষ, পেশায় সাব-রেজিস্ট্রার। কিন্তু বাড়িতে ছিল বৈষ্ণবীয় পরিবেশ। কীর্তনের আসরও বসত নিয়মিত । নিজে আগ্রহী ছিলেন সঙ্গীত ও নাটকে। পড়াশোনার সাথে নিজের তৈরি যাত্রাদলে ছোটবেলা থেকেই অংশগ্রহণ করতে দিতেন ক্ষিতিন্দ্র নাথকে। নিমতিতা মাইনর স্কুল থেকে পাশ করে তিনি দু'বছর পড়াশোনা করেন পাকুড় স্কুলে। তার শৈল্পিক গুণে মুগ্ধ হন স্থানীয় নিমতিতা গ্রামের জমিদার 'নাট্যশিল্প ও সংস্কৃতি জগতের গুণগ্রাহী' মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তার আগ্রহে ও আনুকূল্যে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার আর্ট স্কুলে (বর্তমানে গভর্মেন্ট আর্ট কলেজ) ভর্তি হন। এবং ২০ টাকার মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। নবগঠিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের সাথে যুক্ত হন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে নন্দলাল বসুর সাথে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইন্ডিয়ান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্টে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তার শিল্পকর্ম থেমে থাকেনি। তার অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের দেহ শীর্ণ এবং আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও বহু ভঙ্গ ঢঙের। তিনি বাল্যকাল পিতার যাত্রাদলের পৌরাণিক কাহিনীর বিষয়বস্তু গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল মনে, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে শিল্পকর্মে। বিশেষকরে বৈষ্ণবীয় বিষয়বস্তু তার অঙ্কন প্রেরণার প্রধানতম উৎস। সেই সাথে সূক্ষ্ম রূপরেখা, বিশিষ্ট অলংকরণ এবং উচ্চতর বিন্যাসযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তি ছিল যেমন তার শিল্পকর্মের নিজস্বতা, তেমনি নান্দনিক আনন্দ দানে ছিল সর্বজনীন আবেদন । শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আন্দোলনে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

স্বচ্ছতা অভিযান - ২০২৫ প্রচারণা মালদা বিভাগ জুড়ে পালিত

মালদা, ১ আগস্ট ঃ আমাদের জাতির ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের অংশ হিসেবে ১ আগস্ট থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত মালদা বিভাগে 'স্বচ্ছতা অভিযান - ২০২৫' অভিযান পালিত হচ্ছে, যার লক্ষ্য ছিল পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা। আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের উদ্বোধন করতে, মালদার বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক শ্রী মনীশ কুমার গুপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের বছরে ১০০ ঘন্টা বা সপ্তাহে দুই (২) ঘন্টা পরিচ্ছন্নতার জন্য অবদান রাখার জন্য স্বচ্ছতা শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে রেল কর্মকর্তারা, যার মধ্যে মালদার প্রধান চিকিৎসা সুপারিনটেনডেন্ট, শ্রীমতি অনুপা ঘোষ, অন্যান্য উর্দ্ধতন শাখা কর্মকর্তা এবং কর্মীরা উৎসাহীভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রচারণার উদ্দেশ্য অনুসারে, পান এবং পান খাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কর্মীদের শিক্ষিত করার জন্য একটি সচেতনতা অভিযানও পরিচালনা করা হয়েছিল। গুটখা, যা প্রায়শই ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রচারণার নেতৃত্ব দিয়ে, শ্রীমতি অনুপা ঘোষ কর্মীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন এবং জনসাধারণের স্থানে থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ এটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জনস্বাস্থ্যের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই ধরণের সচেতনতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এর সাথে মালদা টাউন স্টেশন, ভাগলপুর স্টেশন, ডেমু শেড সাহিবগঞ্জ এবং ডিজেল শেড জামালপুরে পরিচালিত হয়েছিল, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিন মাসব্যাপী এই অভিযানে স্টেশন, অফিস প্রাঙ্গণ, ট্রেন, ট্র্যাক এবং রেলওয়ে কলোনিগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে, পাশাপাশি কর্মী এবং যাত্রীদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং কার্বন-নিরপেক্ষ এবং পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হবে।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গাছ লাগানোর বার্তা, গড়বেতায় অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, গড়বেতা, ১ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতায় প্রতিবন্ধীদের মিলিত করে আলোর পরশ নাম দিয়ে গড়বেতার ট্রাক্টর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে ১ আগস্ট লাগানো হলো এক হাজারের উপর গাছ সাধুবাদ গড়বেতাবাসীর। বৃক্ষরোপণ একটি পরিবেশ-বান্ধব কাজ, যা সমাজের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও এই কাজে অংশ নিয়ে এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রেখে সমাজকে আলাদা বার্তা দিল। গাছ লাগানো শুধু পরিবেশের জন্যই নয়, এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। বৃক্ষরোপণ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে সাহায্য করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যখন গাছ লাগায়, তখন তারা পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সরাসরি কাজ করে। আর তাছাড়া গাছ লাগানো একটি শারীরিক ব্যায়াম, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এছাড়া, প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে এবং আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সমাজের মূল স্রোতে তাদের একত্রীভূত করে। এটি তাদের সমাজের অংশ হিসেবে অনুভব করতে সাহায্য করে এবং অন্যদের সাথে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সুযোগ তৈরি করে। কিছু ক্ষেত্রে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তারা চারাগাছ তৈরি, পরিচর্যা বা অন্যান্য সহযোগী কাজে নিযুক্ত হতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গাছ লাগানোর মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। তাদের উদাহরণ অন্যদের উৎসাহিত করে এবং বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে সকলে একযোগে কাজ করতে উৎসাহিত করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গাছ লাগানোর মাধ্যমে সমাজের প্রতি অবদান রাখাও সম্ভব। এটি পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়ন, আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং সমাজের মূল স্রোতে একীভূত হতে সাহায্য করে। সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের উচিত এই কাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৭৬-২০২৫-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৭৬-২০২৫, তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনে কালীপাহাড়ী ডিএফসিসি চেনেজ ২০৫.৭৭৮ (কেপিকে আইএনসিএল কেএম ২০৫) থেকে প্রধানখুন্তা ডিএফসিসি চেনেজ ২৬১.১৩৫ (পিকেএ-কেএম-২৬০.২) পর্যন্ত মাল্টি ট্র্যাকিং ডিএফসিসিআইএল কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ২ X ২৫ কেভি এ.সি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার, অ্যালুমিনিয়াম ফিডার ওয়্যার, এইসি আর্থিং এবং বিইসি আর্থিং-এর ডিজাইন, অঙ্কন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সূচনাব কাজ। টেন্ডাব মূল্য ঃ ৯৪,৯২,৪৮,৪৭৫.৬৪ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ৪৮,৯৬,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ৩০ (তিরিশ) মাস। বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে পরিশোধের পর www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ এবং উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার প্রস্তাব www.ireps.gov.in এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এই রূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। টেন্ডার নথিসমূহ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্যাদি www.ireps. gov.in-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তিটি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩ ৩০১-স্থিত নোটিসবোর্ডেও পাওয়া দেখা যাবে।

CON-30/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/২৩, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। ● ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-২৩। ● অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। যথাক্রমে ক্রম নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ভিইআরজিএন-৩০-২৫-১; রামপুরহাট ও সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশনে লাইসেন্সধারীর খরচে তিন (০৩) বছর সময়কালের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সহ সার্কুলেটিং এলাকায় সৌন্দর্যায়ন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। এএ/২; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ- ভিইআরজিএন-৩১-২৫-১; হাওড়ার ফরশোর রোড, অবনী মলের কাছে লাইসেন্সধারীর খরচে তিন (০৩) বছর সময়কালের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সহ সার্কুলেটিং এলাকায় সৌন্দর্যায়ন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। এবি/১; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ- বিএইচপি-ডিআইজিআইএল-৩২-২৫-১; হাওড়া ডিভিশনের অধীনে বোলপুর স্টেশনে তিন(০৩) বছর সময়কালের জন্য ডিজিটাল স্টোরেজ লকার গড়ে তোলা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। এবি/২; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ- ডিআইজিআইএল-৩৩-২৫-১;হাওড়া ডিভিশনের অধীনে রামপুরহাট স্টেশনে তিন(০৩) বছর সময়কালের জন্য ডিজিটাল স্টোরেজ লকার গড়ে তোলা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান।

(HWH-225/2025-26) সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং এসএএনডিটি/কন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/১১/২০২৫ তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ সিগন্যালিং এবং টেলিকমিউনিকেশন ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রমুখ ইত্যাদি যাঁদের কাছে বৈধ ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাঁদের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং এসএএনডিটি-কন-১১-২০২৫-এইচডব্লুএইচ, কাজের নাম ঃ পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে দুর্গাপুর কোক আভেন প্ল্যান্ট এবং দুর্গাপুরের মধ্যে ৫ম লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপুর কোক আভেন প্ল্যান্টে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং-এর কাজ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য ঃ ২৬,৪৯,৬৩,৪৮৯.৯১ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ১৪,৭৪,৮০০ টাকা যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। (১) টেন্ডার খোলার তারিখের থেকে ৯০ দিন পর্যন্ত প্রস্তাবের এবং বায়না অর্থের বৈধতা বজায় থাকবে। (২) টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৮.২০২৫ সকাল ১১টায়। (৩) কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। উপরিল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে প্রদান করার পর www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ও যা ওপরে বলা হয়েছে সেই সব নথি সমেত টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডেও দেখতে পাওয়া যাবে।

CON-31/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দেউলপাড়া-ধামাইটিকর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেড

রেজিঃ নং-৮/এইচজি, তারিখঃ ০৩.১১.৬৯

গ্রাম-দেউলপাড়া, পোস্টঃ-দেউলপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৩০২

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজী ৩১.০৮.২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায়ের অফিস প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় আইন ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ১২ (বারো) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখঃ ০১.০৮.২০২৫

স্থানঃ দেউলপাড়া

সেক্রেটারি

দেউলপাড়া ধামাটিকর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেড

সম্পাদক, দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

দেউলপাড়া-ধামাইটিকর এস.কে.ইউ.এস লিমিটেড

রেজিঃ নং-৮/এইচজি, তারিখঃ ০৩.১১.৬৯

গ্রাম-দেউলপাড়া, পোস্টঃ-দেউলপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২৩০২

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধিতে উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর ১২টি পদের জন্য (তন্মধ্যে ২(দুই)টি মহিলাদের ১(এক)টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচিঃ

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	মনোনয়ন পত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৩.০৮.২০২৫ ১৪.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা অনুমোদিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৬.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১.৩০ থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১৬.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অবব্যহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৭.০৮.২০২৫ (রবিবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৭.০৮.২০২৫ (রবিবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৭.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	বিকাল ৩ (তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	৩১.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	৩১.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অবব্যহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফল প্রকাশ	৩১.০৮.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অবব্যহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

চঞ্চল রায়, সহকারী রিটার্নিং অফিসার

দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৪ ঘন্টা সহায়তা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে যাত্রী সন্তুষ্টি বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১ আগস্ট ঃ যাত্রী সন্তুষ্টি এবং পরিষেবার উৎকৃষ্টতার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৪ ঘন্টা রেলওয়ে হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ এবং রেলমদদ পোর্টালের মাধ্যমে ট্রেনে এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। যাত্রী সমস্যাগুলির সময়োপযোগী সমাধানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ভারতীয় রেলওয়ে ২০১৯-এ ৩৯ 'রেলমদদ' ৩৯ প্ল্যাটফর্ম চালু করে। এটি একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা যা দ্রুত, স্বচ্ছ প্রতিকারের জন্য একাধিক চ্যানেল থেকে অভিযোগ একত্রিত করে। যাত্রীরা ওয়েবসাইট (https:railmadad.indianrailways.gov.in), মোবাইল অ্যাপ অথবা হেল্পলাইন ১৩৯-এর মাধ্যমে সহায়তা পেতে পারেন, যা প্রতিক্রিয়াশীল, যাত্রীবান্ধব পরিষেবার প্রতি ভারতীয় রেলওয়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে, রেল মদদের অভিযোগুলির সময়মত প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানের জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় এবং ডিভিশনাল অফিসগুলিতে ওয়ার রুম স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ২৪ ঘন্টাই নিয়োজিত থাকেন, যারা কোচের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং টয়লেট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বেড রোল বা খাদ্য ও পানীয়ের অতিরিক্ত দাম নেওয়ার অভিযোগ সহ বিভিন্ন অভিযোগের রিয়েল-টাইম সমাধান করেন। এই প্রচেষ্টার সাফল্য এই তথ্যর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ২০২৪-২৫-এর সময়কালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা রেকর্ড সংখ্যক ১.৭৯ লক্ষ অভিযোগ সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে। এর মধ্যে রেলমদদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৪,৪৮৭ জন যাত্রীকে ডেডিকেটেড ডাক্তার এবং সহানুভূতিশীল নার্সিং কর্মীদের দ্বারা দ্রুত এবং পেশাদার যত্ন প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি রয়েছে। এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং যাত্রীদের সুস্থতার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

Office of the Uparkahan Gram Panchayat
At+P.0- Chapaitard
PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender/ Tender
Pradhan, Uparkahan Gram Panchayat has invited

NIT-01,02/25-26 of 19nos. Schemes [15th CFC] and NIeT-03,04/25-26 of 10 nos. Schemes (15th CFC] on 01.08.2025 and 02.08.2025 consequently. For details contact Uparkahan Gp office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Uparkahan Gram Panchayat

Notice

Know all men by this present that the Original Deed of Sale/ Conveyance dated 05.01.2024 being No. 00016 for the year 2024 ADSR Alipore in respect of flat being No. 2B on the south east portion of second floor in building and/or premises under Municipal No. 15. Rupchand Mukherji Lane, P.S.- Bhowanipore, Calcutta - 700025, has been lost from the custody of my clients Mrs. Shipra Ghosh, w/o Lt. Ranjit Ghosh & Banibrata Ghosh, s/o Lt. Ranjit Ghosh of Bhubandanga, P.S. Bolpur, Dist. Birbhum, the owners of the said Flat and the incident has been reported in Bhowanipore P.S. vide GDE No. 720 dt. 09.12.2024. If anybody get hold of the Original Deed is requested to return the document to my clients or to me within 15 days from the publication of this notice.

Sd/- Sandip Mukhopadhyay
Advocate
M-9434113416

Office of the PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UTTAR JHAPORDAH, DOMJUR, HOWRAH

Email ID: - parbatipurgp11@gmail.com & parbatipurgrampanchayat@gmail.com
ph. No. (033) 2670-4004
Pradhan :- Anjali Mondal Up Pradhan :- Arabinda Mondal

Memo No.- Date :-01/08/2025

PARBATIPUR GRAM PANCHAYAT UNDER DOMJUR PANCHAYAT SAMITY INVITES E TENDER VIDE **E NIT – PGP / 108 / 2025 DATED 01/08/ 2025 (2 NOS OF WORKS)** BID STARTING DATE **02/08/2025** & SUBMISSION OF LAST DATE **08/08/2025 UPTO 02.00 PM** , BID OPENING DATE **12/08/2025** , FOR MORE DETAILS PLEASE VISIT **https://wbtenders.gov.in**

Prodhan
Parbatipur Gram Panchyat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-ওপেন টেন্ডার নং ঃ এমপি-কেজিপিডব্লু-গ্যান্ট্রি-২৫-০৫, তারিখ ঃ ৩০.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়র (প্রোড)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের বিবরণ ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ওয়ার্কশপে ইওটি ক্রেন-এর জন্য গ্যান্ট্রি ট্র্যাক মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিন্যস্ত করার কাজ। কাজের আনুমানিক মূল্য (টাকায়) ঃ ২৯,৮৬,১১৬ টাকা। বন্ধের তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫, ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ www.ireps.gov.in দ্রষ্টব্য ঃ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী তৎসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (PR-469)

Tender has invited by the **Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity** for **Solar Submersible Pump, NIT No. 05/PUR/EO/2025-26 Dt.-01.08.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_885763 SL No. 1 to 08**. Last date for submission of Tender: **08/08/25 up to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১১৮_২০২৫-২৬, ১১৯_২০২৫-২৬, ১২০_২০২৫-২৬ এবং ১২১_২০২৫-২৬, তারিখ ৩০.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া-র আওতাধীনে ঃ ক্রম নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১১৮_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ এডিইএন/এজেডে-এর শাখায় সকল মহিলা কর্মীদের সুবিধার্থে সংলগ্ন শৌচালয় সহ মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৫৮,২০,৪৮৫.৯৫ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ১,১৬,৪০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ৬ মাস। ক্রম নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১১৯_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ এইএন/কেডব্লুএই-র আওতাধীনে এসএসই/ ডব্লু/কেডব্লুএই-র অধীনস্থ শাখায় কেসিওয়াই, বিসিএফ, কেএমডিসি, এলবিপি ইত্যাদিতে বসে যাওয়া প্ল্যাটফর্ম উপরিতল সারাই এবং প্ল্যাটফর্মের হাই ব্যাঙ্ক অংশের সুরক্ষা, পিএফ-এর উপরিতলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ক্ষতিগ্রস্ত চেকার্ড টালির পরিবর্তন ইত্যাদির কাজ। আনুমানিক মূল্য ঃ ২,১৬,১৪,০১০.২৪ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ২,৫৮,১০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ৮ মাস। ক্রম নং ৩, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১২০_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এনডিএই-র আওতাধীনে হাওড়া ডিভিসনে - নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সিটিআর (এস)-৭.৮৪৮ টিকেএম-বিডিসি-কেডব্লুএই, বিএসএই ডাউন লুপ লাইন ১-এ ০-০.৯১৫= ০.৯১৫ কিমি জেআইটি ডাউন লুপ লাইন ১-এ ০-০.৯৬৫ = ০.৯৬৫ কিমি এবিকেএ ডাউন লুপ ০-০.৯৪৪ = ০.৯৪৪ কিমি ডিটিএই ডাউন লুপ লাইন ০-৯৩৬ = ০.৯৩৬ কিমি এসএমএই আপ লুপ লাইন ০.০৫৬-০.৯৬০= ০.৯০৪ কিমি এনডিএই ডাউন লুপ লাইন ১০ -০.৯৪৮= ০.৯৪৮ কিমি পিএসএই ডাউন লুপ লাইন ২- ০-০.৯০৭ = ০.৯০৭ কিমি পিটিএই ডাউন লুপ ০-১.৩২৯= ১.৩২৯ কিমি এবং টিএফআর - ৪৫.৫৭২ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে বিডিসি-কেডব্লুএই ঃ ডাউন ২৭.০০০ - ৩২.২০৩= ৫.২০৩ কিমি, ৩২.২৪৯ - ৩৪.২৬৫ = ২.০১৬ কিমি, ৩৪.৫৯০ -৩৬.০০০ = ১.৪১০ কিমি ডাউন ৫১.৬০৫ - ৫৮.০০০ = ৬.৩৯৫ কিমি আপ ৫৮.০০০- ৮৬.০০০ = ২৮.৫৩৫ কিমি, ৮৭.৪৪২ -৮৯.৪৫৫ = ২.০১৩ কিমি। আনুমানিক মূল্য ঃ ১,৭৫,১০,৭৩৪.৪২ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ২,৩৭,৬০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ১২ মাস। ক্রম নং ৪, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১২১_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/এনডিএই-র আওতাধীনে হাওড়া ডিভিসনে - নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে টিআরআর(পি)-২১.৪৪১ টিকেএম ঃ বিডিসি-কেডব্লুএই ঃ আপ ১৭.১৭০ - ২১.৮২১ = ৪.৬৫১ কিমি, ২৮.৪৮১-৩৪.৭৩০ = ৬.২৪৯ কিমি, ৩৫.২৩৯ -৩৫.৩৬০ = ০.১২১ কিমি, ৩৫.৪২০-৪২.৭৮১ = ৭.৩৬১ কিমি, বিডিসি-কেডব্লুএই = আপ-৮.০০ - ৯.৮০ = ১.৮০ কেএম, বিডিসি-কেডব্লুএই আপ ৯.৮০০-১০= ০.২ কেএম, ১০.৩০৭ - ১১.১৮৫= ০.৮৭৮ কিমি, ১১.৭১৯-১১.৯০০ = ০.১৮১ কিমি, টিটিআর-১৯ সেট - (টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-১২-তে ১-১৪ সেট এবং টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) -৮.৫-এ১-৫ সেট এবং টিএসআর (পি) -১.২৭ কিমি নীচের স্থানগুলিতে ঃ- বিডিসি-কেডব্লুএই - ডাউন-১০.৪০-১১.৬৭-১.২৭ কিমি এবং টিবিআর ৮.০২৭ টিকেএম নীচের স্থানগুলিতে ঃ বিডিসি-কেডব্লুএই. আপ ২.১৮০-২.২০০= ০.০২০কিমি, ৩.৭০০-৩.৭৯০= ০.০৯০ কিমি, ৫.৩৪০-৫.৪৯০ = ০.১৫ কিমি, ৫.৭৯-৭.০২৮= ০১.২৩৮ কিমি, ৭.১১২-৭.৩৭০= ০.২৫৮ কিমি, ৯.০৭০ - ১১.৮১০=২.৭৪০ কিমি, ৫৭.৯০০ - ৫৮.১৪৫= ০.২৪৫ কিমি, ৫৯.৭৯৫ - ৫৯.৯৬০ = ০.১৬৫ কিমি, ৬২.৫৩৫-৬২.৬২৫ = ০.০৯০ কিমি, ৬৩.০৯২ - ৬৪.৬৯০ = ১.৫৯৮ কিমি, ডাউন ৫৩.৮৪০ - ৫৪.২৭০= ০.৪৩০ কিমি, ৫৪.৭৩০ - ৫৪.৯০০= ০.১৭০ কিমি, ৫৬.৭৫০ - ৫৬.৯৮০ = ০.২৩০ কিমি, ৫৬.৯৯৭ - ৫৭.২০০= ০.২০৩ কিমি, ৫৭.৮০০-৫৮.২০০= ০.৪০০ কিমি। আনুমানিক মূল্য ঃ ২,৩৪,৪১,৩৬৬.৪৯ টাকা। বায়না অর্থ ঃ ২,৬৭,২০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। প্রদেয় বায়না অর্থ ও টেন্ডারনথির মূল্য প্রদান ঃ প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য, ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। দ্রষ্টব্য ঃ ইএমডিরূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টালের মাধ্যমে আহ্বান করা টেন্ডারের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

HWH-220/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/077/081/2025-2026
Name of the work: **Improvement of Uttaran sewer line at 2/4D, B. K. Road, 11/H/14, 17C, M. M. Ali Road etc. in Ward No.-77.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,937.74.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/077/082/2025-2026
Name of the work: **Improvement of Uttaran I.P.S. passage at 2/1, 2/4D, 3/1, B. K. Road, 17, M. M. Ali Road and its surrounding area in Ward No.-77.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,964.82.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/077/083/2025-2026
Name of the work: **Repairing of I.P.S. passage at 59, 43, Dr. Sudhir Bose Road, 1F, Ibrahim Road and its surrounding area damaged by W/S Department & P. U. Agency in Ward No.-77.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,676.34.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/074/005/2025-2026
Name of the work: **Improvement of thika office, establishment office etc. in Borough-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,94,597.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/IX/074/035/2025-2026
Name of the work: **Restoration of paver block footpath along Judges Court Road from crossing of Gopal Nagar Road to 20B, Judges Court Road, 12F, Judges Court Road and surrounding area disturbed by W/S Deptt. in Ward No.-74.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,141.80.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/074/037/2025-2026
Name of the work: **Improvement of IP passages at 12, 17, 23, 26, 28 No. Orphangunge Road and 18/1, 19A Chetla Hut Road etc. in Ward No.-74.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,737.70.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **14.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/30/12/25-26
Name of the work: **Repair of passage at 1/19 Atal Bihari Bose Lane, 18, 19 Mahes Barik Lane, 43D U. C. Banerjee Road and its surrounding areas in Ward No.-30, disturbed by W/S Deptt.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,30,791.00.** Earnest money: ₹ **8,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/16/25-26
Name of the work: **Repairing of paver block and I.P.S. passage at 64, 67, 64/1 B. N. Road, 6 Nos. G. S. Lane and different places in Ward No.-13 disturbed by W/S Deptt.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,25,291.00.** Earnest money: ₹ **8,600.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/31/10/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of road surface at 106 M. M. Road, 8D/1/1A Jogodyan Lane, 71/1 Canal Circular Road and different location in Ward No.-31 disturbed by C.E.S.C.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,79,492.00.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/33/24/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Supplying, fitting and fixing pit cover, catch pit cover at 75, 76, 91, 93, 95 B. M. Road, 43, 53, C. P. Road, 37 S. S. Road and different location in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,249.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/33/23/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Painting of road side chair from P191A CIT Scheme IV M to CIT Building and road side kerb at R.M.D.G. Lane, T. K. Naskar Lane and surrounding area in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,48,781.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/33/22/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Installation of road side bench with other ancillary work from Gurudas Park to 8 Suren Sarkar Road in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,49,836.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/33/26/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Construction of tap water platform at 7 Surah 2nd Lane, 73, 75, 76 Beliaghata Main Road and different location in Ward No.-33.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,97,728.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE-III/33/29/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of sanitary latrine at 53 Chaulpatty Road, 91 B. M. Road, 4 R. M. M. G. Lane and different location in Ward No.-033.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,96,309.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **11.08.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** Date and time of opening of bid: **13.08.2025 after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details will be available on and from **01.08.2025 at 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2)** and **04.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 3 to 8).** The websites: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)** and **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 8).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/003/30/2025-2026
Name of the work: **Creation of greeneries with bamboo fencing on the footpath at 64/1/32A, 64/1/5A, 64/20, etc., Khudiram Bose Sarani in Ward No.-003 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,90,011.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/004/19/2025-2026
Name of the work: **Restoration of damaged I.P.S. and paver block footpath and passage at 5/2/4, 6, 10/H/6, 16/2, 20/6, etc. Raja Manindra Road, 10C, 6A, 26, 15B, etc. Kalachand Patitundi Lane and other places in Ward No.-004.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,95,997.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/007/24/2025-2026
Name of the work: **Repairing of disturbed sewerage system at P-48 K.V.V. Avenue and other places in Ward No.-007 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,370.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/007/23/2025-2026
Name of the work: **Improvement of drainage system near P-27, K.V.V. Avenue in Ward No.-007 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,89,936.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/007/22/2025-2026/US
Name of the work: **Improvement of Uttaran sewer at 14/3, Gallif Street in Ward No.-007 under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,77,919.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **18.08.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **20.08.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (6 P.M.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/017/25-26
Name of the work: **Improvement of surface drain at Dakshin Behala Road near Premises Nos. 77, 618/3 and 241/P and others in Ward No.-125.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,83,880.43.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/009/25-26
Name of the work: **Development of C.C. road at Hanspukur Green Park near Premises No. 23/4 in Ward No.-144.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,66,390.97.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2025- 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **14.08.2025- 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **04.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : X/100/010/2025-2026
Name of the work: **Beautification of Ganguly Bagan Pond at North-East side in Ward No.-100, BR-X.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,987.48.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : X/095/025/2025-2026
Name of the work: **Restoration of asphaltum road disturb due to laying of W/S Main near 8/6, 8/2 Bijoygarh etc. in Ward No.-95, BR-X.** Estimated value (including GST & CESS): ₹ **2,49,168.34.** Earnest money: ₹ **4,985.00.** Time of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **18.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1)** and **16.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 2).** Date and time of opening of bid: **20.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1)** and **19.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(793/25-26)

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 05.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

HOWRAH DISTRICT-BAGNAN: 4042000997, 4042001383, 4042001418, 4042001552, 4042001570, 4042001594, 4042001683, 4042001685, 4042001714, 4042001736, 4042001744, 4042001782, 4042001811, 4042001837, 4042001845, 4042001850, 4042001870, 4042001918, 4042001956, 4042001966, 4042001970, 4042001972, 4042001991, 4042002003, 4042002007, 4042002009, 4042002012, 4042002013, 4042002017, 4042002024, 4042002026, 4042002030, 4042002034, 4042002036, 4042002041, 4042002046, 4042002047, 4042002063, 4042002071, 4042002076, 4042002077, 4042002078, 4042002110, 4042002123, 4042002136, 4042002145, [illegible]

BALLY KOLKATA: [illegible] **BANDHAGHAT SALKIA:** [illegible] **BELUR-WEST BENGAL:** [illegible] **DOMJUR:** [illegible] **HOWRAH-DOBSON ROAD:** [illegible] **ULUBERIA:** [illegible]

নিলাম [illegible] at **BALLY KOLKATA:** Ground Floor, Riddhima Tower, 168/1, Gt Road Bally, Badamtala, Opposite Bally Bank, Bally, West Bengal-711201. [illegible]

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

চাষের ফসল

বিকল্প হিসাবে পাতিলেবু চাষকেই বেছে নিচ্ছেন পূর্বস্থলীর চাষিরা

শোনা গেল বিকল্প হিসাবে পাতিলেবু চাষকেই বেছে নিচ্ছেন পূর্বস্থলীর চাষিরা। কারণ, অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন তারা। এই রাজ্যের পাশাপাশি ভিনরাজ্যে পাতিলেবু পাড়ি দেওয়ায় 'লাভ হচ্ছে তাঁদের। কর্মসংস্থান হচ্ছে চাষের সঙ্গে যুক্ত থাকা মহিলাদেরও।

শরবতের দোকান হোক বা হোটেল-রেস্তোরাঁ, সারাবছর ধরেই পাতিলেবুর চাহিদা থাকে। গরম বাড়তেই সেই চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। কোনও কোনও সময় পাতিলেবুর দাম চড়া হতেই চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় শরবত ব্যবসায়ীদের। ফলে এই চাষে লাভ যে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে এতে যত্নের প্রয়োজন হয় না, তাই পরিশ্রমও কম লাগে। অত্যধিক গরম বা আর্দ্রতায় গাছের তেমন কোনও ক্ষতি হয়না। শুধু তাই নয়, একটি লেবু গাছ ফল দেয় প্রায় এক দশক ধরে। পূর্বস্থলীর এক চাষি বলেন, প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমরা হাইব্রিড পাতিলেবুর চাষ করে চলেছি। বেশ লাভজনক চাষ। খরচ কম। যাদের জমি জায়গা বেশি আছে, তারা এই লেবুগাছ বেশি লাগাচ্ছেন। তিনি বলেন, গাছ লাগানোর দু-তিন বছরের মধ্যেই ফলন পাওয়া যায়। একটি গাছ পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত ফল দেয়। পাতিলেবু চাষে বছরে দুবার ফল পাওয়া যায়। একটি বড় গাছে চার থেকে পাঁচ হাজার ফল মেলে। পৌষ মাষে পাতিলেবুর দামটা বেশি পাওয়া যায়। প্রতি লেবু পাইকারি ৩-৪ টাকা দরে দাম মেলে। বাকি সময়ে ২-৩ টাকা দরে বিক্রি হয়। এই লেবু নিতে ব্যবসায়ীরা বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকে আসেন।

লেবু তোলার জন্য প্রয়োজন হয় কর্মীদের। মহিলা কর্মীরা এই কাজে বেশি দেখা যায়। লেবু তোলার জন্য প্রতিদিন তাদের পারিশ্রমিকও মেলে বলে জানান আদুরি মাঝি, সবিতা সাঁতরারা। কৃষি বিশেষজ্ঞ পার্থ ঘোষ জানান, কাঁটা প্রকৃতির এই গাছে গবাদি পশুর উপদ্রব কম। কষ্টসহিষ্ণু এই গাছের পরিচর্যাও কম। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পাতিলেবু চাষের ঝুঁকি অনেকটাই কম ও লাভজনক। তিনি বলেন, করোনা পরবর্তীকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভিটামিন 'সি' ভরপুর পাতিলেবু ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশি পরিমাণে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, হোটেলে পাতিলেবুর চাহিদা রয়েছে। এই ফসল সহজেই যেকোনও বাজারে বিক্রি হয়।

টানা বৃষ্টিতে জমিতে জল, নষ্ট বীজতলা, আমন ধান চাষে ক্ষতি

নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে জল জমেছে জমিতে। পাশাপাশি ডিভিসির ছাড়া জলে বহু এলাকা ডোবার আশঙ্কা। এই অবস্থায় যদি আবহাওয়া ও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তাহলে মাঠেই নষ্ট হবে বীজতলা। ক্ষতির মুখে পড়বেন আমন ধান চাষিরা। এমন কথা শোনা যাচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে নষ্ট হচ্ছে সবজি চাষ।

এখন আমন ধান চাষের মরশুম। আমতা ২ নম্বর ব্লক, উদয়নারায়ণপুরে ব্যাপক পরিমাণে ধান এবং সবজি চাষ হয় এই মরশুমে। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। এই সময় আমন ধান চাষের জন্য বীজতলা তৈরির সময়। কিন্তু বৃষ্টির ফলে জল জমে থাকায় বহু চাষি তলা ফেলতে পারছেন না। আবার অনেকে বীজতলা তৈরির জন্য ধান ছড়িয়েছিলেন জমিতে। কিন্তু বৃষ্টিতে কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া সবজিরও ক্ষতি হচ্ছে। উদয়নারায়ণপুরে পটল, ঝিঙে, কুমড়ো-সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গোড়া পচে যাচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল। সবজি এবং ধান ছাড়াও আমতা, উদয়নারায়ণপুরে বাদাম এবং তিল চাষ হয়। বাদাম এবং তিল তোলার মরশুম এই সময়। বড় অংশের তিল এবং বাদাম তোলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ২০ শতাংশ তিল এবং বাদাম জমিতে রয়ে গিয়েছে। আর এই বৃষ্টিতে সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে চাষিদেরও বক্তব্য। মনশুকা এলাকার চাষি প্রায় দু'বিঘা তিল এবং দু'বিঘা বাদাম চাষ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার জমির অনেকটা বাদাম এবং তিল রয়ে গিয়েছে জমিতে। সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক চাষিরই বাদাম এবং তিল চাষ নষ্ট হচ্ছে।

উদয়নারায়ণপুর এলাকার আরেক চাষি বলেন, আমি ৮ বিঘা জমি চাষের জন্য প্রায় ২৫ কিলোগ্রাম ধানের বীজ তৈরি করেছি। কিছু জমিতে বীজ ফেলতে সক্ষম হয়েছি। কিছু জমিতে জল থাকায় বীজ ফেলতে পারিনি। এই বৃষ্টিতে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যদি আরও বৃষ্টি হতে থাকে, তাহলে সব বীজতলা নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, আবার নতুন করে বীজতলা ফেলতে হবে। সেটাতেও আবার খরচের পালা। তার উপর যদি বন্যা হয় তাহলে সব মাঠে মরে যাব।

বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা, দুর্যোগের কালো মেঘ মাথায় নিয়ে আলু তোলার হিড়িক

ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে কোথাও হালকা তো কোথাও ভারি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও আবার চলেছে শিলাবৃষ্টি। শুক্রবারের পর শনিবারও বাঁকুড়ার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। এই ভরা চৈত্রে অকাল বর্ষণ, সঙ্গে শিলাবৃষ্টির দাপটে দুর্যোগ মাথায় নিয়েই মাঠ থেকে আলু তোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছে বাঁকুড়ায়। জলে ভিজে মাঠে আলু বস্তাবন্দি করে চাষিরা দৌড়চ্ছেন হিমঘরগুলির দিকে। বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, জয়পুর, হন্দদাস, পাত্রসায়ের, সোনামুখী-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় হিমঘরগুলির সামনে আলুর বস্তা বোঝাই গাড়ির লম্বা লাইন। এদিকে শিলাবৃষ্টির জেরে জেলায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। ফলে বোরো ধানের শিস নষ্ট হতে বসেছে। শুধু বোরো চাষ নয়, একই সঙ্গে তরমুজ, সর্ষে, তিল-সহ তৈলবীজের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। খাতড়া মহকুমা কৃষি আধিকারিক বলেন, এই বৃষ্টির জেরে বোরো চাষের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তবে শিলাবৃষ্টির জন্য বেশ কিছু এলাকায় বড় ধরনের শিস নষ্ট হতে পারে। একই সঙ্গে কিছু এলাকায় তরমুজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।সূত্রের খবর, বাঁকুড়ায় এবার মোট ৫৬ হাজার ৬০০ হেক্টরের কাছাকাছি আলুর চাষ হয়েছিল। যার মধ্যে প্রায় কমবেশি ৪৫ শতাংশ আলু উঠে গিয়েছে। তবে বেশ কিছু আলু এখনও মাঠেই পড়ে। চাষিরা দাম বাড়ার আশায় ছিলেন। এবার শুরু থেকেই নতুন আলুর দাম নিয়ে চাষিদের মধ্যে নানা অভিযোগ

রয়েছে। প্রথমদিকে আলুর দাম তলানিতে থাকায় মাঠ থেকে আলু তুলতে অনেক চাষির অনীহা ছিল। পর্যায়ক্রমে দাম একটু একটু করে চড়তে শুরু করেছে। তবে দাম আশানুরূপ না হওয়ায় অপেক্ষায় ছিলেন আলু চাষিদের একাংশ। বেশকিছু এলাকায় অনেকে মাঠ থেকেই ব্যবসায়ীদের আলু বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন আলুর দাম ৮২০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। চাষিদের অনেকেই জানাচ্ছেন, ফলন ভাল হওয়ার জন্য এই দামে চাষের খরচ উঠে যাবে। তবে লাভ খুব একটা বেশি হবে না। এসবের মধ্যেই আচমকা আবহাওয়া পরিবর্তনে মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে আলু চাষিদের। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বাঁকুড়া জেলার আবহাওয়া পরিবর্তিত হতে শুরু করে। ক্রমে বাঁকুড়ার আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। এই পরিস্থিতিতে আর দেরি না করে জমি থেকে আলু তুলতে শুরু করে দিয়েছেন আলু চাষিরা। চলতি বছর হিমঘরগুলিতে আলু সংরক্ষণ নিয়ে কড়া নজরদারি রয়েছে।বাঁকুড়ার রাধানগর গ্রামের আলু চাষি রবীন দত্ত বলেন, জমিতে জল জমে যাওয়ায় আলু তোলা আরও পিছিয়ে যাবে। তবে খুব বেশি বিলম্ব হলে জমিতেই আলু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। এদিন হিমঘরগুলির সামনে আলুর বস্তা ভর্তি সার দেওয়া গাড়ির লাইন পড়ে যায়। বড় চাষিরা ট্রাক, ট্রাক্টর ও ছোট চাষিরা টোটোয় করেও আলু সংরক্ষণের জন্য হিমঘরে নিয়ে আসেন। জেলা হিমঘর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, একসঙ্গে সব চাষিরা গাড়ি করে চলে নিয়ে আসায় হিমঘরে আলু নামাতে দেরি হচ্ছে। ফলে হিমঘরগুলির সামনে আলু বোঝাই গাড়ির লাইন পড়ে যাচ্ছে। এদিকে, শিলাবৃষ্টির জেরে অনেক জমির বোরো ধানের শীষ ঝরে পড়ে এদিন। খাতড়ার চাষি প্রবীর মাহাতো বলেন, প্রায় ১০ বিঘা জমিতে এবার তরমুজ চাষ করেছি। শিলাবৃষ্টির জেরে তরমুজের ক্ষতি হয়েছে। জেলা উপকৃষি অধিকর্তা দেব কুমার সরকার জানালেন, বাঁকুড়ায় মোট আলু চাষ হয়েছে ৫৬ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে। তার মধ্যে ১৬ হাজার ৬০০ হেক্টর জলদির আলু। ১৭ শতাংশ আলু জমি থেকে তুলে নিয়েছেন কৃষকরা। বাকি যে আলু রয়েছে তা তুলতে সমস্যা হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তেমন।

বাণিজ্যচুক্তির পর পাকিস্তানের উপর চাপানো শুল্ক কমাল আমেরিকা

১ আগস্ট ঃ বাণিজ্যচুক্তি করার পর এবার পাকিস্তানের উপর চাপানো শুল্কের পরিমাণও কমিয়ে দিল

আমেরিকা। কিন্তু ভারতের উপর এখনও ২৫ শতাংশ শুল্ক বহাল থাকছে। শুক্রবার থেকে কার্যকর হচ্ছে নয়া শুল্কহার। ভারত ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি দেশেও নতুন করে শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

নতুন এক্সিকিউটিভ অর্ডার সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে বলা হয়, 'একাধিক দেশের সঙ্গে দর কষাকষি হলেও বাণিজ্যিক বৈষম্য ঘোচানো যায়নি। আমেরিকার আর্থিক এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক হতে পারেনি তারা।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মার্কিন কর্তা জানান, আগামী দিনে আরও বেশ কয়েকটি বাণিজ্যচুক্তি করতে চলেছে আমেরিকা। কিন্তু সেই তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে কিনা তা জানা যায়নি।এদিনের ঘোষণা অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে ভারতকে ২৫ শতাংশ শুল্ক গুণতে হবে। সিরিয়াকে ৪১ শতাংশ, ব্রাজিলকে ৫০ শতাংশ, সুইজারল্যান্ডকে ৩৯, তাইওয়ানকে ২০ শতাংশ কর দিতে হবে। কিন্তু পাকিস্তানের শুল্ক ২৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াল ১৯ শতাংশে। প্রসঙ্গত, ভারতের উপর শুল্ক চাপিয়েই পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সেরে ফেলে আমেরিকা। ট্রাম্প জানান, পাকিস্তানে যে তেলের ভাণ্ডার রয়েছে তার উন্নতিসাধনের জন্য দু'দেশ একসঙ্গে কাজ করবে।

উল্লেখ্য, বুধবার ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ১ আগস্ট থেকে নতুন শুল্কহার কার্যকর হবে। ট্রাম্প সাফ জানিয়ে দেন, রাশিয়া থেকে কমদামি তেল কেনার ' হিসাবেই ভারতকে এই অতিরিক্ত শুল্ক গুণতে হচ্ছে। ট্রাম্পের এই শুল্কবাণের পালটা বিবৃতি দেয় ভারতও। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সমস্ত রকম পদক্ষেপ করবে সরকার।

আমবাসায় রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

আমবাসা (ত্রিপুরা), ১ আগস্ট ঃ আবারও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ করলেন জনগণ। ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার নাইল্লাহাবাড়ি এলাকায় রায়পাশা গ্রামের বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধে শামিল হন শুক্রবার।

অবরোধকারীরা জানান, নাইলাহাবাড়ির রায়পাশা গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে আছে। এই রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য। বহুবার আধিকারিক সহ শাসক দলের নেতৃত্বদের জানিয়েও রাস্তাটি সংস্কার হয়নি। ফলে এলাকার মহিলারা শুক্রবার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন। অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কের দু'পাশে শত শত গাড়ি আটকে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় আমবাসা থানার পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। আধিকারিকরা কথা বলেন অবরোধকারীদের সাথে। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। তারপর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে।

বন্যার প্রকোপে বিপর্যস্ত চিন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ৬০!

১ আগস্ট ঃ ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে চিনের বন্যা। একটানা ঝড়বৃষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬০ জনের। কেবল বেজিংয়েই গত সপ্তাহ থেকে ধরলে ৪৪ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। বহু বছরের মধ্যে চিনকে এমনভাবে প্রকৃতির চোখরাঙানির মুখে পড়তে হয়নি বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তর চিনের বন্যায় যে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি বেজিংয়ের শহরতলিতে অবস্থিত এক বৃদ্ধাবাসের বাসিন্দা। এদিকে হেবেই প্রদেশে অন্তত ৩১ জনের খোঁজ মিলছে না। একটানা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার নেমেছে ১৩৬টি গ্রামে। উদ্ধারকারী দল হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আটকে পড়া লোকজনকে বের করে আনছেন বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, বছরের এই সময়টায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয় বেজিংয়ে। ২০১২ সালের জুলাই মাসে বন্যায় ৭৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যেটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। বেজিংয়ে এবং চিনের অন্য প্রদেশে দুর্যোগ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-সহ সমস্ত জরুরি বিভাগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার অঙ্গীকার কার্নির, চাপে ইজরায়েল

১ আগস্ট ঃ গাজায় ইজরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ না হলে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে কানাডা। এমনটাই ঘোষণা করলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। এর আগে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তরফে জানানো হয়েছিল, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হলে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্জাদা দেবে তারা। এবার সেই পথে হাঁটারই ইঙ্গিত দিল কানাডা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কার্নি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরাতে আমরা সব সময়তেই দ্বি-রাষ্ট্র তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমরা চাই ইজরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন এবং সার্বভৌম প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রও অবস্থান করুক। তাই ইজরায়েল যদি গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না করে, তাহলে সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে কানাডা। তিনি আরও বলেন, প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তাঁর প্রশাসন ২০২৬ সালে দীর্ঘ বিলম্বিত নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবে এবং সেখানে হামাসের কোনও ভূমিকা থাকবে না। গাজার মাটিতে যেভাবে নৃশংসতা শুরু করেছে তাতে বিরক্ত ফ্রান্সও এবং ব্রিটেনও। সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আমজনতাকে বাঁচানো দরকার। তাই আগামী সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় গাজাকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করবে ফ্রান্স।' অন্যদিকে, গত মঙ্গলবার ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার জানান, উপযুক্ত পদক্ষেপ না নেওয়া হলে সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে ব্রিটেন। তবে এক্ষেত্রে হামাসকেও শর্ত দেওয়া হয়েছে ব্রিটেনের তরফে। জানানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে ৭ অক্টোবরে পণবন্দিদের মুক্তি, যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি ও অস্ত্রত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে হামাসকে। একইসঙ্গে তাদের জানাতে হবে, গাজার শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। এদিকে আমেরিকা ও ইজরায়েলের বেঁধে দেওয়া যুদ্ধবিরতির শর্ত মানতে রাজি হয়নি হামাস। সূত্রের খবর, হামাসের দাবি ছিল তেল আভিভের স্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি ছাড়া একতরফাভাবে সমস্ত ইজরায়েলি পণবন্দিকে মুক্তি দিতে রাজি নয় তারা। হামাসের অভিযোগ, ইজরায়েলকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মদত দিচ্ছে আমেরিকাই। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার ফ্রান্স ও ব্রিটেন পর প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়াল কানাডাও।

চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কে ধস, ব্যাহত যান চলাচল

মানালি, ১ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের পান্ডোহ বাঁধের কাছে মান্ডিতে ধস নেমেছে। এর ফলে চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মান্ডির পুলিশ সুপার সাক্ষী ভার্মা জানান, বৃহস্পতিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টিপাতের জেরে এমন হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাস্তার উপরে পড়া মাটি, পাথর সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে মান্ডি জেলার পান্ডোহতে কাইঞ্চি মোড়ের কাছে চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কে মান্ডি ও কুল্লুর মধ্যে ভূমিধসের ফলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ভূমিধসের ঘটনায় রাস্তার ক্ষতি হয়েছে, চলাচলের অনুপযোগী হয়ে গেছে ওই রাস্তা। মান্ডি পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে মেরামতে যথেষ্ট সময় লাগতে পারে। ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শুক্রবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ বিহারে, শুরু তোড়জোড়

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট ঃ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এর মধ্যেই শুক্রবার বিহারে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাতে ওই খসড়া তালিকা তুলে দেওয়া হবে। কারও নাম জুড়তে হলে বা কারও নাম ওই তালিকা থেকে বাদ দিতে হলে কী নিয়ম মানতে হবে, তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, শুধু রাজনৈতিক দলগুলি নয়, যে কোনও সাধারণ ভোটার এই তালিকা পরিবর্তনের আবেদন জানাতে পারবেন। জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, বিহারের ৩৮টি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও)-রা সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে এই তালিকার হার্ড এবং ডিজিটাল কপি প্রদান করবেন। ১ অগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুপস্থিত যোগ্য ভোটারের নাম যোগ করার জন্য, অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য অথবা খসড়া ভোটার তালিকায় যে কোনও সংশোধন করার জন্য যে কোনও বিধানসভা এলাকার যে কোনও ভোটার বা যে কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল দাবি বা আপত্তি জানাতে পারবে। এই অভিযোগ নিষ্পত্তি করবেন বিহারের প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এবং ২৪৩ জন নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও)।

মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত বেড়েছে ভারতীয়-সহ বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা

ওয়াশিংটন, ১ আগস্ট ঃ কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। শুক্রবার ' হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' সূত্রে এ খবর জানা গিরেছে। সূত্রের খবর, ২০১৩ সালে যেখানে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন প্রায় ১৫ লক্ষ জন, প্রতি বছর তা বাড়তে বাড়তে ২০১৯-এ হয় প্রায় ২৩ লক্ষ। কিন্তু কোভিডের জন্য ২০১৯-এ তা নেমে যায় ৫ লক্ষে। ২০২৩-এ সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২৩ লক্ষ। তার পরের হিসেব এখনও প্রকাশ করেনি ' হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'। তবে সূত্রের খবর, সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য বেড়েছে। ২০২৩-এ বিশ্বের নানা দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া পর্যটকের সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ কোটি ৮২ লক্ষ।

খারাপ আবহাওয়া, শুক্রবারও জম্মু থেকে গেল না অমরনাথ যাত্রীদের দল

জম্মু, ১ আগস্ট ঃজম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে শুক্রবারও কোনও অমরনাথ যাত্রীদের দল রওনা হয়নি। জম্মু-কাশ্মীরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার জম্মু থেকে কাশ্মীরগামী যাত্রিবাহী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, ১ আগস্ট দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য জম্মু থেকে অমরনাথ যাত্রা ফের স্থগিত রাখা হয়েছে। কাশ্মীরের দিকে আজ কোনও দল যেতে পারেনি। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত ৩.৯৩ লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ দর্শন করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় আছড়ে পড়ল মার্কিন যুদ্ধবিমান, দাউদাউ জ্বলছে এফ-৩৫

১ আগস্ট ঃ ফের বিমান দুর্ঘটনা। ক্যালিফোর্নিয়ায় নাভাল বিমানঘাঁটির কাছে আছড়ে পড়ল মার্কিন যুদ্ধবিমান এফ-৩৫! দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তে কোনও মতে বিমান থেকে বেরিয়ে আসেন পাইলট। গুরুতর আহত বিমান চালককে কপ্টারে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মার্কিন সেনার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিমানটি আমেরিকার নৌবাহিনীর। স্থানীয় সময় সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ সেটি লিমোর নাভাল বিমানঘাঁটির কাছে আছড়ে পড়ে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে দুর্ঘটনার পরের ছবি। যেখানে দেখা গিয়েছে, দাউদাউ করে জ্বলছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। যদিও পাইলট বিস্ফোরণের আগের মুহূর্তে বিমান থেকে বেরিয়ে আসায় গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তাঁকে এয়ারলিফ্ট করে দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগে ইটালির রাজপথে আছড়ে পড়েছিল একটি যুদ্ধবিমান। ওই দুর্ঘটনায় দুই বিমানযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। তার আগে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে যুদ্ধবিমান এফ-৭ ভেঙে পড়ে একটি স্কুলের উপরে। ওই দুই দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে ৩১ জনের। অধিকাংশই পড়ুয়া। তার আগে আহমেদাবাদের ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনায় যাত্রী, বিমানকর্মী-সহ ২৮১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সব মিলিয়ে আকাশ আতঙ্কে অব্যাহত গোটা পৃথিবীজুড়ে।

ভারতীয় রেলওয়েতে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিযেছে

গোরখপুর, ১ আগস্ট ঃ পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় দুটি পর্যায়ে সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েতে একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিযেছে, প্রথম পর্যায়ে ১ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৫ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৫। এই পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময়, রেলওয়ে স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, প্রচলন এলাকা এবং রেলপথের চারপাশে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বিশেষ করে আবর্জনা অপসারণের বিষয়ে বিশেষ অভিযান চালানো হবে।স্বচ্ছতা অভিযানের আওতায়, ১ থেকে ৩ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের পরিচ্ছন্নতার শপথ পাঠ করা হবে, যার আওতায় উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পরিচ্ছন্নতার শপথ পাঠ করানো হয়েছিল। রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারকে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন করার জন্য, স্বচ্ছ রেল, স্বচ্ছ ভারত স্লোগান নিয়ে সকালে স্বচ্ছতা রথ প্রভাত ফেরি বের করা হবে। রেলওয়ে কর্মী, স্কাউট-গাইডের সদস্য, এনজিও, সামাজিক সংগঠন এবং স্কুলের শিশুদের সহায়তায় পথনাটক আয়োজন করা হবে যাতে রেল যাত্রীসহ সাধারণ জনগণকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা যায়। রেলওয়ে কর্মীদের জন্য ENHM কর্মকর্তারা কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবেন।

আমেরিকার উপকূলেও আছড়ে পড়ল সুনামি, ভারতীয়দের জন্য চালু হেল্পলাইন

১ আগস্ট ঃ আশঙ্কা সত্যি করে জাপান, রাশিয়ার পর আমেরিকাতেও শুরু হয়ে গেল সুনামি। ক্যালিফর্নিয়া এবং হাওয়াই উপকূলে আছড়ে পড়ল প্রলয় ঢেউ। ইতিমধ্যেই সেখানকার উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাজানো হচ্ছে সাইরেনও। এই পরিস্থিতিতে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে ক্যালিফর্নিয়ার ভারতীয় দূতাবাস। পাশাপাশি, জারি করা হয়েছে অ্যাডভাইজারিও। জানা গিয়েছে, এদিন ক্যালিফর্নিয়ার অ্যারিনা কোভ উপকূলে অতিকায় ঢেউ আছড়ে পড়ে। যার উচ্চতা ছিল ১.৬ ফুট। এছাড়াও সুনামির কবলে পড়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রেসেন্ট সিটি এবং মন্টে রি। তবে আমেরিকার অন্যান্য উপকূলগুলিতেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আমেরিকার ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের তরফে বাসিঃদাদের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে ক্যালিফর্নিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফে ইতিমধ্যেই ভারতীয়দের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। সেটি হল ১-৪১৫-৪৮৩-৬৬২৯। পাশাপাশি, জারি করা হয়েছে একটি অ্যাডভাইজারিও। সেখানে বলা হয়েছে, ' প্রশাসন যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তা অবশ্যই মেনে চলুন, উপকূলীবর্তী এলাকা এড়িয়ে চলুন, বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলিতে চার্জ দিয়ে রাখুন এবং বাড়িতে জরুরি কিট মজুত রাখুন।প্রসঙ্গত, গত বুধবার সকালে ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে রাশিয়া। তারপরই রাশিয়ার পূর্ব উপকূলের কুরিল দ্বীপে এবং জাপানের হোক্কাইডো উপকূলবর্তী এলাকাতে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ। সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছে চিনের একাংশেও। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা অনুসারে, এই ভূমিকম্পের কেঃদ্রস্থল ছিল আভাচা উপসাগরের উপকূলীয় শহর পেট্রোপাভলভস্ক-কামচাটস্কির ১২৫ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে। প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৮ বলে জানালেও পরে তা ৮.৮ বলে জানানো হয়। ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১৯.৩ কিলোমিটার গভীরে।

অবসরপ্রাপ্ত মেট্রো কর্মীদের সংবর্ধনা জানালেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা,১ আগস্ট ঃ আজ অর্থা ০১.০৮.২০২৫ তারিখে, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি ১০৪ জন অবসরপ্রাপ্ত মেট্রো কর্মীকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। এই কর্মীদের মেট্রো রেলওয়ের গর্ব বলে অভিহিত করে জেনারেল ম্যানেজার মেট্রো রেলওয়ের উন্নয়নে তাদের সেরাটা দেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।এই অনুষ্ঠানে সকল ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

Name Change

I, Anupama Biswas (Old) wife of Samar Biswas, residing at Vill - Khidirpur Uttarpara,P.O.- Bethuadahari,P.S - Nakashipara ,Dist - Nadia,Pin - 741126 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anupama Biswas Mitra(New) as declared before the Notary Public(Govt of W.B) SL No. 54 at Krishnanagar, Nadia dated 28/07/2025. Anupama Biswas(Old) and Anupama Biswas Mitra(New) both are same and one identical person.

Name Change

I, shiben kr Biswas(Old) son of Late Tarapada Biswas, residing at Vill - Khidirpur Uttarpara,P.O. Bethuadahari,P.S - Nakashipara ,Dist - Nadia,Pin - 741126 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Shiben Biswas(New) as declared before the Notary Public(Govt of W.B) SL. No..52 at Krishnanagar, Nadia dated 28/07/2025. Shiben Kr Biswas(Old) and Shiben Biswas(New) both are same and one identical person.

Name Change

I, Murtaza Ali son of Julum Miya, residing at 14/15, Nando Ghosh Road, P.S-Golabari, Howrah – 711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Murtuza Ali as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/08/2025. Murtaza Ali and Murtuza Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Anil Kumar Sue S/o Late Kashinath Sue Residing at Vill+P.o - Mandra, P.s - Indus, District - Bankura, Pin - 722201, West Bengal India shall henceforth be known as Anil Sue. I declare that Anil Kumar Sue and Anil Sue is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

Name Change

I, Sankari Sue S/o Anil Sue Residing at Vill+P.o - Mandra, P.s - Indus, District - Bankura, Pin - 722201, West Bengal India shall henceforth be known as Shankari Sue. I declare that Sankari Sue and Shankari Sue is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 01-08-2025.

মুর্শিদাবাদের একাধিক ব্লকে বন্যা পরিস্থিতি, জেলায় এসে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন সুজিত বসু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নির্দেশে শুক্রবার সকালে বহরমপুর এসে পৌঁছান রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁর আজ মুর্শিদাবাদের বন্যা কবলিত বড়ঞা, ভরতপুর, সুতি এবং সামশেরগঞ্জের বেশ কিছু এলাকা পরিদর্শন করার কথা রয়েছে। আগামীকাল রাজ্যের দমকল মন্ত্রী মালদা জেলার বন্যা কবলিত কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে প্রবল বর্ষণের কারণে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা, খড়গ্রাম, ভরতপুর, সুতি সামশেরগঞ্জ সহ একাধিক ব্লকের প্রচুর গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। প্রশাসন সূত্রের খবর, বীরভূমের তিলপাড়া ব্যারেজ থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে কানা ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ ভেঙে ভরতপুরের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি দ্বারকা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে পদমকান্দি পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রাম। তিলপাড়া ব্যারেজ ছাড়াও বৈধরা ও ডেউচা জলাধার থেকেও বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ায় সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদীর জলের কারণে এবং এলাকা নিচু হওয়ায় সুতি এবং সামশেরগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। সুজিত বসু বলেন, 'গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাকে মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ডিভিসি এবং ম্যাসাঞ্জোর জলাধার থেকে মাত্রাতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে বড়ঞা বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে।' সুজিত বসু অভিযোগ করেন,' দিল্লি সরকার মানুষের সরকার নয়। বাংলা থেকে বলে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। দিল্লি সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই ডিভিসি এবং ম্যাসাঞ্জোর জলাধার দিকে বিপুল পরিমাণে জল ছেড়েছে। এর ফলে মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। বাংলার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে, বাংলাকে খাটো করে দেখানোর প্রবণতা দিল্লির সরকারের রয়েছে।' সামশেরগঞ্জে গঙ্গা নদীর ভাঙন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'দিল্লির অসহযোগিতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সীমিত ক্ষমতায় সামশেরগঞ্জের গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করছে। রাজ্যের সেচ দপ্তর যেমন মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাঙন রোধের কাজ করছে তেমনি আমরা ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানও দ্রুত রূপায়ণ করব।' মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়ঞা, খড়গ্রাম ভরতপুরে কয়েকটি অবৈধ বালি খাদান চলার অভিযোগ প্রসঙ্গে সুজিত বসু বলেন, 'রাজ্যে কোনও প্রান্তে অবৈধ বালি বা পাথর খাদান চলতে দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার এই সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন। ফের যদি কোথাও অবৈধভাবে এগুলো চালানোর চেষ্টা হয় রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ করবে।' অন্যদিকে আসন্ন দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যবাসীকে খুশির খবর দিয়ে সুজিত বসু বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দমকল দপ্তর বা পুরসভা পুজো কমিটিগুলোর কাছ থেকে কোনও 'ফি' নেবে না। এছাড়াও শারোদোৎসবের আগে রাজ্যে একাধিক দমকল কেন্দ্রও চালু হবে।'

পুণেতে গলা কাটা হল পরিযায়ীর, তৎপর পুলিশ-প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ আগস্ট ঃ পুণেতে পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু! বাংলায় কথা বলায় কি খুন? পরিবারের প্রশ্নে তৎপর জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। ইতিমধ্যেই সমস্ত সহায়তায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে পুলিস প্রশাসনও। ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু, পরিযায়ী শ্রমিক দীপুর দেহে ধারালো চিহ্ন দেখে সন্দেহ পরিবারের। ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে রুজি-রুটির সন্ধানে যাওয়া এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘিরে চরম ধোঁয়াশা ও আতঙ্ক। পুণেতে কাজ করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, শরীরে ধারালো অস্ত্রের চিহ্ন দেখে পরিবারের সন্দেহ- ঘটনাটি স্রেফ দুর্ঘটনা নয়, বরং পূর্বপরিকল্পিত খুন। মৃত শ্রমিকের নাম দীপু দাস (বয়স আনুমানিক ৩৫) জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি ফালাকাটা গোকুলভিটা গ্রামের বাসিন্দা দীপু দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। প্রায় দু'মাস আগে পুণেতে একটি নির্মাণ প্রকল্পে শ্রমিকের কাজে যোগ দেন। ঘটনার জটিলতা শুরু হয় সোমবার। ওইদিন দীপুর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায় ঠিকাদারের কাছে। এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আসে দুঃসংবাদ- দীপু নিজেও মারা গেছেন, দাবি করা হয় ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। কিন্তু এরপর যা ঘটে তা আরও বিভ্রান্তিকর। মঙ্গলবার রাতে পরিবারের কাছে আসে দীপুর মৃত্যুর ছবি। আর সেই ছবিতেই দীপুর গলায় স্পষ্ট ধারালো অস্ত্রের দাগ নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ দানা বাঁধে পরিবারে। দীপুর ভাইয়েরা জানিয়েছেন, 'ছবি দেখে মনে হচ্ছে ওর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক। এই অবস্থায় মায়ের মৃত্যুর পরে দাদার দেহ নিয়ে আসা সম্ভব নয়। সরকার যদি সাহায্য করে, আমাদের জন্য উপকার হবে।' আরও বিপাকে পড়েছে দীপুর পরিবার। একই দিনে মা ও দাদার মৃত্যু, সঙ্গে আর্থিক সঙ্কট- সব মিলে দিশেহারা তারা। দেহ আনার খরচ বহন করাও সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে পরিবার। এক এলাকাবাসী বলেন, 'ছবিতে দেখে মনে হচ্ছে কেউ গলা কেটে মেরে ফেলেছে। এই অবস্থায় দেহ আনতে পরিবারের সদস্যদের কেউই যেতে পারছে না।' এই প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুউদ্দিন আহমেদ জানান, যেভাবে আজকাল ভিন্ন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বাড়ছে, তাতে এই মৃত্যু সন্দেহজনক বলেই মনে হচ্ছে। পরিবারকে সবরকম সাহায্য করা হবে। দীপুর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ এবং শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের দাবি, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক এবং দেহটি দ্রুত ও নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক রাজ্য সরকার। এখন দেখার, প্রশাসন ও সরকারের তরফে কতটা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয় এই দুঃখজনক ও রহস্যজনক ঘটনায়।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৩ পুলিশ কর্মী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন ৩ পুলিশ কর্মী। স্থানীয়দের তৎপরতায় দ্রুততার সাথে তাদের নিকটবর্তী জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা এই তিন পুলিশ কর্মীর মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর বলে জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিকের নীল বাতি লাগানো একটি গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সুতির দিক থেকে জঙ্গিপুর পুলিশ লাইনের দিকে যাচ্ছিল। আহিরন হল্ট পার করে অজগর পাড়া মোড়ের কাছাকাছি আসতেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিল। হঠাৎই গাড়িটির পেছনের চাকা ফেটে যাওয়ায় ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি। ফলে গাড়িটি বেশ কিছুটি সামনের দিকে ছেঁচড়ে গিয়ে উল্টে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, এই দুর্ঘটনায় গাড়িতে চালক ছাড়াও দুজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। তাছাড়া গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন সহ একাধিক অংশের ক্ষতি হয়েছে।

Office of the Makalpur Gram Panchayat
Makalpur, Hooghly
NOTICE INVITING E-TENDER No.5/MGP/2025-26
The Prodhan, Makalpur Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total 14(Fourteen)Nos. different works. Last date of submission of Bid: **14.08.2025 at 17.00 Hrs.** Date of Opening(Technical) **18.08.2025 at 17.00 Hrs.** for details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Makalpur Gram Panchayat

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-05/25-26
For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 3(Three)Nos. different works. Document download starting from **29/07/2025 from 05.00 PM up to 06/08/2025 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **06/08/2025 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **08/08/2025 at 12.00 PM**. For details visit **website https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, the 11th day of August, 2025 at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2025, amongst other businesses.
Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. July 01, 2025 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2025.
For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata **Sangeeta Ghose**
Date : 01.08.2025 **Company Secretary**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-
NIQ NO. - 06/Q of 2025-26
N.W- Temporary security lighting arrangement, Hiring of DG Set at Midnapore Circuit House & Helipad at different site of Midnapore, Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on and from 04.08.2025 to 06.08.2025. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: **www.pwdwb.in** Last dt. application: **03.08.2025 upto 01.30 P.M.** Last dt. permission: **03.08.2025 upto 02.00 P.M**. Last dt. Of receiving quotation: **03.08.2025 upto 03.30 P.M.** Dt. of Opening: **03.08.2025 at 04.00 P.M.**
SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur Electrical Division,
P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ৩০.০৭.২০২৫, ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৫-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** i) এইএন/রানাঘাটের আওতাধীনে এসএসই/ওয়ার্কস/রানাঘাট-এর অধীনে শান্তিপুরে প্যানেল রুম, রিলে রুম, এস. এম চেম্বার, এল.সি গেট প্রভৃতির মেরামতি ও সংস্কারের ব্যবস্থা করার কাজ। ii) এইএন/রানাঘাটের আওতাধীনে এসএসই/ওয়ার্কস/রানাঘাটের অধীনে এলসি গেট রোড, স্টেশনের প্রবেশ পথের রাস্তা প্রভৃতির মেরামতি ও সংস্কারের ব্যবস্থা । **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৬,৯১,৯৩৩.১০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৩,৮০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ টিএন-১০৪-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** i) এইএন/রানাঘাটের আওতাধীনে এসএসই/ওয়ার্কস/ কৃষ্ণনগরের অধীনে বেথুয়াডহরি এবং কৃষ্ণনগরে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ প্যানেল রুম, রিলে রুম, পাম্প রুম, এসএম চেম্বার, এলসি গেট ইত্যাদির মেরামতি ও সংস্কারের ব্যবস্থা। ii) ইএন/রানাঘাটের আওতাধীনে এসএসই/ওয়ার্কস/কৃষ্ণনগরের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ কৃষ্ণনগর স্টেশনের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার মেরামতি ও সংস্কার সহ কৃষ্ণনগর, বাদকুল্লা, মুড়াগাছা, ধুবুলিয়া এবং বাহাদুরপুর স্টেশনের প্রবেশ পথ মেরামতি ও সংস্কারের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৩,৮১,০৮৩.২৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২২.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয় **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৬ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২২.০৮.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।
SDAH-140/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সিআইএনঃ **L70109WB1991PLC053562**
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ ১৪৯, বি.টি. রোড, কামারহাটি,
কলকাতা-৭০০ ০৫৮, ফোনঃ +৯১ ৭৫৯৫০৪৬৮১৩,
ইমেল আইডিঃ **investors@ntcind.com**, ওয়েবসাইটঃ **www.ntcind.com**
বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ৩০ **আগস্ট, ২০২৫ তারিখ শনিবার দুপুর ১২.৩০** (আইএসটি) তে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায় এবং সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে। সভার স্থানটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস হিসেবে গণ্য হবে, অর্থাৎ, ১৪৯, বি.টি. রোড, কামারহাটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৮।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে, যা ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এবং সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা হয়েছে। SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/ P/CIR/2023/167 তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কোম্পানিটি VC/ OAVM এর মাধ্যমে তার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করছে, যাতে AGM আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একটি সাধারণ স্থানে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যরা VC/ OAVM এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন অথবা **www.evoting.nsdl.com** ওয়েবসাইটে তাদের লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে সরাসরি ওয়েব কাস্ট দেখতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের জন্য VC সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে।
উপরোক্ত বিষয়গুলি মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('RTA') কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ntcind.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ BSE-এর **https:/ / www.bseindia.com** এবং **CSE**-এর ওয়েবসাইট **www.cse-india.com**-এ পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/ OAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। VC/ OAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া আছে।
ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিঃ
কোম্পানিটি তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়ে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করবে। বার্ষিক সাধারণ সভার সময়য় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি শেয়ারহোল্ডারদের ইমেলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।
কোম্পানিটি ভিসি-র মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ফিজিক্যাল মোডে, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং / ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লেখিত সমস্ত নথি কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে উপলব্ধ করা হবে, বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত এবং তারিখ সহ কোনও ফি প্রদান ছাড়াই। এই ধরনের নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাদের নাম, ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি এবং তাদের প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে **investors@ntcind.com** এ ইমেল পাঠাতে পারেন।
ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
যেসব সদস্যের শেয়ারের মালিকানায় তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ আরটিএ-তে নিবন্ধন করা হয়নি, তারা নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যান করা কপি **investors@ntcind.com** অথবা **nichetechpl@nichetechpl.com** ইমেল ঠিকানায় প্রেরণ করে ডাক ব্যালটের নোটিশ এবং/ অথবা ডাক ব্যালটের লগইন বিশদ পেতে পারেনঃ
ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি এবং
গ. কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি।
ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / হালনাগাদ করেননি, তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/ হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে।
কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com** এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (ক্সবক্সণ) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ অথবা ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এ কল করে **evoting@nsdl.com** এ সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মাত্রেকে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
বোর্ড ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের অনুমোদনের জন্য কোনও লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের যেকোনো ক্ষেত্রে তাদের ব্যাঙ্কের বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তথ্যটি ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ঘোষণার সময় ব্যবহার করা যেতে পারে।
এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
তানিয়া বনসাল
কোম্পানি সচিব
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২রা আগস্ট, ২০২৫

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ (জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২২৩- ২০২৫-২৬-আর, কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণমুক্ত আর্থিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৭,০৩,৩৮০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৩,৫০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৫০- ২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহের ওপর ইন্টারলকড লেভেল ক্রশিং গেটে এটি পাওয়ার এবং আরডিএসও অটো চেঞ্জওভার প্যানেলের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৮,৮৭,৭৯৯ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৭,৮০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১২৬০- ২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহের বি.আর সিং হাসপাতালে এমআরআই মেশিন চালু করার সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,১৭,০০০ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ১৮,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্রম নং ১-এর জন্য ৮ মাস, ক্র. নং ২ ও ৩-এর জন্য ৯ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোর পর। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০৮.২০২৫। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
SDAH-144/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

E-Tender Notice
Online bids are invited for the year 2025-26 from the bonafied contractors for listed work under 15th.F.C (Tied) and (Untied) & SBM (G) in respect of **NIT no-201/SUSU/ 2025, Dated-28.07.2025.** Last date of paper submission on **08.08.2025** for detail information contact to the undersigned.
Prodhan
Susunia Gram Panchayet

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS
BUNIADPUR MUNICIPALITY
P.O. Buniadpur, Dist.-Dakshin Dinajpure, Pin:733121
email ID: sulm.buniyadpur@gmail.com/ buniadpurmunicipality@gmail.com
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in NIT No.
1175/BPM/N-190/2025, Dated-31/07/2025,
1176/BPM/N-191/2025, Dated-31/07/2025,
1177/BPM/N-192/2025, Dated-31/07/2025,
1178/BPM/N-194/2025, Dated-31/07/2025,
(**Closing date-19/08/2025, 11.55 Hrs.**
For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.
SD/-
Chairperson
Buniadpur Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: (1) 503/MM/ NIeT/2025-26, Dated: 31-07-2025 (2) 504/MM/NIeT/2025-26, Dated: 01-08-2025 & (NIeQ) No: 505/MM/ NIeQ/2025-26 Dated: 01-08-2025.** The last date for online submission of tender is **[20-08-2025 (Wednesday) for NIeQ-505] 27-08-2025 for up to 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Indrajit Dhar,
Chairman,
Murshidabad Municipality

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI : PASCHIM MEDINIPUR
Tender for- "Supply fitting fixing of 45 watt. LED Street light from Ghughudanga Kali Mandir to Kethia Chatal and Halderdighi to Kashi Ganga and Kadam Kundu to ward-09 via Telibazar canel for existing 9 mtrs tubular poles covering wards 1,2,3,6,7,8,9 & 10 for beautification work with in Khirpai Municipality area" eNIT No:- WBMAD/KM/CM/ 25-26/NIT-6. Last date of Submitting Bid:-25-08-2025 up to 06:00 PM. For details visit at **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Khirpai Municipality

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-02/2025-26
Separate Tenders are invited by the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division on behalf of the Governor of West Bengal from eligible & resourceful contractors having sufficient credential and financial capability for execution of similar nature of work. 1. Amount Put to Tender Rs. 10,47,532.00(Mechanical) Bid submission end date: **11-08-2025 up to 13:0O Hrs**. Detailed information regarding the **SNIT No.-WBIW/EE/KMD/SNIT-02/ 2025-26** will be available in the Website: **www.wbiwd.gov.in** & Office Notice Board.
Sd/- Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division,
Khatra, Bankura.

Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra PS: Purulia (M) Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 05/2025-26/CDGP dated-30/07/2025
e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: **01/08/2025 to 08/08/2025** ii) Last date of submission tender documents: on or before **08/08/2025 upto 3.00 pm**. iii) Date of opening of technical bid: on **11/08/2025 (at 11.00AM onwards).**
For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.
Sd/-
Pradhan
Chharra-DumdumiGram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি
আমি উমা মণ্ডল, স্বামী - প্রভু মণ্ডল, গ্রাম-মীরপাড়া রোড, পোঃ ভট্টনগর, জেলা-হাওড়ার বাসিন্দা হইতেছি। চামরাইল মৌজায় ৮৩০ নং- দলিল মূলে (উষাবালা সর্দার ও সরলা বালা নস্করের) নিকট হইতে ৩৮৩৪ নং দাগে ০.০০৪৭ একর ও ০.০০৪৬ মোট ০.০০৯৩ একর ১২।০৭।১৬ তারিখে ৪৩৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সমীর কুমার বিশ্বাসের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি। এবং MM/2025/0503/7058 কেস নং এবিষয়ে আপত্তি থাকলে বিএল এণ্ড এলআরও বালি জগাছা অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য হইবে।

Short Notice Inviting Tender
SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No-WBIW/EE/MEMD/SNIT-06/ 2025-26** for Emergent restoration of under sluice at Jora Bridge, Balurghat. Last date of application **04/ 08/2025 up to 16:00 Hrs. & Dropping 05/08/2025 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in**.
Sd/-Executive Engineer
Mayurakshi E & M
Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427
এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 04.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।
HOOGHLY DISTRICT-ARAMBAG: 4048000001, 4048000035, 4048000036, 4048000056, 4048000060, 4048000082, 4048000091, 4048000092, 4048000105, 4048000112, 4048000118, 4048000132, 4048000140, 4048000167, 4048000172, 4048000176, 4048000193, 404802013, 404802069, 404802107, 404802126, 404802164, 404802170, 404802176, 404802219, 404802233, 404802237, 404802257, 404802355, 404802374, 404802424, 404802429, 404802455, 404802459, 404802482, 404802587, 404802595, 404802682, 404802683, 404802687, 404802693, 404802698, 404802706, 404802711, 404802743, 404802785, 404802788, 404802790, 404802799, 404802814, 404802824, 404802831, 404802862, 404802920, 404802922, 404802929, 404802933. **BANDEL:** 4186000007, 4186000011, 4186000028, 4186000056, 4186000064, 4186000065, 4186000068, 4186000074, 4186000077, 4186000122, 4186000140, 4186000148, 4186000150, 4186000151, 4186000152, 4186000153, 4186000157, 4186000169, 4186000192, 4186000201, 4186000202, 4186000213, 4186000226, 4186000240, 418602073, 418602086, 418602096, 418602106, 418602119, 418602122, 418602144, 418602160, 418602164, 418602170, 418602185, 418602193, 418602224, 418602232, 418602253, 418602255, 418602291, 418602335, 418602339, 418602340, 418602345, 418602362, 418602394, 418602395, 418602404, 418602405, 418602427, 418602430, 418602432, 418602441, 418602444, 418602450, 418602458, 418602463, 418602467, 418602482, 418602484, 418602498, 418602499, 418602519, 418602531, 418602545, 418602555, 418602585, 418602591, 418602604, 418602609, 418602611, 418602644, 418602645, 418602657, 418602667, 418602670, 418602684, 418602685, 418602700, 418602709, 418602723, 418602725, 418602729, 418602732, 418602755, 418602761, 418602777, 418602783, 418602784, 418602811, 418602823, 418602875, 418602876, 418602892, 418602904, 418602978, 418602982, 418602987, 418602990, 418602992, 418602996, 418603014, 418603017, 418603084, 418603106, 418603115, 418603119, 418603122, 418603132, 418603150, 418603154, 418603175, 418603196, 418603205, 418603212, 418603217, 418603231, 418603241, 418603265. **CHANDANNAGAR:** 4161000016, 4161000036, 4161000047, 4161000053, 4161000096, 4161000101, 4161000111, 4161000118, 4161000123, 4161000129, 4161000130, 4161000134, 4161000140, 4161000141, 4161000143, 4161000146, 4161000149, 4161000151, 4161000170, 4161000171, 4161000179, 4161000181, 4161000185, 4161000191, 4161000198, 4161000202, 4161000205, 4161000222, 4161000237, 4161000272, 4161000296, 4161000307, 4161000413, 416102967, 416102983, 416103017, 416103044, 416103056, 416103081, 416103093, 416103104, 416103106, 416103126, 416103137, 416103156, 416103158, 416103166, 416103177, 416103211, 416103279, 416103287, 416103315, 416103319, 416103335, 416103404, 416103420, 416103434, 416103449, 416103452, 416103527, 416103533, 416103578, 416103633, 416103650, 416103659, 416103660, 416103717, 416103761, 416103788, 416103804, 416103808, 416103844, 416103875, 416103881, 416103910, 416103922, 416103924, 416103935, 416103939, [illegible] 238603578, 238603629, 238603630, 238603645, 238603654, 238603667, 238603669, 238603689, 238603691, 238603711, 238603742, 238603743, 238603749, 238603750, 238603753, 238603755, 238603759, 238603763, 238603821, 238603830, 238603848, 238603859, 238603896, 238603899, 238603901, 238603908, 238603917, 238603924, 238603933, 238603944, 238603950, 238603951, 238603953, 238603961, 238603975, 238603996, 238604009, 238604015, 238604018, 238604021, 238604032, 238604047, 238604068, 238604076, 238604077, 238604086, 238604088, 238604102, 238604104, 238604108, 238604120, 238604135, 238604141, 238604145, 238604148, 238604163, 238604174, 238604196, 238604201, 238604218, 238604225, 238604227, 238604236, 238604258, 238604274, 238604287. **SERAMPORE-MAHESH:** 2830001723, 2830001738, 2830001750, 2830001757, 2830001783, 2830001802, 2830001817, 2830001822, 2830001829, 2830001832, 2830001851, 2830001852, 2830001868, 2830001871, 2830001905, 2830001933, 2830001937, 2830001943, 2830001949, 2830001957, 2830001961, 2830001972, 2830001982, 2830001990, 2830001997, 2830002005, 2830002012, 2830002013, 2830002016, 2830002017, 2830002019, 2830002020, 2830002028, 2830002049, 2830002066, 2830002092, 2830002110, 2830002115, 2830002118, 2830002132, 2830002133, 2830002143, 2830002148, 2830002154, 2830002159, 2830002169, 2830002187, 2830002191, 2830002194, 2830002218, 2830002254, 2830002255, 2830002278, 2830002294, 2830002303, 2830002336, 2830002361, 2830002363, 2830002377, 2830002378, 2830002380, 2830002421, 2830002423, 2830002428, 2830002433, 2830002443, 2830002449, 2830002451, 2830002468, 2830002492, 2830002499, 2830002503, 2830002508, 2830002530, 2830002551, 2830002554, 2830002558, 2830002560, 2830002582, 2830002584, 2830002587, 2830002590, 283001560, 283001588, 283001631, 283001637, 283001705, 283001729, 283001731, 283001748, 283001751, 283001792, 283001861, 283001885, 283001895, 283001929, 283001940, 283001984, 283001991, 283002031, 283002044, 283002107, 283002115, 283002126, 283002133, 283002143, 283002166, 283002169, 283002177, 283002194, 283002206, 283002237, 283002252, 283002272, 283002279, 283002289, 283002368, 283002414, 283002459, F28813. **SHEORAPHULI:** 4073000002, 4073000005, 4073000044, 4073000046, 4073000056, 4073000095, 4073000096, 4073000114, 4073000126, 4073000129, 4073000175, 4073000213, 4073000237, 4073000379, 4073000509, 407302118, 407302157, 407302225, 407302254, 407302300, 407302351, 407302384, 407302387, 407302416, 407302444, 407302464, 407302501, 407302536, 407302566, 407302571, 407302615, 407302640, 407302652, 407302663, 407302678, 407302689, 407302697, 407302869, 407302880, 407302892, 407302945, 407302956, 407302961, 407302967, 407303023, 407303045, 407303049, 407303057, 407303061, 407303065, 407303068, 407303074, 407303075, 407303081, 407303083, 407303091, 407303092, 407303099, 407303107, 407303108, 407303111, 407303116, 407303129, 407303149, 407303168.
নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 17.09.2025 at 10.00 am at **SERAMPORE-MAHESH:** Ground Floor, Sourav Appartment, 47, Nilmony Ghosh Lane, Serampore Mahesh, Oppositebig Bazar Serampore Mahesh, Serampore, West Bengal - 712202 এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

ডায়ানা টি কোম্পানী লিমিটেড
CIN: L15495WB1911PLC002275
নিবন্ধিত অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) - ৪০৬৬ ১৫৯০.৯৩ ফ্যাক্সঃ (০৩৩)- ২২৪৮ ৭৫৭১
ইমেলঃ **contactus@dianatea.in** ওয়েবসাইটঃ **www.dianatea.in**
১১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং
ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্য
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ডায়ানা টি কোম্পানী লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ১১৪তম (একশত চৌদ্দ) বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM বা সভা) ২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সোমবার, বিকাল ৩.০০ টায় (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) অনুষ্ঠিত হবে যাতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে (বিজ্ঞপ্তি) উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনা করা যায়। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক তাদের ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/ ২০২০, ৫ মে, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ২০ / ২০২০, ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/ ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ১১১২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ (এরপরে, সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), যা SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 এর সাথে পঠিত হবে, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 এবং SEBI/HO/CFD-CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে (এরপরে, সম্মিলিতভাবে SEBI সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানিগুলিকে VC বা OAVM এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে, উল্লিখিত সার্কুলার এবং কোম্পানি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান মেনে, ২০১৩ (সংশোধিত) (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত SEBI (তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (SEBI তালিকাভুক্তি প্রবিধান)।
উক্ত সার্কুলার অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী সহ, কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী। নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in-এ 'বিনিয়োগকারী সম্পর্ক' শিরোনামে এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে। যে সদস্যরা এটি পান না, তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন অথবা **contactus@dianatea.in**-এ কোম্পানি সচিবকে অথবা **mdpldc@yahoo.com**-এ কোম্পানির **RTA**-কে লিখিতভাবে এর একটি অনুলিপি পেতে পারেন। নোটিশটি **CDSL** ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও পাওয়া যাবে।
সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যেঃ
১) কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, সংশোধিত এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার্থে কোম্পানি CDSL এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী নোটিশের সাথে দেওয়া হয়েছে।
২) নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। যে সকল সদস্যের নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেষ তারিখে তালিকাভুক্ত থাকবে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কোনও সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবনা (গুলি) তে ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২২ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা ১ টা) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা ১ টা) পর্যন্ত শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এরপর ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সদস্য নন, তাদের কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি বিবেচনা করা উচিত।
৩) বার্ষিক সাধারণ সভায়ও ই-ভোটিং সুবিধা উপলব্ধ করা হবে। এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা রিমোট ই- ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা **www.evotingindia.com** এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
যেসব সদস্যরা এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তারা ভিসি বা ওএভিএম এর মাধ্যমেও এজিএমে যোগ দিতে পারবেন, তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় তাদের ভোটদানের অধিকার পাবেন না।
৪) নোটিশ প্রেরণের পরে কিন্তু ১৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের শেষ তারিখের আগে যারা শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তারা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিং এর জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
যারা ইতিমধ্যেই সিডিএসএলে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য নিবন্ধিত, তারা ই-ভোটিং এর জন্য তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
৫) নোটিশ এবং তার ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লেখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত কোনও ফি প্রদান ছাড়াই উপলব্ধ করা হবে। পরিদর্শনে ইচ্ছুক সদস্যরা তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে **contactus@dianatea.in** ঠিকানায় তাদের নাম এবং ফোলিও নম্বর / ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
৬) **CDSL** ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা **www.evotingindia.com**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (**FAQs**) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে উল্লেখ করতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৮০০-২১-০৯৯১১। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারে! (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩-এর ঠিকানায় পাঠাতে পারেন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ১৮০০-২১-০৯৯১১ নম্বরে কল করতে পারেন।
এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ধারা ৯১ এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃলজেন্সির জন্য বিশেষ উইন্ডো-
ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড তাদের SEBI সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/ P/CIR/2025/97 তারিখ ০২ জুলাই, ২০২৫ এর মাধ্যমে, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া এবং নথি / প্রক্রিয়া / অন্যথায় ঘাটতির কারণে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত / অনুপস্থিত থাকা ট্রান্সফার ডিড পুনঃলজেন্সির জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য আরও একটি সুযোগ দিয়েছে। হস্তান্তরের জন্য পুনঃলজেন্সির জন্য জমা দেওয়া সিকিউরিটিজ (তারিখ অনুযায়ী কোম্পানি / রেজিস্ট্রারের কাছে বিচারাধীন অনুরোধগুলি সহ) শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে জারি করা হবে। সদস্যদের ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃলজেন্সির জন্য বিশেষ উইন্ডোটি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যেকোনো সহায়তার জন্য, সদস্যরা **contactus@dianatea.in** ইমেল ঠিকানায় কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **mdpldc@yahoo.com** ইমেল ঠিকানায় নিবন্ধন করতে পারেন।
ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. A40824
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১ আগস্ট, ২০২৫

লাল-হলুদের গর্বে রাঙল '১ আগস্ট', উদযাপিত হল ইস্টবেঙ্গল দিবস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ ১ আগস্ট প্রথাগত রীতি মেনে, যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উসবের আবহে পালিত হল ইস্টবেঙ্গলের ১০৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সকাল থেকেই লাল-হলুদের তাঁবু ও মাঠজুড়ে ছিল উৎসবের চেহারা। শতাধিক সমর্থক, প্রাক্তন ও বর্তমান খেলোয়াড়, কর্মকর্তারা মিলিত হয়ে স্মরণ করলেন ক্লাবের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাস। সকালের প্রথম কর্মসূচি হিসেবে সকাল ১১.৩০টায় ক্লাব তাঁবুতে ক্লাবের তিন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ বসু এবং ডাঃ রমেশ (নশা) সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন ক্লাব সভাপতি মুরারি লাল লোহিয়া, সাধারণ সম্পাদক রূপক সাহা, লাল-হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সদস্যারা। অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলের শিক্ষার্থীদেরও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এরপর ক্লাব প্রাঙ্গণে উত্তোলন করা হয় ক্লাবের পতাকা। লাল-হলুদ বেলুন উড়িয়ে সম্পূর্ণ ক্লাব মাঠকে উৎসবমুখর করে তোলা হয়। এদিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশাল কেক কেটে ক্লাবের ১০৬ বছরের যাত্রা উদযাপন করা। শতাব্দী পেরনো ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ক্লাব তাঁবু ভরে উঠেছিল সমর্থক ও সদস্যদের উচ্ছ্বাসে। বিকেলবেলায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় 'ইস্টবেঙ্গল দিবস' অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য। পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন বিভাগে ক্লাবের কৃতী ক্রীড়াবিদ, কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম সহ একাধিক প্রাক্তন তারকা লাল-হলুদ ফুটবলার ও বিশিষ্টজনেরা। এবছরের 'ভারত গৌরব' সম্মানে ভূষিত হন দেশের প্রাক্তন হকি অধিনায়ক পি আর শ্রীজেশ। বিদেশে অবস্থান করায়, ডঃ রমেশচন্দ্র সেন স্মৃতি জীবনকৃতি সম্মানপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্রের হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সাংবাদিকতা জগতে অবদানের জন্য 'বোমকেশ বসু স্মৃতি সম্মান' পান বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক মিহির বসু। পুরুষ ও মহিলা ফুটবলে বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান দেওয়া হবে যথাক্রমে সৌভিক চক্রবর্তী ও সৌম্যা গুগুলথ। এছাড়া প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার হিসেবে সম্মানন পিভি বিষ্ণু। বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন কণিষ্ক শেঠ। 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মানে ভূষিত করা হয় মহিলা দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড় সঙ্গীতা বাসফোরকে। এছাড়াও সম্মান জানানোর কথা হয় কোচ সঞ্জয় সেন, লাল-হলুদ মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ, দুই রেফারি করুণা চক্রবর্তী ও কার্তিক ইন্দু, ক্লাব সমর্থক ননীগোপাল বণিক ও মন্টু সাহা এবং দাবাড়ু আরণ্যক ঘোষকে। এবারের প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশেষ গুরুত্ব হল ১৯৭৫ সালের ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয়, ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে।

১৭ কেজি ওজন ঝরিয়েই স্কোয়াডে সরফরাজ, রয়েছেন শ্রেয়স পৃথ্বী ব্রাত্যই

মুম্বই, ১ আগস্টঃ ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ পাননি। অথচ মনে করা হয়েছিল, রোহিত-বিরাটের টেস্ট থেকে অবসরে জায়গা পাকা হবে সরফরাজ খানের। সুযোগের প্রত্যাশা ছিল শ্রেয়স আইয়ারেরও। কিন্তু দু-জনের কেউই সুযোগ পাননি। শ্রেয়সের ক্ষেত্রে টিম ম্যানেজমেন্ট জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁকে শুধু ওয়ান ডে-র জন্য ভাবা হচ্ছে। সরফরাজের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফর্ম করলে সুযোগ আসবেই। তবে শুধু পারফরম্যান্সই যে শেষ কথা নয়, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সরফরাজ। ফিটনেসেও জোর দিয়েছিলেন। মাত্র দু-মাসেই কমিয়েছেন ১৭ কেজি। ঘরোয়া ক্রিকেটে এ বার ভালো পারফরম্যান্সের অপেক্ষা। দলীপ ট্রফির ওয়েস্ট জোনের স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সরফরাজ খান। রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ারও। ওয়েস্ট জোনকে নেতৃত্ব দেবেন শার্দূল ঠাকুর। টিমে যথারীতি সুযোগ পেয়েছেন মুম্বই তথা ভারতীয় দলের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। মহারাষ্ট্র থেকে সুযোগ পেয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। যদিও চেতেশ্বর পূজারা কিংবা অজিঙ্ক রাহানেরা সুযোগ পাননি। এর থেকেই পরিষ্কার, নতুন প্রজন্মের দিকেই নজর। একই ভাবে ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হচ্ছে পৃথ্বী শ-কেও। গত বছর মুম্বইয়ের রঞ্জি স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন পৃথ্বী। এ বছর মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছেন। রঞ্জিতে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে খেলবেন। তবে দলীপে সুযোগ মিলল না।

ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ খালিদ জামিল

অর্থনৈতিক চাপে থাকা ফেডারেশন আস্থা রাখল দেশীয়তেই

নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় ফুটবল দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেলেন খালিদ জামিল। শুক্রবার সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থার টেকনিক্যাল ও এক্সিকিউটিভ কমিটির যৌথ বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে। দেশীয় ও বিদেশি কোচ মিলিয়ে মোট ১৭০টি আবেদন জমা পড়েছিল ফেডারেশনের কাছে। সেখান থেকে তিনজনকে চূড়ান্ত করা হয়। বর্তমানে জামশেদপুরের কোচের দায়িত্বে থাকা খালিদ জামিল, প্রাক্তন ভারতীয় কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন এবং স্লোভাকিয়ার স্টেফান টারকোভিচ। শেষমেশ দেশীয় কোচকেই হেডস্যার হিসেবে বেছে নিল ফেডারেশন। যদিও খালিদ জামিলই ভারতীয় দলের কোচ হতে পারেন এই বিষয়ে আগেই জানিয়েছিল দুরন্ত বার্তা। ডুরান্ড কাপ ২০২৫ অভিযান শুরুতেই ত্রিভুবন আর্মিকে হারিয়ে ৩-২ গোলে জেতে জামশেদপুর। সেদিন সাখ্যাকারে খালিদ জামিলকে প্রশ্ন করা হয় ভারতীয় দলের কোচের পদে কতটা এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করছেন তিনি? প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও তিনি হেসে বলেন, 'দেখা যাক'। এখনই সেই প্রশ্নই যেন বাস্তব রূপ নিল। সুনীল ছেত্রী-সন্দেশদের নতুন হেড স্যারের দায়িত্বে এলেন জামশেদপুরের বর্তমান কোচ। নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন পর কোনও ভারতীয় কোচ দায়িত্ব নিচ্ছেন সিনিয়র জাতীয় দলের। উল্লেখযোগ্যভাবে, খালিদ জামিলই প্রথম ভারতীয় কোচ, যিনি আইএসএলে কোনও দলকে প্লে-অফে নিয়ে গেছেন। তাঁর কোচিংয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ২০২০-২১ মরসুমে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিল। গত ২ জুলাই ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, মানোলো মার্কুয়েজের সঙ্গে পথ আলাদা হয়েছে ভারতের। এরপর থেকেই নতুন কোচ খোঁজার কাজ শুরু হয়। এতদিন ধরে খালিদের নাম নিয়েই চলছিল জোর গুঞ্জন। এবার সেই গুঞ্জনই বাস্তবে রূপ নিল। ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়োগে 'দেশীয় প্রতিভাকে সুযোগ' দেওয়ার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। দেশের প্রাক্তন খেলোয়াড় থেকে শুরু করে ফুটবল বিশ্লেষকরা অনেকেই ভারতীয় কোচ নিয়োগের দাবি তুলেছিলেন। তাদের মতে, স্থানীয় কোচরাই দেশের ফুটবলারদের মনের ভাবনা, সংস্কৃতি ও খেলার ধরনকে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আপাতত কত বছরের জন্য খালিদ জামিলকে কোচ করা হয়েছে সেটা জানানো হয়নি। তবে খালিদের পথ মোটেই সহজ নয়। সামনের দিনে এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলকে প্রস্তুত করতে হবে তাঁকে। পাশাপাশি দলে নতুন রক্ত সঞ্চার, কৌশলগত পরিবর্তন এবং মনোবল বৃদ্ধি সব কিছুতেই রাখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

এবার থেকে সিরিজের প্রতিটি ম্যাচ খেলতে পারলে তবেই সুযোগ! ফিটনেস নিয়ে কড়া বার্তা বোর্ডের

মুম্বই, ১ আগস্টঃ নিজেদের ফিটনেসের ও ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব ক্রিকেটারদের নিজেদেরই নিতে হবে। যাঁরা সিরিজের প্রতিটি ম্যাচ খেলতে পারবেন, একমাত্র তাঁরাই টিমে জায়গা পাবেন। এর জন্য প্রয়োজন পড়লে নির্বাচকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাদা করে কথা পর্যন্ত বলবেন! ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে ভারতীয় পেসারদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। জোর দেওয়া হল ফিটনেসে। স্পষ্ট বার্তা-শরীর সামলাতে হবে নিজেদেরই। নইলে দেবে। কিন্তু শেষ কথা খেলোয়াড়দের। ওই কর্তার কথায়, ''আমরা চাই, ক্রিকেটাররা নিজেরাই দায়িত্ব নিক। নিজের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার পরিকল্পনা করুক বড় সিরিজের জন্য!'' এই বার্তার পেছনে রয়েছে ইংল্যান্ড সফরের কঠিন শিক্ষা! সিরিজ-জুড়েই ভারতের বোলিং আক্রমণ চোট আর ক্লান্তিতে ভুগেছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টে জোরে বল করলেও বুমরাহ একশোর বেশি রান দিয়ে ফেলেন। এজবাস্টনের নায়ক অকাশ দীপ চোটের কবলে পড়ে তিন নম্বর টেস্ট মিস করেন। আর্শদীপ সিংহের হাতের চোটের

ভবিষ্যতের সিরিজে দলে সুযোগ পাওয়া কঠিন হতে পারে! বোর্ডের একটি সূত্রের বক্তব্য, ''আসাছে সফরগুলোতে শুধুমাত্র সেই বোলারদেরই বেছে নেওয়া হবে, যাঁরা সমস্ত ম্যাচ খেলতে পারবেন। প্রত্যেক বোলারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলা হবে-তাদের শরীর কেমন সাড়া দিচ্ছে, সেটা বোঝার পরই দল বাছাই।'' এর সঙ্গে সংযোজন-বোর্ড সফরের আগে ও পরে পর্যাপ্ত 'রিকভারি'র সুযোগ জেরে টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে বিকল্পও যায় কমে। শেষমেশ পুরোপুরি প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও অংশুল কাম্বোজকে নামাতে হয়, যিনি দলের ভোগান্তি আরও বাড়ান। ফলত, দল দেশে ফিরলে বোলারদের পারফরম্যান্স দিয়েই যে সিরিজের পর্যালোচনা শুরু হবে, তা এতদিনে স্পষ্ট। স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ এবং ফিজিওর কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইতে পারে বোর্ড।

বিশ্বমঞ্চে সোনার পদকে উজ্জ্বল, দুই কৃতীকে সংবর্ধিত করল সাই

নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সাই) কলকাতা সেন্টার থেকে অতীতেই অনেক কৃতী অ্যাথলিট উঠে এসেছেন। তেমনই আলাদা করে বলতে হয় তিরন্দাজির কথা। লিম্বা রাম এক উজ্জ্বল নাম। দীপিকা কুমারী, অতনু দাস, বোম্বাইলা দেবীরাও প্র্যাক্টিস করেছেন সাই কলকাতা সেন্টারে। এ বার আলোচনায় দুই প্রতিভাবান তিরন্দাজ। সাই কলকাতা সেন্টারের তিরন্দাজ সাহিল রাজেশ যাদব সদ্য জার্মানিতে অনুষ্ঠিত এফআইএসইউ ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে একটি সোনা জিতেছেন ও রুপো এনেছেন। আর এক তিরন্দাজ শ্রে ভরদ্বাজ মার্কিন মুলুকে বিশ্ব পুলিশ ও ফায়ার গেমসে সোনার হ্যাটট্রিক করেছেন। এ দিন কলকাতা সাই সেন্টারে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সাহিল রাজেশ যাদব বলেন, ''ফাইনালের মুহূর্তটা খুবই চাপের ছিল। কারণ, প্রত্যেকটা নিশানাই সেরা হতে হত। শুধু নিজের প্র্যাক্টিস, এতদিন কোচ হরেশ কুমার যা শিখিয়েছেন, তাতে ভরসা রেখেছিলাম। সেরা অনুভূতি ছিল, যখন পোডিয়ামে উঠলাম, জাতীয় পতাকা উড়ছিল, সেই মুহূর্তটা কোনওদিন ভুলব না। কোচেরা বলেছিলেন, সোনা জেতাটা কতটা জরুরি। মনসংযোগ ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।'' একটা সময় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। খেলতেনও। কে জানে, খেললে হয়তো হ্যাটট্রিকও করতেন। তবে সোনার পদকের হ্যাটট্রিক করেছেন তিরন্দাজিতে। সোনার হ্যাটট্রিক করা ২৩ বছরের শ্রে ভরদ্বাজ বলছেন, ''তিনটে ভিন্ন পরিস্থিতিতে সোনা জেতা কঠিন পরীক্ষা ছিল। তবে তিনটি টুর্নামেন্টেই সেরা হতে পেরেছি। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে।'' সাই কলকাতা সেন্টারে প্র্যাক্টিসের সুযোগকেও কৃতিত্ব দিতে ভুলছেন না। শ্রে-র কাছে চ্যালেঞ্জটা ছিল আরও বেশি। কারণ, আধো-আলোতেও একটি টুর্নামেন্ট খেলতে হয়েছে। সেটাই টুর্নামেন্টের নিয়ম। সে কারণেই তিন ফরম্যাটের কথা বলেছেন। এই দু-জনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কলকাতা সাই সেন্টারের রিজিওনাল ডিরেক্টর, শ্রীমতি অমর জ্যোতি। বলেন, ''এটা শুধু ওদের ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, কলকাতা সাই আর্চারি এক্সলেন্স সেন্টারের গর্বের ইতিহাসও রয়েছে। সাহিল এবং শ্রে-র সাফল্য সেই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। ওদের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। এই সাফল্য এখানকার আরও অনেক তরুণ প্রতিভাকে প্রেরণা জোগাবে।''

ভোটার সচেতনতা অভিযান থেকে রিঙ্কুকে বাদ দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১ আগস্টঃ রিঙ্কু সিং মানেই মারকাটারি ব্যাটিং। আইপিএল থেকে উঠে আসা উত্তরপ্রদেশের এই ব্যাটার টিম ইন্ডিয়ার টি-টোয়েন্টি দলেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আইপিএলে এক ওভারে ৩০ রান তুলে কেকেআর-কে ম্যাচ জেতানোর পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রিঙ্কু। তাঁর ফ্যানবেস লজ্জায় ফেলে দিতে পারে কোনও তারকা ক্রিকেটারকে। জনপ্রিয়তার কথা ভেবে রিঙ্কুকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করেছিল। এই ক্রিকেটারের কাজ ছিল ভোটারদের সচেতন করা ভোটদানের বিষয়ে। এদিন জানা গেল রিঙ্কুকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসিআই-এর এই সিদ্ধান্তের পিছনে নাকি রয়েছেন রিঙ্কুর বান্ধবী প্রিয়া সরোজ। আসলে রিঙ্কুর বান্ধবী প্রিয়া হলেন সমাজবাদী পার্টির (এসপি) সাংসদ। ইতিমধ্যে রিঙ্কুর সঙ্গে প্রিয়ার বাগদান পর্ব সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরেই তাঁরা সম্ভবত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। রিঙ্কুর বাগদানের পরই জাতীয় নির্বাচন কমিশন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে তাঁকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

RITES LIMITED
RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE
(A Government of India Enterprise)
Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

Requires hard working professionals on contract basis for the following post(s)/ discipline through written test at RITES Offices.

VC Nos.	Posts	Positions	Venue & Date
CL/07-R1/25	Technical Assistant	19	RITES Office-Mumbai, Delhi/ Gurgaon/ NCR, Kolkata, Chennai and Bhilai Date- 30th August 2025
CL/08-R1/25	Resident Engineer	1	
CL/11-R1/25	Resident Engineer	8	
CL/12-R1/25	Senior Technical Assistant	30	RITES Office-Mumbai, Delhi/Gurgaon/NCR, Kolkata and Bhubaneswar Date- 30th August 2025

For details regarding how to Apply, Position, remuneration, qualification, age, date & venue, selection process etc., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under **Career Section.**

অবশেষে শহরে চলে এলেন সবুজ-মেরুন হেডস্যার ও বিদেশি ডিফেন্ডার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ আগস্টঃ গত বৃহস্পতিবার সিজনের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল মোহনবাগানের সিনিয়র দল। ডুরান্ডের সেই ম্যাচে লড়াই করতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত দুইটি গোলের ব্যবধানে সহজ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সবুজ-মেরুন। যা নিঃসন্দেহে খুশি করেছে সকল সমর্থকদের। সেই ম্যাচে দলের হয়ে জোড়া গোল করেছিলেন ভারতীয় তারকা লিস্টন কোলাসো। গতবারের পর এই সিজনের প্রথম ম্যাচে ও তাঁর এমন পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন যুক্ত করবে দলের অন্দরে। আগামী ৪ঠা আগস্ট ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে সবুজ-মেরুন। কিন্তু তাঁর আগেই জুলাইয়ে শেষ রাতে শহরে আসার কথা ছিল সবুজ-মেরুন কোচ জোসে মোলিনার। ডুরান্ড ম্যাচের পর মূলত সেদিকেই নজর ছিল সকল বাগান সমর্থকদের। প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুক্রবার ভোরে কলকাতা বিমান বন্দরে পা রাখলেন এই স্প্যানিশ কোচ। পরবর্তীতে বিমানবন্দর ছেড়ে বেড়িয়ে আসার সময় স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে নিয়ে প্রবল উন্মাদনা দেখা দেয় সমর্থকদের মধ্যে। তবে তিনা একানন। একই সাথে শহরে চলে আসেন তাঁর সহকারী কোচেরা। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই দলের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেবেন মোলিনা। উল্লেখ্য, শেষ ফুটবল সিজনে তাঁর হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। সেবার ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হলেও পরবর্তীতে আর খুব একটা হতাশ করেননি তিনি। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের শিল্ডের পাশাপাশি লিগ কাপ ও জয় করে সবুজ-মেরুন শিবির। এক কথায় যা বিরাট বড় চমক ছিল সকলের জন্য। এবারের এই নতুন সিজনে ও সেই ধারা বজায় রাখার লক্ষ্য থাকবে দুইবারের আইএসএল জয়ী এই কোচের। অন্যদিকে এদিন বাগান শিবিরে যোগ দিতে সকালে কলকাতার বুকে পা রাখলেন দলের বিদেশি ডিফেন্ডার টম অলড্রেড। বিমানবন্দরে তাকে ঘিরে স্বভাবতই ছিল প্রবল উন্মাদনা। বাগানের এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন একাধিক সবুজ-মেরুন সমর্থক। ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচের আগে টম অলড্রেডের আগমন নিঃসন্দেহে মোহনবাগান শিবিরে আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। সঙ্গে ছিলেন দলের গোলরক্ষক কোচ ফ্রান্সিসকো হোসে মার্টিনেজ। ফলে ডিফেন্স লাইনকে শক্তপোক্ত করে তোলার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন কোচ জোসে মোলিনা। ৩৪ বছর বয়সি এই স্কটিশ ফুটবলার গত মরসুমে দলের রক্ষণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অভিজ্ঞতা, ঠান্ডা মাথায় খেলা পড়ে নেওয়ার ক্ষমতা, আর ফিজিক্যাল প্রেজেন্স। সব মিলিয়ে টম অলড্রেড মোহনবাগানের রক্ষণে এক অভিজ্ঞ স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন। চলতি মরসুমেও তার দিকেই নজর কোচ মোলিনার। অলড্রেডের আগমন এমন এক সময়, যখন কয়েক ঘণ্টা আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছান কোচ জোসে মোলিনা, সহকারী কোচ ইগর এবং ফিজিক্যাল ট্রেনার সের্জিও। শুক্রবার ভোররাতে তাঁদের বিমান কলকাতা এসে পৌঁছায়। বিমানবন্দরে নামার পরেই ফুটবলপ্রেমী বাগান সমর্থকদের উচ্ছ্বাসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। আর সেই রাত পোহাতেই শহরে এলেন টম অলড্রেড। প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও রক্ষণভাগে কিছু খামতি চোখে পড়েছিল, সেগুলো দূর করতেই এই অনুশীলন পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অলড্রেডের মতো অভিজ্ঞ বিদেশির সংযোজন সেই ঘাটতি পূরণে কার্যকর হবে বলেই মনে করছে ক্লাব সূত্র। আগামী ৪ঠা আগস্ট ডুরান্ড কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে নামবে মোহনবাগান। সেদিন অলড্রেডকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়, তবে তিনি যে খুব শীঘ্রই মূল দলে জায়গা করে নেবেন। সে বিষয়ে নিশ্চিত সবুজ-মেরুন শিবির। বিশেষ করে বড় ম্যাচে তার ঠান্ডা মাথার লড়াই এবং হেডিং দক্ষতা কাজে আসবে বলেই মনে করছেন কোচিং স্টাফ। শুধু অলড্রেডই নন, আরও একে একে কলকাতায় এসে পৌঁছবেন দলের অন্যান্য বিদেশি ফুটবলাররা। ফলে আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সম্পূর্ণ দলকে নিয়ে পূর্ণোদ্যমে অনুশীলন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে মোলিনার। ভারতীয় ও বিদেশি খেলোয়াড়দের নিয়ে তৈরি হবে পূর্ণ শক্তির স্কোয়াড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com